প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের

বার্ষিক প্রতিবেদন

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-২০১৮

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের

বার্ষিক প্রতিবেদন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পৃষ্ঠপোষক
মোঃ আকরাম-আল-হোসেন
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা পরিষদ
মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
এ এফ এম মনজুর কাদির
অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়)
জি. এম. হাসিবুল আলম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি
মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সম্পাদনা
ড. তরুণ কান্তি শিকদার
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকাশক ঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রকাশকাল ঃ ১৪ অক্টোবর ২০১৮
স্বত্ব ঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক
সকল স্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণে
অনার্য পাবলিকেশন্স লি.
১০৭/১, বক্স কালভার্ট রোড
পল্টন, ঢাকা।

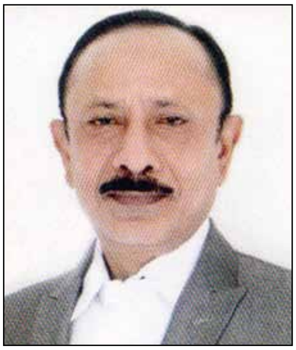

মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি
মন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দক্ষমানব সম্পদ গড়ে তুলতে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় বিগত এক দশকে বর্তমান সরকারের আমলে যে উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, বিশ্বের কাছে অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয়। বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত। প্রতিযোগিতার বিশ্বে টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশকে এখন অনুগ্রহনির্ভর হয়ে থাকতে হয় না। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের 'রোল মডেল' হিসেবে অনেকের কাছে পরিচিত। এই কৃতিত্বের একক দাবিদার জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দূরদর্শী চিন্তা-চেতনার ফসল আজকের বাংলাদেশ। তিনি মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার লক্ষ্যে 'রূপকল্প ২০২১' ঘোষণা করার ফলেই বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আত্মনির্ভরশীল স্বল্প উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বাস্তবায়িত হতে চলেছে জাতির পিতার স্বপ্নে লালিত সোনার বাংলা।

বাংলাদেশের একটি শিশুও যাতে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয় – সেজন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে পিইডিপি-৪-এর মতো বিশাল কর্মযজ্ঞ। শিশুদের শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি তৈরি করা হয়েছে শিক্ষিত বেকার যুবসমাজের বিশাল কর্মসংস্থান। শিশুরা যাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট না হয়, তারা যাতে ঝরে না যায়– শিশুরা যেন জীবনের শুরুতেই প্রাথমিক শিক্ষাবলয়ে সহজেই প্রবেশ করতে পারে– সেজন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে খোলা হয়েছে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি এবং সৃজন করা হয়েছে পঁয়ষট্টি হাজারেরও উপরে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক পদ। শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নতির জন্য সারাদেশব্যাপী চালু করা হয়েছে 'স্কুল ফিডিং' প্রকল্প ও মিড-ডে মিল কার্যক্রম। বিদ্যালয়ে স্যানিটেশন ব্যবস্থার পাশাপাশি সরবরাহ করা হয়েছে নিরাপদ পানীয় জল। গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে পৌঁছে দেয়া হয়েছে আধুনিক শিক্ষার উপকরণ ল্যাপটপ। স্থাপন করা হচ্ছে প্রতি গ্রামে সরকারি বিদ্যালয়। শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত কমিয়ে আনার জন্য নতুন শিক্ষক নিয়োগ ও শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ ছাড়াও হাতে নেয়া হয়েছে নানামুখী উন্নয়ন কর্মসূচি। যার ফলে বিদ্যালয়ে শতভাগ শিশু ভর্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। সমাজের প্রতিবন্ধী শিশুসহ মেয়ে শিশুদের অধিকার সুরক্ষার কারণে একীভূত শিক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আশা করি, এ প্রতিবেদন প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ছবি দেশের জনগণের কাছে প্রতিভাত হবে। জনগণ দেশের প্রকৃত চিত্র জানতে পারবেন এবং মত প্রকাশের সুযোগ পাবেন।

আমি এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি)

মোঃ আকরাম-আল-হোসেন
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২০১৭-১৮ অর্থবছরে গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এ প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা সম্ভব হবে।

সবার জন্য মানসম্মত ও জীবনমুখী প্রাথমিক শিক্ষা– এই স্লোগানকে সামনে রেখে সরকার নিরলস কাজ করে চলেছে। শিশুরা যাতে সমাজের বোঝা না হয়ে মানব সম্পদে পরিণত হতে পারে এবং তারা যাতে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে উন্নত নৈতিক শিক্ষা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধে উজ্জীবিত হয়ে প্রকৃত শিক্ষা লাভে সক্ষম হয় সে প্রচেষ্টা আমাদের মধ্যে নিরন্তন কাজ করবে।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিশুদেরকে উপযোগী করে গড়ে তুলতে দেওয়া হয়েছে ৩৯ হাজার কোটি টাকার PEDP-4 প্রোগ্রাম। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ১৫শ' নতুন বিদ্যালয়। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে শিশুদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে বিনামূল্যে সম্পূর্ণ নতুন পাঠ্যবই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের পাশাপাশি চালু করা হয়েছে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম। এক্ষেত্রে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান 'বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট' প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য উপবৃত্তি প্রদানসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত কমিয়ে আনার লক্ষ্যে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণসহ বৃদ্ধি করা হয়েছে শিক্ষক পদসংখ্যা এবং নিয়োগ দেয়া হয়েছে প্রায় লক্ষাধিক শিক্ষককে।

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ ও এর সফল বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে প্রায় শতভাগ শিশু ভর্তি। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৮.৮ এবং বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশুর ভর্তির হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রগতি ও অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ইউনেস্কো শান্তি বৃক্ষ' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

পরিশেষে, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। আশা করি এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ও প্রাথমিক তথ্যাবলি পাঠকের কাছে উন্মুক্ত হবে, যা পরবর্তীতে বিভিন্ন গবেষণা ও অগ্রগতির কাজে ব্যবহৃত হবে।

(মোঃ আকরাম-আল-হোসেন)

ড. তরুণ কান্তি শিকদার
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সম্পাদকীয়

দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন (এসডিজিস) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার নানামুখী কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছে। এসডিজিস লক্ষ্য-৪ বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ফোকাল পয়েন্ট। গুণগত ও জীবনব্যাপী শিক্ষা বাস্তবায়নে ও শিক্ষাক্ষেত্রে নানা বৈষম্য কমিয়ে এনে গুণগত শিক্ষা অর্জনের উপাদান (Indicator) সমূহের উন্নয়ন ঘটানো মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান কাজ। জীবনব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিস্তৃত করার জন্য মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)। যার মাধ্যমে ২৩৬টি উপজেলায় ৪৫ লক্ষ মানুষকে স্বাক্ষরজ্ঞান করে গড়ে তুলতে ও জীবনব্যাপী শিক্ষা নিশ্চিত করতে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন যে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের হালফিল খতিয়ান। যা দর্পণের মতো মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। বার্ষিক প্রতিবেদনে একদিকে যেমন সরকারের বাজেটের জনগণের দেয়া অর্থের প্রকৃষ্ট ব্যবহার হলো কিনা তার বর্ণনা তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে পরবর্তী বছরে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে পূর্ব অভিজ্ঞতা ও সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ডের তথ্যবহুল একটি চিত্র পাঠককুলের সামনে উপস্থাপন করা হলো। শিক্ষা নিয়ে যারা গবেষণা করেন এই তথ্য-উপাত্ত তাদের কাজে সামান্যতম উপকারে এলে আমরা কৃতার্থ হবো। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন মূলত গত এক বছরের কর্মকাণ্ড ও অগ্রগতির এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র। সরকারের সবচেয়ে বড় পরিবার ও বিশাল কর্মকাণ্ডের সব চিত্র হয়তো এতে পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলিত হবে না। তবুও নিয়মিত তথ্য-উপাত্ত সংযুক্ত করার প্রয়াস ছিল। যা গবেষকদের গবেষণা কাজে অন্যতম রেফারেন্স হিসাবে কাজ করবে বলে আশা করি।

পরিশেষে প্রকাশনার কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

(ড. তরুণ কান্তি শিকদার)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং		বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
		এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৭
১.০		সূচনা	১০
	১.১	প্রাথমিক শিক্ষার উৎস	১১
	১.২	প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো	১২
	১.৩	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস	১২
	১.৪	বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী	১৪
	১.৫	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা	১৫
	১.৬	শ্রেণিভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি তথ্য	১৫
	১.৭	গ্রস ও নীট ভর্তির হার	১৫
	১.৮	ঝরে পড়া ও শিক্ষাচক্র সমাপনীর শতকরা হার	১৫
	১.৯	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন	
২.০		বিশেষ অর্জন	১৭
	২.১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার	
৩.০		প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক অগ্রগতি	১৮
	৩.৩	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড	২০
	৩.৪	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনোভেশন সেল কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	২১
	৩.৫	তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি	২১
৪.০		পিইডিপি-৩ বহির্ভূত অন্যান্য প্রকল্প	
	৪.১	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প	৩৭
	৪.২	রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প	৩৮
	৪.৩	চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প	৪০
	৫.১	পিটিআইবিহীন নির্বাচিত ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন	৪৩
	৫.১.৭	কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	৪৪
	৬.১	প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন কর্মসূচি	৪৪
	৭.১	ইংলিশ ইন অ্যাকশন	৪৫
	৮.১	শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	৪৫
৯.০		উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	৪৮
	৯.১	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪	৪৮
	৯.৩	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি	৪৮
	৯.৪	উপানুষ্ঠানিক ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামো	
	৯.৫	ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ICT সম্পর্কিত কার্যাবলী	৪৯
	৯.৬	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ	৫১
	৯.৭	চলমান প্রকল্প	৫২
	৯.৮	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	
	৯.৯	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর চ্যালেঞ্জসমূহ	
১০.০		জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী নেপ)	৫৬

এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা		
	মন্ত্রণালয়/ডিপিই পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ			
১.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭,৬৭২		
২	নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫,২৪০		
৩.	বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৯৫		
৪.	রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১২		
৫.	নন-রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বাণিজ্য	১৯২৬		
৬.	পরীক্ষণ বিদ্যালয়	৫৫		
৭.	কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৬		
৮.	রস্ক স্কুল	৬২৫৮		
৯.	শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৫		
	শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিচালিত			
১০.	উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসা	৫৫৯৯		
১১.	উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৫৪		
১২.	এবতেদায়ী মাদ্রাসা	২৮৭৭		
	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পরিচালিত			
১৩.	কিন্ডার গার্টেন	১৮,৩১৮		
১৪.	চা-বাগান স্কুল	৫৩		
	এনজিও ব্যুরো পরিচালিত			
১৫.	এনজিও স্কুল	২৬৮০		
১৬.	ব্র্যাক স্কুল	১৩,৫২২		
১৭.	অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৪১৮		
১৮.	মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১২২,৭২১		
	শিক্ষক	পুরুষ	মহিলা	মোট
১৯.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৫,৭২৭	১,৪৯,৯৩৫	২,২৫,৬৫৯
২০.	নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক	৪৭,৪৬৬	৪৯,৩৬২	৯৬,৮২৮
২১.	অন্যান্য শিক্ষক	৯০,৩০৯	১১৫,০০২	২,০৫,৩১১
২২.	মোট শিক্ষক	২১৩,৪৯৯	৩১৪,২৯৯	৫২৭,৭৯৮
	শিক্ষার্থী	বালক	বালিকা	মোট
২৩.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	৪৬,০৭,৭১২	৪৯,৭০,৯৭৬	৯৫,৭৮,৬৮৮
২৪.	নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	২০,৫৭,৮৮৮	২১,৫৭,০৭৭	৪২,১৪,৯৬৫
২৫.	অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	২৭,০৩,৪৭৯	২৫,৭০,৬২৯	৫২,৭৮,১০৮
	মোট শিক্ষার্থী	৯৩,৬৯,০৭৯	৯৬,৯৮,৬৮২	১,৯০,৬৭,৭৬১

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা		
		বালক	বালিকা	মোট
২৭.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী	১৪,৫০৫,৪৬	১৪,১৪,৩৩১	২৮,৬৪,৮৭৭
২৮.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			৯৩,২৪৭
২৯.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা			১,৭৪,৭৩,৯০৩
৩০.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা			১,৭১,১১,১১৪
৩১.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা			৩৬২,৭৮৯
৩২.	গ্রস ভর্তির হার			১০৯.২%
৩৩.	নীট ভর্তির হার			৯৭.৯৪%
৩৪.	ঝরে পড়ার হার			১৮.৮%
৩৫.	প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার			৭৯.৬%
৩৬.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (২০১৫)			২৮,৩৯,২৩৮
৩৭.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার (২০১৫)			৯৮.৫২%
৩৮.	ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (২০১৫)			২৬৪,১৩৪
৩৯.	ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (২০১৫)			৯৫.৯৩%
৪০.	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ (২০১৫-১৬)			৫২৪৭.৩৬ কোটি টাকা
৪১.	বাস্তবায়ন অগ্রগতি হার			৯৮.০২%
৪২.	জাতীয় অগ্রগতি হার			৯২.৬২%

জুন ২০১৬ পর্যন্ত সর্বমোট ২৫,২৪০টি বিদ্যালয় জাতীয়করণের সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে এবং ১,১৪,৭৫৫ জন শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করা হয়েছে।

একনজরে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি

* প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ (পিইডিপি-৩)	:	৫৭টি
* শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ	:	৪৮৪৭টি
* নলকূপ স্থাপন	:	৭৭৬৭টি
* শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য ওয়াশব্লক নির্মাণ	:	৭৭৮০টি
* বড় ধরনের মেরামত	:	১৩১২টি
* বিদ্যালয় রুটিন মেরামত	:	৫৫৮৫২টি
* প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ (জিপিএস)	:	৫৪৩টি
* বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন	:	৯৩টি
* প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ (আইডিবি সহায়তায়)	:	৭০টি
* পিটিআই নির্মাণ	:	৩টি

* দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কার্যক্রম	:	১.১৭ কোটি শিক্ষার্থী
* দরিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম	:	৩০.০৫ লক্ষ শিক্ষার্থী
* স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান বাস্তবায়ন (SLIP)	:	৬৩৬৯১টি বিদ্যালয়
* শিক্ষকদের সিইনএড এবং ডিপিএড এবং ডিপিএড প্রশিক্ষণ প্রদান	:	সিএনএড-৮৯৪৮ জন শিক্ষক ডিপিএড-৫৮৩৫ জন শিক্ষক
* সহকারী শিক্ষক নিয়োগ	:	১৩৯৮৮ জন
* প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীতকরণ	:	৪টি বিদ্যালয় (২০১৬ শিক্ষাবর্ষ) সহ মোট ৭৬৪টি বিদ্যালয়

বই বিতরণ উৎসব ২০১৮

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

১.০ সূচনা

মানবসম্পদ উন্নয়নের সূচকে বাংলাদেশ বিগত বছরের থেকে তিন ধাপ এগিয়ে এসেছে। ২০১৮ সালে ১৩৬-এ উন্নীত হয়েছে। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশেষ অবদান রাখছে। জাতীয় উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও গতিশীল সমাজ সৃষ্টিতে দক্ষ মানব সম্পদের বিকল্প নেই। আর দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। বিশেষত, প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে সকল শিক্ষার ভিত্তি। স্বাধীনতা লাভের পর প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার বিধান রাখা হয়। সেই বাধ্যবাধকতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। বস্তুত, বাংলাদেশের ইতিহাসে এ সময়েই প্রথম প্রাথমিক শিক্ষাকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষাকে অর্থবহ ও ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে নতুন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়, যা ২০০৩ সালে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয়ে উন্নীত হয়।

সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (MDG) এবং সবার জন্য শিক্ষা (EFA)-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় National Plan of Action (NPA) প্রণয়ন করেছে। NPA অনুযায়ী সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করণার্থে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ সকল শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধনের মাধ্যমে উন্নয়ন জীবন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG-4 "Ensure Inclusive and Equitable Quality Education and Promote lifelong learning for all" এর কথা বলা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুকে মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা, যাতে সকল শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়াও বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে ২০৩০ সালের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাতিষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মূলত, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিটের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তোলার দায়িত্ব পালন করেছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। অন্যদিকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর মাধ্যমে শিক্ষা কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবিড় প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গুণগত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত রূপকল্প গ্রহণ করেছে।

রূপকল্প (Vision)

সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা

অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

১.১ প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য, (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রক্ষায় সরকার প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সালের ২৭ নং আইন) প্রণয়ন করে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছে। পরবর্তীতে প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০-এ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

(১) মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা;

(২) কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন পূর্বক সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা;

(৩) শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহ-জীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতুহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা এবং বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা;

(৪) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশগঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা;

(৫) শিক্ষার্থীর নিজ স্তরের যথাযথ মানসম্পন্ন প্রান্তিক দক্ষতা নিশ্চিত করে তাকে উচ্চতর ধাপের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী এবং উপযোগী করে তোলা। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। এছাড়া ভৌত অবকাঠামো, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক আকর্ষণীয় করে তোলা এবং মেয়েদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা;

(৬) শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, জীবন-দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৭) শিক্ষার্থীদের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহ ও মর্যাদাবোধ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

(৮) প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব-স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

(৯) শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ এলাকাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া;

(১০) সব ধরনের প্রতিবন্ধীসহ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১.২ প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো

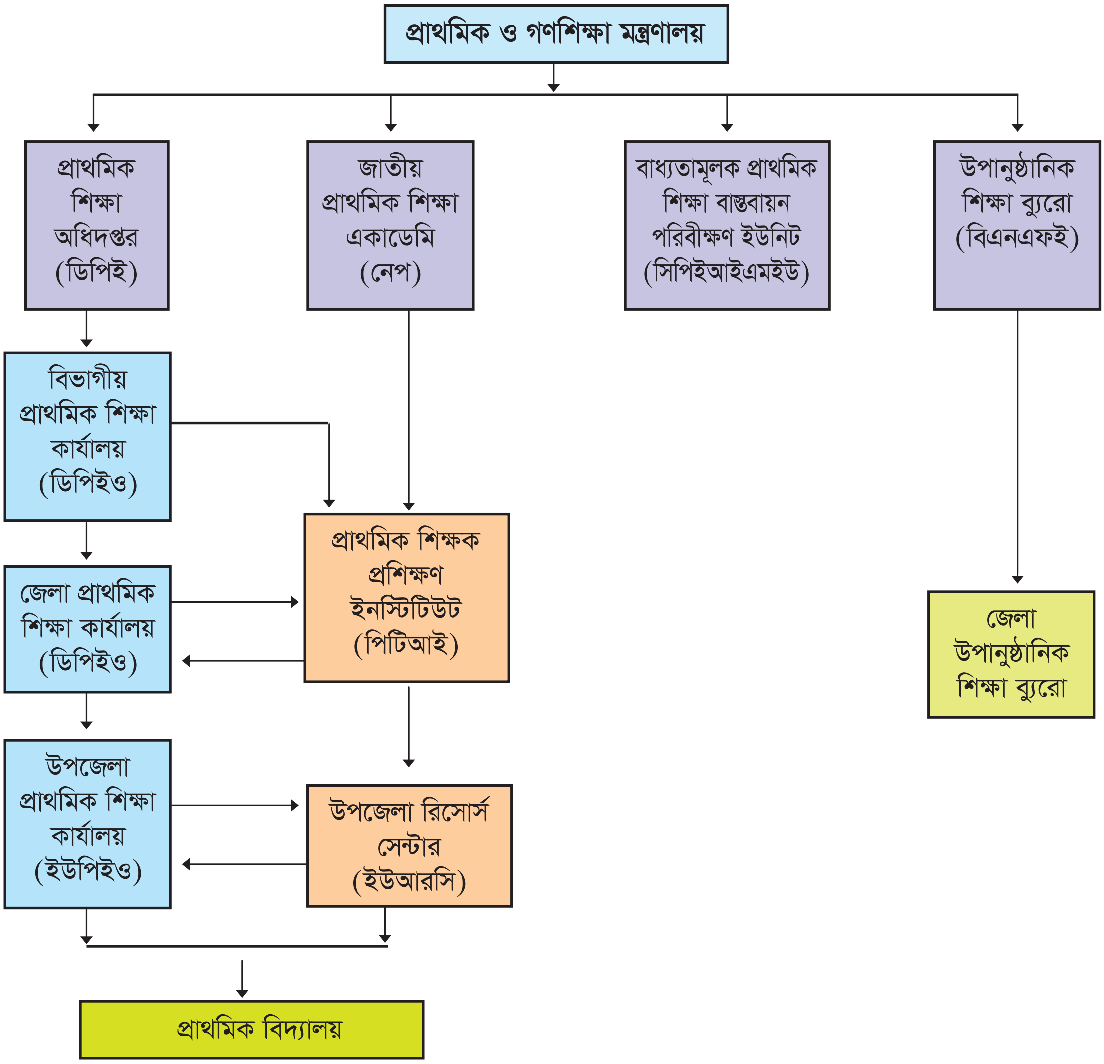

১.৩ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিদ্যালয় অনুবিভাগ, প্রশাসন অনুবিভাগ ও সমন্বয়, উন্নয়ন অনুবিভাগ, বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ রয়েছে। মন্ত্রণালয়ে মোট ৪টি অধিশাখা, ২টি পরিকল্পনা অধিশাখা, ১০টি শাখা, ৪টি পরিকল্পনা শাখা এবং ১টি কম্পিউটার সেল রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান মাননীয় মন্ত্রী। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার। সচিবের দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য বর্তমানে ৫ জন অতিরিক্ত সচিব ও ৪ জন যুগ্মসচিব কর্মরত আছেন। বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট জনবলের সংখ্যা ১১৬ জন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

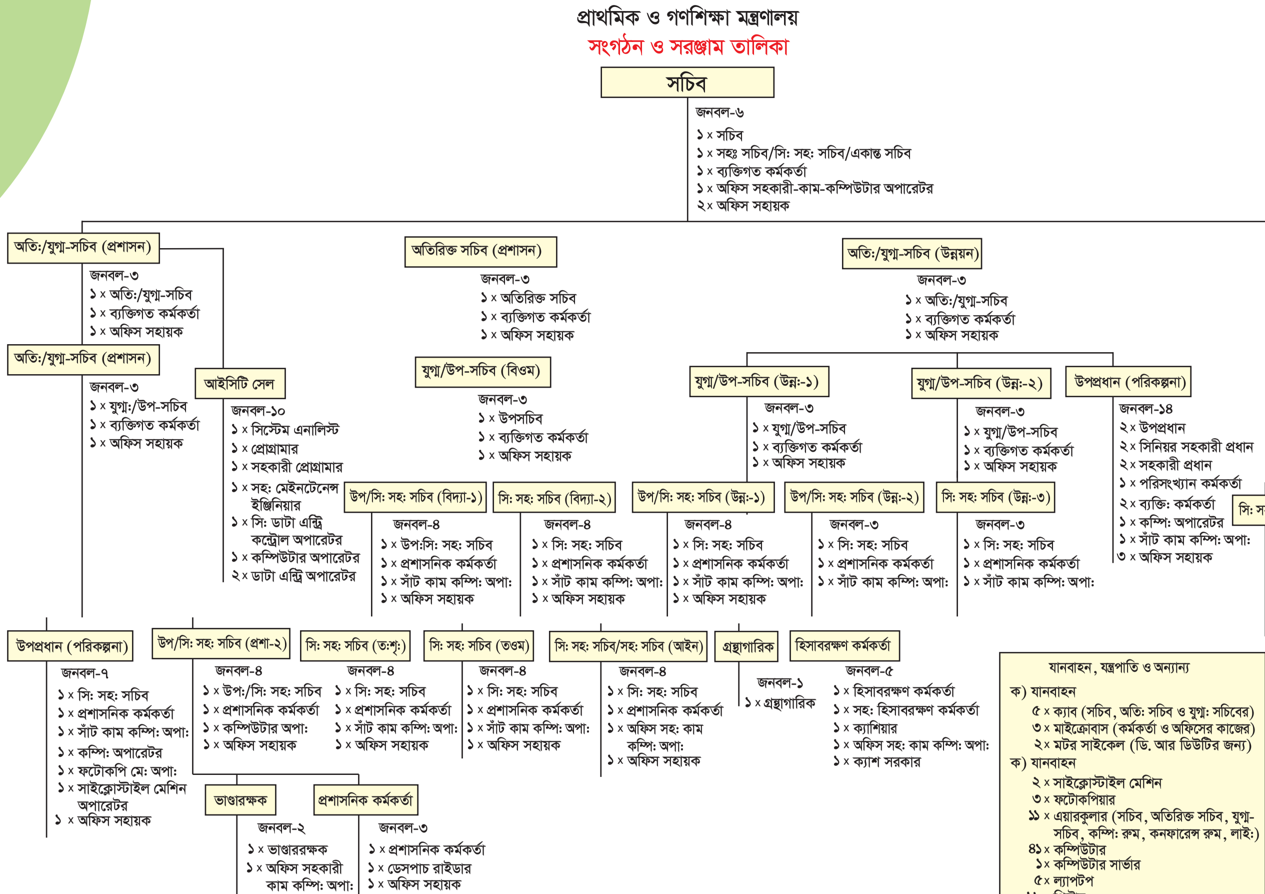

যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য

ক) যানবাহন
- ৫ x ক্যাব (সচিব, অতি: সচিব ও যুগ্ম: সচিবের)
- ৩ x মাইক্রোবাস (কর্মকর্তা ও অফিসের কাজের)
- ২ x মটর সাইকেল (ডি. আর ডিউটির জন্য)

ক) যানবাহন
- ২ x সাইক্লোস্টাইল মেশিন
- ৩ x ফটোকপিয়ার
- ১১ x এয়ারকুলার (সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব, কম্পি: রুম, কনফারেন্স রুম, লাই:)
- ৪১ x কম্পিউটার
- ১ x কম্পিউটার সার্ভার
- ৫ x ল্যাপটপ
- ১৮ x প্রিন্টার
- ১ x স্ক্যানার
- ১ x মাল্টিমিডিয়া
- ২ x ফ্রিজ
- ৫ x পানি বিশুদ্ধকরণ মেশিন
- ৫ x ফ্যাক্স মেশিন
- ১ x ইন্টারকম সিস্টেম
- ২ x রঙিন টিভি

জনবলের সার-সংক্ষেপ

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা
১।	সচিব	১
২।	অতিরিক্ত সচিব	১
৩।	যুগ্ম-সচিব	৩
৪।	উপ-সচিব	৫
৫।	উপ-প্রধান	২
৬।	সহ: সচিব/সি: সহ: সচিব/পিএস	১৩
৭।	সিস্টেম এনালিস্ট	১
৮।	সহ: প্রধান/সি: সহ: প্রধান	৪
৯।	প্রোগ্রামার	১
১০।	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১
১১।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১
১২।	সহকারী প্রোগ্রামার	৩
১৩।	সহ: মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১
১৪।	গ্রন্থাগারিক	১
	১ম শ্রেণি	৩৮
	২য় শ্রেণি	২৬
	৩য় শ্রেণি	২৫
	৪র্থ শ্রেণি	২৭
	সবমোট	১১১

১.৪ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য (এপিএসসি-২০১৭ অনুযায়ী):

বিদ্যালয়ের ধরণ	বিদ্যালয় গংখ্যা	শিক্ষক				শিক্ষার্থী			
		পুরুষ	মহিলা	মোট	%মহিলা	বালক	বালিকা	মোট	%বালিকা
ক) প্রাগম/প্রাশিঅ নিয়ন্ত্রিত (ক্রমিক ১-৮)									
১.জিপিএস	৩৮,৮৭৯	৭৭,২৫৬	১৬১,৬৩৯	২৩৮,৮৯৫	৬৭.৬৬	৪,৪২৮,২২৫	৪,৫১২,৯৬৪	৮,৯৪১,১৮৯	৫০.৪৭
২.এনএনপিএস	২৬,১৫৯	৪৮,৮৩৪	৬০,৫৩৩	১০৯,৩৬৭	৫৫.৩৫	১,৯২৩,১৩১	২,০৯৯,৬২৮	৪,০২২,৭৫৯	৫২.১৯
৩.আরএনজিপিএস	১৮০	২১৪	৫২৭	৭৪১	৭১.১২	৯,০৪১	৮,৮৯৫	১৭,৯৩৬	৪৯.৫৯
৪.এনআরএনজিপিএস	৩,০০১	৩,৮৪৩	৮,২১৭	১২,০৬০	৬৮.১৩	১৩৫,২৫০	১৩৯,৬২০	২৭৪,৮৭০	৫০.৭৯
৫. পরীক্ষণ বিদ্যালয়	৬১	৪১	২৮১	৩২২	৮৭.২৭	৫,৩২০	৫,২৩৩	১০,৫৫৩	৪৯.৫৯
৬.কমিউনিটি বিদ্যালয়	১১২	৮৫	৩১২	৩৯৭	৭৮.৫৯	৬,৭৭৫	৬,৬৮৬	১৩,৪৬১	৪৯.৬৭
৭. রক্ষ পরিচালিত বিদ্যালয়	৭,৩৭১	১,২২৭	৬,১২০	৭,৩৪৭	৮৩.৩০	১২৮,৪৮০	১৩১,৮৮৬	২৬০,৩৬৬	৫০.৬৫
৮.শিশু কল্যান বিদ্যালয়	২২৮	২৫৩	৫৯৭	৮৫০	৭০.২৪	৮,৮৭২	৯,৮৯৩	১৮,৭৬৫	৫২.৭২
উপমোট (ক):	৭৫,৯৯১	১৩১,৭৫৩	২৩৮,২২৬	৩৬৯,৯৭৯	৬৪.৩৯	৬,৬৪৫,০৯৪	৬,৯১৪,৮০৫	১৩,৫৫৯,৮৯৯	৫০.৯৯
খ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় (ক্রমিক ৯-১১)									
৯.উচ্চ মাদ্রাগা গংযুক্ত এবতেদায়ি	৬,৫৮১	১৪,২৫৮	২,৬০৬	১৬,৮৬৪	১৫.৪৫	৪৪০,৯৩১	৪১৫,৬৯৬	৮৫৬,৬২৭	৪৮.৫৩
১০.উচ্চ বিদ্যলয় গংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৭৩৪	৫,০০২	৫,৬৫৬	১০,৬৫৮	৫৩.০৭	২১৪,২৮৯	২৪৪,০১৫	৪৫৮,৩০৪	৫৩.২৪
১১.এবতেদায়ি	৩,৮৬৭	৮,১৮৫	২,৫৮৫	১০,৭৭০	২৪.০০	১৯৫,৬৯২	১৮৪,৭৩৭	৩৮০,৪২৯	৪৮.৫৬
উপমোট (খ)	১২,১৮২	২৭,৪৪৫	১০,৮৪৭	৩৮,২৯২	২৮.৩৩	৮৫০,৯১২	৮৪৪,৪৪৮	১,৬৯৫,৩৬০	৪৯.৮১
গ) এমওগি নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় (ক্রমিক ১২-১৩)									
১২ কেজি	২৩,৫৪৪	৫৮,১০৪	৭৮,২৮৭	১৩৬,৩৯১	৫৭.৪০	৬৫০,১৩৫	৫৮০,৬৩২	১,২৩০,৭৬৭	৪৭.১৮
১৩. চা বাগান	৫৫	৬৩	৮২	১৪৫	৫৬.৫৫	২,৫৬২	২,২৭৫	৪,৮৩৭	৪৭.০৩
উপমোট (গ)	২৩,৫৯৯	৫৮,১৬৭	৭৮,৩৬৯	১৩৬,৫৩৬	৫৭.৪০	৬৫২,৬৯৭	৫৮২,৯০৭	১,২৩৫,৬০৪	৪৭.১৮
ঘ) অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্র (ক্রমিক ১৪-২২)									
১৪.মন্দিরভিত্তিক শিখন কেন্দ্র	৭৭৫	১৯৩	৬৯০	৮৮৩	৭৮.১৪	১,১৬৫	৯৯২	২,১৫৭	৪৫.৯৯
১৫.গমাজ কল্যান ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান (MoSW)	৫৭	১২৭	১৩০	২৫৭	৫০.৫৮	১,৩৩৫	১,৪১৬	২,৭৫১	৫১.৪৭
১৬.ডিফ অ্যান্ড ডাম্প স্কুল	২৭	৭৭	৭৪	১৫১	৪৯.০১	৮১১	৭৩৭	১,৫৪৮	৪৭.৬১
১৭. মগজিদ ভিত্তিক শিখন কেন্দ্র	১,১১১	৬৩২	৫৫৯	১,১৯১	৪৬.৯৪	৩,৪৯৭	৩,৭৩৭	৭,২৩৪	৫১.৬৬
১৮.অন্ধদের জন্য বিদ্যালয়	৩	১১	৬	১৭	৩৫.২৯	১১১	১০৭	২১৮	৪৯.০৮
১৯. কারাগার সংযুক্ত শিক্ষা কেন্দ্র	৩	৯	৬	১৫	৪০.০০	২৯৮	২২২	৫২০	৪২.৬৯
২০. সিএইচটি স্কুল	৪৬	৮৫	৭৮	১৬৩	৪৭.৮৫	১,০৯৩	১,০৮৮	২,১৮১	৪৯.৮৯
২১.অন্যান্য ধরনে বিদ্যালয়	৬৬৮	৬৯৯	১,১১৮	১,৮১৭	৬১.৫৩	১৪,৩৮৩	১৪,৫৮৬	২৮,৯৬৯	৫০.৩৫
২২.কউমি	৫৪	২১৯	১৩	২৩২	৫.৬০	৩,০১০	১,৪৮৬	৪,৪৯৬	৩৩.০৫
উপমোট (ঘ)	২,৭৪৪	২,০৫২	২,৬৭৪	৪,৭২৬	৫৬.৫৮	২৫,৭০৩	২৪,৩৭১	৫০,০৭৪	৪৮.৬৭
ঙ) এনজিও ব্যুরো নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়									
২৩. এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়	৪,৭৯৩	১,৯৯৮	৭,৭১৬	৯,৭১৪	৭৯.৪৩	১০৭,৫৯৯	১১৮,২২৫	২২৫,৮২৪	৫২.৩৫
২৪.ব্র্যাক পরিচালিত বিদ্যালয়/কেন্দ্র	১২,৩৯৪	৪৪৭	১১,৪৪৩	১১,৮৯০	৯৬.২৪	১৮৮,৮৫৫	২১৬,৬৭৯	৪০৫,৫৩৪	৫৩.৪৩
২৫.অন্যান্য এনজিও পরিচালিত শিখন কেন্দ্র	২,১৯৮	২৭৬	২,৫৮৮	২,৮৬৪	৯০.৩৬	৩৭,১৭৮	৪১,৮৭৭	৭৯,০৫৫	৫২.৯৭
উপমোট (ঙ)	১৯,৩৮৫	২,৭২১	২১,৭৪৭	২৪,৪৬৮	৮৮.৮৮	৩৩৩,৬৩২	৩৭৬,৭৮১	৭১০,৪১৩	৫৩.০৪
গর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ+ঙ)	১৩৩,৯০১	২২২,১৩৮	৩৫১,৮৬৩	৫৭৪,০০১	৬১.৩০	৮,৫০৮,০৩৮	৮,৭৪৩,৩১২	১৭,২৫১,৩৫০	৫০.৬৮

১.৫ প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন বছরের অগ্রগতি বিষয়ে তুলনামূলক চিত্র:

নির্দেশক		এপিএসসি ২০১০	এপিএসসি ২০১৫	এপিএসসি ২০১৬	এপিএসসি ২০১৭
১. এপিএসসি'র আওতায় বিদ্যালয় সংখ্যা		৭৮,৬৮৫	১২২,১৭৬	১২৬,৬১৫	১,৩৩,৯০১
২. মোট শিক্ষক	পুরুষ	২০০,৭৪৩	২১৩,৪৯৯	২১৭,৭৯৮	২২২১৩৮
	মহিলা	১৯৪,৫৩৮	৩১৪,২৯৯	৩৩০,৪০৩	৩৫১৮৬৩
	মোট	**৩৯৫,২৮১**	**৫২৭,৭৯৮**	**৫৪৮,২০১**	**৫৭৪০০১**
৩. ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা (শ্রেণি: ১ম-৫ম)	বালক	৮,৪৭৩,৯৬১	৯,৩৬৯,০৭৯	৯,২২৭,৫৮০	৮৫০৮০৩৮
	বালিকা	৮,৫৬৩,১৩৩	৯,৬৯৮,৬৮২	৯,৩৭৫,৪০৮	৮৭৪৩৩১২
	মোট	**১৬,৯৫৭,৮৯৪**	**১৯,০৬৭,৭৬১**	**১৮,৬০২,৯৮৮**	**১৭,২৫১,৩৫০**
৪. প্রাক-প্রাথমিকে ভর্তিকৃত শিশু	বালক	৬২৭,৫২০	১৪,৫০,৫৪৬	১,৫৬৯,৯৩৭	১৮৪১২৪২
	বালিকা	৫৯৫,০৭৭	১৪,১৪,৩৩১	১,৫৫৯,৫৯৮	১৮২৬৬০৯
	মোট	**১,২২২,৫৯৭**	**২৮,৬৪,৮৭৭**	**৩,১২৯,৫৩৫**	**৩৬৬৭৮৫১**
৫. মোট ভর্তিকৃত শিশু (সকল শ্রেণি)	বালক	৯১০১৪৮১	১০৮১৯৬২৫	১০৭৯৭৫১৭	১০৩৪৯২৮০
	বালিকা	৯১৫৮২১০	১১১১৩০১৩	১০৯৩৫০০৬	১০৫৬৯৯২১
	মোট	**১৮২৫৯৬৯১**	**২১৯৩২৬৩৮**	**২১৭৩২৫২৩**	**২০৯১৯২০১**
৬. গ্রোস ইনটেক রেট-(জিআইআর)	বালক	১১৫.৪	১০৯.৫	১১০.৭	১০৭
	বালিকা	১১৮.৫	১০৯	১১৩.৭	১১২.৬
	মোট	**১১৬.৯**	**১০৯.২**	**১১২.২**	**১০৯.৮**
৭. নেট ইনটেক রেট-এআইআর	বালক	৯৮.৮	৯৭.৬৩	৯৭.৬২	৯৬.৬
	বালিকা	৯৯.৫	৯৮.০৭	৯৮.২৭	৯৯.৩
	মোট	**৯৯.১**	**৯৭.৯১**	**৯৭.৯৪**	**৯৭.৯৩**
৮. গ্রোস ভর্তির হার	বালক	১০৩.২	১০৫	১০৯.৩২	১০৮.১
	বালিকা	১১২.৪	১১৩.৪	১১৫.০২	১১৫.৪
	মোট	**১০৭.৭**	**১০৯.২**	**১১২.১২**	**১১১.৭**
৯. নেট ভর্তির হার	বালক	৯২.২	৯৭.০৯	৯৭.১	৯৭.৬৬
	বালিকা	৯৭.৬	৯৮.৭৯	৯৮.৮২	৯৮.২৯
	মোট	**৯৪.৮**	**৯৭.৯৪**	**৯৭.৯৬**	**৯৭.৯৭**
১০. সাইকেল ড্রপ আউট রেট	বালক	৪০.৩	২৩.৯	২২.৩	২১.৭
	বালিকা	৩৯.৩	১৭	১৬.১	১৫.৯
	মোট	**৩৯.৮**	**২০.৪**	**১৯.২**	**১৮.৮**
১১. সারভাইভাল রেট	বালক	৬৫.৯	৭৭.৯	৭৮.৬	৮১.৩
	বালিকা	৬৮.৬	৮৪.৭	৮৫.৪	৮৫.৪
	মোট	**৬৭.২**	**৮১.৩**	**৮২.১**	**৮৩.৩**
১২. কো-ইফিসিয়েন্স অফ ইফিসিয়েন্সি	বালক	৬২.৮	৭৭.৮	৭৮.৭	৮০.২
	বালিকা	৬১.৮	৮২.৩	৮৩	৮৩.৪
	মোট	**৬২.২**	**৮০.১**	**৮০.৯**	**৮১.৯**
১৩. প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সম্পন্নকরণ হার (১ম-৫ম)	বালক	৫৯.৭	৭৬.১	৭৭.৭	৭৮.২৮
	বালিকা	৬০.৭	৮৩	৮৩.৯	৮৪.০৮
	মোট	**৬০.২**	**৭৯.৬**	**৮০.৮**	**৮১.২**
১৪. পুনরাবৃত্তির হার	বালক	১২.৮	৬.৪	৬.৪	৬.২
	বালিকা	১২.৪	৬	৫.৮	৫.১
	মোট	**১২.৬**	**৬.২**	**৬.১**	**৫.৬**
১৫. প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার	**মোট**	**৯২.৩**	**৯৮.৫**	**৯৮.৫১**	**৯৫.১৮**

১.৬ শ্রেণিভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি তথ্য : (২০১৫)

ক্যাটাগরি	প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	মোট
ছাত্র	১৪,৫০,৫৪৬	১৯,২৫,৪৫৮	১৯,৯৭,৬০৩	১৯,৯৬,২৩৬	১৯,১৭,৭১৯	১৫,৩২,০৬৩	৯৩,৬৭,০৭১
ছাত্রী	১৪,১৪,৩৩১	১৮,৫৩,১৩১	২০,১৯,৯৬৭	২০,৩৫,১৪৮	২০,৬০,৭৩১	১৭,২৯,৭০৫	৯৬,৯৮,৬৮২
মোট	২৮,৬৪,৮৭৭	৩৭,৭৮,৫৮৯	৪০,১৭,৫৭০	৪০,৩১,৩৮৪	৩৯,৭৮,৪৫০	৩২,৬১,৭৬৮	১,৯০,৬৭,৭৬১

১.৭ গ্রস (Gross) ও নীট (Net) ভর্তির হার (২০০৯-২০১৮)

বছর	গ্রস		গ্রস	নীট		মোট
	বালক	বালিকা		বালক	বালিকা	
২০০৯	১০০.১	১০৭.১	১০৩.৫	৮৯.১	৯৯.১	৯৩.৯
২০১০	১০৩.২	১১২.৪	১০৭.৭	৯২.২	৯৭.৬	৯৪.৮
২০১১	৯৭.৫	১০৫.৬	১০১.৫	৯২.৭	৯৭.৩	৯৪.৯
২০১২	১০১.৩	১০৭.৬	১০৪.৪	৯৫.৪	৯৮.১	৯৬.৭
২০১৩	১০৬.৮	১১০.৫	১০৮.৬	৯৬.২	৯৮.৪	৯৭.৭
২০১৪	১০৪.৬	১১২.৩	১০৮.৪	৯৬.৮	৯৮.৮	৯৭.৭
২০১৫	১০৫.০	১১৩.৪	১০৯.২	৯৭.১	৯৮.৮	৯৭.৯
২০১৬						

ভর্তির ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের পাশাপাশি ঝরে পড়ার কারণসমূহ চিহ্নিত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় অসহায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান, মিড-ডে মিল হিসেবে উন্নত মানের বিস্কুট সরবরাহ, স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণসহ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার ফলে ঝরে পড়ার হারও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপ্তির হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। যা নিম্নরূপ :

১.৮ ঝরে পড়া ও শিক্ষাচক্র সমাপনীর শতকরা হার

বছর	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
ঝরে পড়ার শতকরা হার	৪৭.২	৫০.৫	৫০.৫	৪৯.৩	৪৫.১	৩৯.৮	২৯.৭	২৬.২	২১.৪	২০.৯	২০.৪
প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনীর হার	৫২.৮	৪৯.৫	৪৯.৫	৫০.৭	৫৪.৯	৬০.২	৭০.৩	৭৩.৮	৭৮.৬	৭৯.১	৭৯.৬

তথ্যসূত্র : বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় জরিপ-২০১৫

* নীট ভর্তি কেবল ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য

১.৯ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাসের নাম : জুন ২০১৬

নং		২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বাজেট (কোটি টাকা)		জাতীয় বাজেটে শতকরা হার	ব্যয় (কোটি টাকা)	বরাদ্দের শতকরা হার	উপকারভোগী			অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	মন্তব্য
		মূল্য	সংশোধিত				শ্রম জন	শ্রম দিবস	শ্রম মাস		
০১	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পর্যায়)		১৪০০.০০		১৩৮৮.৯৫	৯৯.২১	-	-	-	১.৩০ কোটি শিক্ষার্থী	দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা হিসেবে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেয়া হয়।
০২	দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প	৫৬০.০০	৪৮১.৬৬	-	৪৮০.৭১	৯৯.৮০%	-	-	-	২৮২৮০৪৬ শিক্ষার্থী	প্রতি স্কুল দিবসে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে টিফিন হিসেবে উন্নত পুষ্টি গুণসম্পন্ন বিস্কুট সরবরাহ করা হয়।
০৩	ইসি অ্যাসিস্টেড স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম	২১.৬২	২৬.১৮	-	২৪.৯৫	৯৫.৩১%	-	-	-	৩৫৩৭৮৬ শিক্ষার্থী	প্রতি স্কুল দিবসে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে টিফিন হিসেবে উন্নত পুষ্টি গুণসম্পন্ন বিস্কুট সরবরাহ করা হয়।
০৪	রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১৭০.০০	১৪৭.৬৬	-	১৩০.৯২	৮৮.৬৬%	-	-	-	৩৮৬৮৭৫ জন শিক্ষার্থী	ভর্তিকৃত শিশুদের শিক্ষা ভাতা ও অনুদান দেয়া হয়।
০৫	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ	৩৫৯.২০	২১৯.৯৩	-	২১৯.০৮	৯৯.৬১%	-	-	-	২২৩২২৪২৮ শিক্ষার্থীর জন্য	বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়।
০৬	তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (মানবসম্পদ উন্নয়ন)	১৬.৪৪	১৬.৪৪	-	১১.৫১	৭০.০১%	-	-	-	১০১৩ জন	

* প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শ্রমের অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় শ্রম জন, শ্রম দিবস এবং শ্রম মাস-এর বিষয়টি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
* উপবৃত্তি, স্কুল ফিডিং, পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

২.০ বিশেষ অর্জন :

সুশাসন নিশ্চিত করতে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিসমূহ দক্ষতার সাথে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার পূর্ববর্তী ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

২.১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার :

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ কোটি টাকায়			ব্যয় (কোটি টাকায়)			অগ্রগতির হার (%)	জাতীয় গড়
২০০৯-১০	১১	২৮২৩.১৮	১৩৫৭.৩২	১৩৬৫.৮৫	২৭১৬.১৮	১৪৩৯.০৬	১২৭৭.১১	৯৬.২১	৯১%
২০১০-১১	১৪	৩০৫৬.৬২	১৮৩৫.০৮	১২২১.৫৪	২৯৭৮.৯৮	১৮১৬.৩৪	১১৬২.৬৪	৯৭.৪৬	৯২%
২০১১-১২	১৪	২৪৬৬.৩২	২০৭৯.৮৯	৩৮৬.৪৩	২৪১৭.৭০	২০৫২.৯৬	৩৬৪.৯৭	৯৮.০৪	৯৩%
২০১২-১৩	১৮	৩৯১৬.৩২	৩৩৫৫.৮৩	৫৬০.৪৯	৩৭৬৫.৫০	৩৩১৭.৫৮	৪৪৭.৯২	৯৬.১৫	৯৬%
২০১৩-১৪	১৬	৪৫২৮.৬৫	৪০৪২.৭২	৪৮৫.৯৩	৪৪৮৬.৪১	৪০১৩.৩৭	৪৭৩.০৪	৯৯.০৭	৯৫%
২০১৪-১৫	১৩	৪৩৩৩.২৮	৩৮৯০.২১	৪৪৩.০৭	৪১৮৬.১৫	৩৭৫৫.৪৮	৪৩০.৬৭	৯৬.৬০	৯১%
২০১৫-১৬	১২	৫২৪৭.৩৬	৪৯০০.০০	৩৪৭.৩৬	৫১৪৩.২১	৪৮১৬.৫৪	৩২৬.৬৭	৯৮.০২	৯২%
২০১৬-১৭	০৯	৬২৬২.৫০	৫৯০০.০০	৩৬২.৫০	৫৫৪৫.৭২	৫২১৪.৫০	৩৩১.২১	৮৮.৫৫	৮৯.৮৯%
২০১৭-১৮	১৪	৭৪০১.৯৭	৭০৩৬.৯৩	৩৬৫.০৪	৬৭৭৭.৮০	৬৪৩৪.৫৭	৩৪৩.২২	৯১.৫৭	৯৪.০২%

২.২ ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী দেশের ২৬,১৯৩ রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং কর্মরত শিক্ষকদের চাকুরি সরকারি বিধিমালার আলোকে সরকারিকরণ করা হয়েছে, যা জানুয়ারি ২০১৩ হতে কার্যকর হয়েছে। ইতোমধ্যে সকল বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক ১ম ধাপে ২৩,৫০০টি এমপিওভুক্ত রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২য় ধাপে ১৭৭১টি এমপিওবহির্ভূত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (কমিউনিটি ও সরকারি অর্থায়নে এনজিও নির্মিত বিদ্যালয়সহ) এবং ৩য় ধাপে ৫৮৪টিসহ সর্বমোট ২৫,২৪০টি বিদ্যালয় জাতীয়করণের সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে।

১ম ধাপে অধিগ্রহণকৃত ২৩,৫০০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতির ভিত্তিতে ২২,৯২৫টি বিদ্যালয়ের জন্য ১,১৪,৬২৫টি পদ সৃজনের সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে এ পর্যন্ত প্রায় ৯১,০০০ শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও পরবর্তীতে ২,২৯৮টি বিদ্যালয়ের প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৫টি করে মোট ১১৪৯০টি শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়েছে।

২.৩ জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ অনুসরণে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে এবং এ পর্যন্ত ৭৬৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি খোলা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

১.০ পটভূমি:

মানবশিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকশে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সনে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১,৫৭,৭২৪ জন প্রাথমিক শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের উপর এবং তা বিবেচনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে সাংবিধানিকভাবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বিশেষকরে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট ও ১০টি প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। মানসম্মত শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, আইসিটি সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ওয়াশব্লক নির্মাণ ও নলকূপ স্থাপন, আসবাবপত্র প্রদান, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, স্লিপ-ইউপেপ কার্যক্রমের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণ, পদসৃষ্টিসহ শিক্ষক নিয়োগ, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য মাঠপর্যায়ে যানবাহন সরবরাহকরণ, দেশব্যাপী বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন, শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ বিভিন্ন বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১.১ রূপকল্প (Vision):

দেশের সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা

১,২ অভিলক্ষ্য (Mission):

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল শিশুর শিক্ষা নিশ্চিতকরণ

১.৩ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো:

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

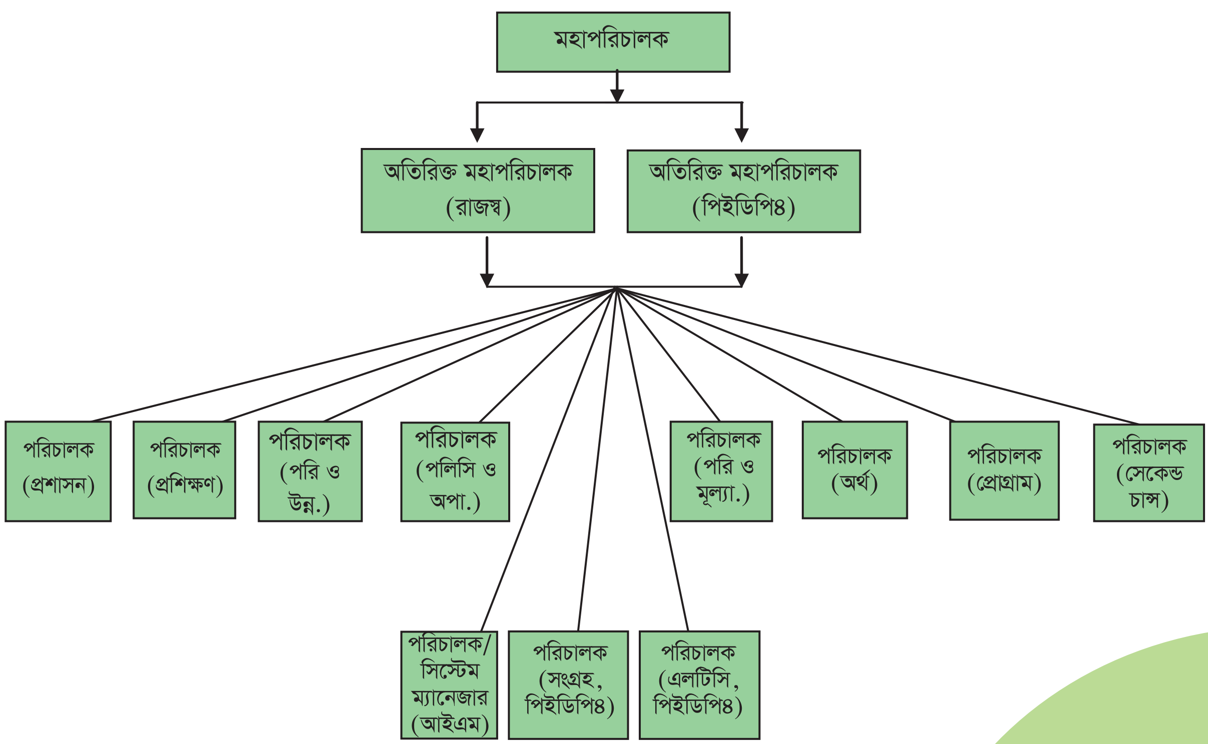

২. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম:

২.১ প্রশাসন বিভাগ:

১। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা প্রতি বছর নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের বাইরে ০৮টি দেশের ১২টি কেন্দ্রসহ সারা দেশের ৭২০০টির অধিক পরীক্ষা কেন্দ্রে একযোগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৭ সালে বিভিন্ন ধরণের ৯৮৬৫১ টি (আটানব্বই হাজার ছয়শত একান্ন) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণির ২৮ (আটাশ) লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ২০১৭ সালের পাশের হার ৯৫.১৮%।

২। বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট:

সারা দেশের ৬৪৬৮৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ গ্রহণ করে। ইউনিয়ন/পৌরসভা ও উপজেলা/থানা পর্যায়ে প্রাথমিক ভাবে এই ফুটবল খেলা অনুষ্ঠতি হয়। পরবর্তীতে জেলা পর্যায়ের বিজয়ী দল বিভাগীয় পর্যায় অংশগ্রহণ করে। বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ী দল জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণ করে। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়ার, কোচ ও ম্যানেজারকে ট্রাকসুট, কেডস ও মোজা, ক্যাপ এবং খেলোয়ারদেরকে জার্সি প্রদান করা হয়। এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী খেলোয়ারদের মধ্যে সেরা খেলোয়ারকে ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা নগদ অর্থ পুরস্কার দেয়া হয় এবং সর্বোচ্চ গোলদাতাকে ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা নগদ অর্থ পুরস্কার দেয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন দলকে ০১ (এক) লক্ষ টাকা প্রাইজ মানি দেয়া হয়। রানার আপ দলকে ৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা প্রাইজ মানি দেয়া হয়। ৩য় স্থান অধিকারী দলকে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা প্রাইজ মানি দেয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী দলকে সরকারি অর্থে ঢাকায় আগমণ, যাতায়াত ও খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

৩। বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট:

সারা দেশে ৬৪৬৮৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। ইউনিয়ন/পৌরসভা ও উপজেলা/থানা পর্যায়ে প্রাথমিক ভাবে এই ফুটবল খেলা অনুষ্ঠতি হয়। পরবর্তীতে জেলার পর্যায়ের বিজয়ী দল বিভাগীয় পর্যায় অংশগ্রহণ করে। বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ী দল জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণ করে। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়, কোচ ও ম্যানেজারকে ট্রাকসুট, কেডস ও মোজা, ক্যাপ এবং খেলোয়ারদেরকে বিনামূল্যে জার্সি দেয়া হয়। এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী খেলোয়ারদের মধ্যে সেরা খেলোয়ারকে ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা নগদ অর্থ পুরস্কার দেয়া হয় এবং সর্বোচ্চ গোলদাতাকে ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা নগদ অর্থ পুরস্কার দেয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন দলকে ০১ (এক) লক্ষ টাকা প্রাইজ মানি দেয়া হয়। রানার আপ দলকে ৭৫(পঁচাত্তর) হাজার টাকা প্রাইজ মানি দেয়া হয়। ৩য় স্থান অধিকারী দলকে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা প্রাইজ মানি দেয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী দলকে সরকারি অর্থে ঢাকায় অবস্থান, আগমণ, যাতায়াত ও খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

৪। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ :

বছরের প্রথম দিকে প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন করা হয়। শিক্ষা সপ্তাহের উদ্ধোধনী অনুষ্ঠান জাঁকজমকপূর্ণভাবে আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ক্রীড়া সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের এবং প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি স্বরূপ সনদ ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

৫। আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (জাতীয় পর্যায়):

সারা দেশের ৬৫,২৯৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। উপজেলা/থানা পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠতি হয়। পরবর্তীতে জেলা পর্যায়ে বিজয়ী শিক্ষার্থী বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে। বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ী শিক্ষার্থী জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণ করে।

৬। আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (জাতীয় পর্যায়):

সারা দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। উপজেলা/থানা পর্যায়ে প্রাথমিক ভাবে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠতি হয়। পরবর্তীতে জেলা পর্যায়ের বিজয়ী শিক্ষার্থী বিভাগীয় পর্যায় অংশগ্রহণ করে। বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ী শিক্ষার্থী জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণ করে।

৭। আন্তঃ পিটিআই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (জাতীয় পর্যায়):

সারা দেশের ৬৬টি পিটিআই এর ইন্সট্রাক্টর, পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রতিযোগীকে প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়।

৮। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ পালন (যেমন-বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্ম দিবস ও ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ইত্যাদি)। জাতীয় দিবসসমূহের গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং সরকারি নির্দেশনানুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়।

৯। জনবল নিয়োগ, সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে পদায়নের উদ্যোগ গ্রহণ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মতে প্রশাসনিক পূর্ণবিন্যাসকরণ, পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ ও বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের পদ সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

১০। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি ও পদায়ন: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বদলি, যোগদান ও পদায়নের কাজ যথানিয়মে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও এ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

১১। যানবাহন সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ:

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাঠপর্যায়ের যানবাহন সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ, বিভিন্ন দাপ্তরিক প্রয়োজনে গাড়ী সরবরাহ করা এবং মাঠ পর্যায়ের চাহিদা মোতাবেক যানবাহন বরাদ্দ প্রদান করার যাবতীয় কাজ প্রশাসন বিভাগ এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ২৩৬৯টি মটর সাইকেল সংগ্রহ করা হয়েছে। অধিদপ্তর ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের জন্য ২০টি জীপ এবং ০৯টি মাইক্রোবাস সংগ্রহ করা হয়েছে।

১২। লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার:

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার রয়েছে। এতে যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তকসহ শিক্ষামূলক ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস সম্বলিত বিভিন্ন বই-পুস্তক রয়েছে। এতে পাঠকগণ উপকৃত হচ্ছেন। এছাড়াও সমৃদ্ধ একটি ডকুমেন্টেশন সেন্টার রয়েছে- যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকাশনার কপিসহ দুর্লভ রেকর্ডপত্রসমূহ সংরক্ষিত আছে।

২.২ পলিসি ও অপারেশন বিভাগ:

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে আনন্দময় পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ ও উপকরণ ক্রয় বাবদ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬৪,৯৯৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৬৫টি পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) করে মোট ৩২,৫২,৯৫,০০০/- (বত্রিশ কোটি বায়ান্ন লক্ষ পঁচান্নব্বই হাজার টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বয়স, সামর্থ্য, মেধা ও গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনায় রেখে আকর্ষণীয়, উপভোগ্য, চিত্তাকর্ষক ও শিশুতোষভাবে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ১১,৯২৫ জন শিক্ষককে ১৫ দিন ব্যাপী 'প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ' প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার মূলধারায় আনতে মাঠপর্যায়ে প্রতিবন্ধিতা সহায়ক উপকরণ ক্রয় ও বিতরণের জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিটি উপজেলায় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) করে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অটিজম বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৫৮টি উপজেলায় ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটারের আওতায় 'অপুর গল্প' শীর্ষক পথনাটক প্রদর্শন করা হয়েছে। 'National Strategy Action Plan for Neuro-DevelopMental Disorder (NDDs) 2016-21' এর আওতায় ঢাকার কেরাণীগঞ্জ উপজেলায় ৪২০ জন প্রধান শিক্ষক এবং ৯০০ অংশীজনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৬৭,৯৮৫ জন প্রধান শিক্ষককে অটিজমসহ একীভূত শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের শূণ্যপদ পূরণের লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত ৮৯৮ জন নন-ক্যাডার প্রধান শিক্ষককে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ঢাকা মহানগরসহ ২৮ টি জেলায় ৭,৫৫২ জন সহকারী শিক্ষককে প্রধান শিক্ষকের চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা পরিচালনা বাবদ ৬৫,২৯৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যেখানে মোট ১৫টি ইভেন্টে প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ শিক্ষার্থী বিদ্যালয় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে।

২.৩ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ:

এক নজরে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি:

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩):

ক) অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ	৭,৪৮৫
খ) বড় ধরণের মেরামত	১,৯২৭
গ) উপজেলা শিক্ষা অফিস সম্প্রসারণ ও মেরামত	৩৭৫
ঘ) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সম্প্রসারণ	৫০ প্যাক
ঙ) পিটিআই সমূহের সম্প্রসারণ	৮৫ প্যাক
চ) বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ (নীড বেজড)	৩,৮৭৫
ছ) ডিভিশনাল রেস্ট হাউজ নির্মাণ	৪
জ) ইউআরসি মেরামত (চাহিদাভিত্তিক)	৩৮
ঝ) ইউআরসিতে আসবাবপত্র সরবরাহ (চাহিদা ভিত্তিক)	৩৩
ঞ) ইউআরসি নির্মাণ	১৬
ট) থানা শিক্ষা অফিস নির্মাণ	৮
ঠ) নেপ ভবন সম্প্রসারণ	৩ প্যাক
ড) এডুকেশন-ইন-ইমারজেন্সি (বিদ্যা: নির্মাণ)	৬৩১
ঢ) এডুকেশন-ইন-ইমারজেন্সি (বিদ্যা: মেরামত)	৬১৯
ণ) পানির উৎস স্থাপন	৬৫৭৯
ত) ওয়াশব্লক নির্মাণ (মেয়েদের জন্য)	২১৩৫
থ) ওয়াশব্লক নির্মাণ (ছেলেদের জন্য)	৪৮৬৫

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ এ কার্যক্রম সমন্বয়ের মূল দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার বিশেষ করে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বৈষম্যহীন ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মানসম্মত ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২৬ হাজার ১৫৯টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণসহ একীভূত শিক্ষা (ইনক্লুসিভ এডুকেশন) নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের সুষম বণ্টনেরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বিদ্যালয়ে বালক-বালিকা উভয়ের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু আছে। বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ উপকারভোগী শিক্ষার্থী রয়েছে (লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি ৪০ লক্ষ)। মোবাইল একাউন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে যা শিক্ষার্থীর মা কিংবা মায়ের অবর্তমানে নিকট স্বজনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চালু রয়েছে। এতে প্রায় ৩৪ লক্ষ শিক্ষার্থী উপকৃত হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অংশ হিসেবে এ সকল কর্মসূচি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০% মহিলা কোটা সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের মধ্যে প্রায় ৭১% শিক্ষিকা

রয়েছেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৫১% ছাত্রী। শিক্ষায় সমাজ উদ্বুদ্ধকরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির হার আটানব্বই শতাংশেরও বেশি হয়েছে। শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঝরে পড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে ১৮.৮ হয়েছে।

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) এর আওতায় ২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়ে প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে বিদ্যালয়গুলোতে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক ওয়াশব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় বিদ্যালয়ে ৩৯০০৩টি অতিরিক্ত কক্ষ ও ২৮৫০০টি ওয়াশব্লক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসেবে ৩৯৩০০ টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া দু'টি নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাহিদা ভিত্তিক অতিরিক্ত কক্ষ নির্মাণ কার্যক্রম চলমান আছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছর থেকে ০৫ বছর মেয়াদী উক্ত দু'টি প্রকল্পে ৬৫০০০ কক্ষ নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রণীত একটি নীতিমালার আলোকে এডুকেশন ইন ইর্মাজেন্সি (EIE) এর আওতায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এডুকেশন ইন ইমারজেন্সি এর আওতায় ৪৫৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জরুরি অবস্থায় শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মোট ১০ কোটি টাকা প্রদান করা হয় এবং এ কাজ সরাসরি এসএমসি কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। এ টাকার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে অস্থায়ী গৃহনির্মাণ/জরুরি মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ১৫ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ এবং কক্সবাজারে ১০ তলা বিশিষ্ট লিডারশীপ ট্রেনিং সেন্টার (এলটিসি) ভবন নির্মাণের ১ম পর্যায়ের কাজের বৃহদাংশ সম্পন্ন হয়েছে।

বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং পিটিআইবিহীন ১২টি জেলায় নতুন পিটিআই স্থাপন করা হয়েছে। ১১টি পিটিআইয়ে প্রশিক্ষণকোর্স এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং একটি পিটিআইয়ের ভবন নির্মাণের কাজ শেষপর্যায়ে রয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে প্রণীত গাইডলাইনের ভিত্তিতে স্কুল লেভেল ইম্প্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) এবং উপজেলা প্রাইমারী এডুকেশন প্ল্যান (UPEP) বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অভর্তিকৃত ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী ১ লক্ষ ৯০ হাজার শিশুকে Reaching Out of School Children (ROSC) প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের নৈতিক শিক্ষা সম্প্রসারণে কাব-স্কাউটিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিদ্যালয়গুলোতে এ কার্যক্রম চালু রয়েছে। স্কুল হেলথ কার্যক্রমের আওতায় স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও বছরে দু-বার শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিবছর দেশব্যাপী উন্নয়ন মেলা আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সকল স্তরের দপ্তরসমূহ এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও উন্নয়ন মেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। প্রতিবছর বৃক্ষরোপণে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষার সকলস্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। PEPMIS ডাটাবেইজে তথ্য সন্নিবেশ করাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পিইডিপি-৩ এর আওতায় ৪টি মূল কম্পোনেন্ট এর অধীনে ২৯টি সাবকম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও SDG এর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিভিন্ন বিষয় পিইডিপি-৪ এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পিইডিপি-৪ এর আওতায় ০৩টি মূল কম্পোনেন্ট এর অধীনে ২১টি সাব কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে বিদ্যালয়ে চাহিদা ভিত্তিক ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপন ও ওয়াশব্লক নির্মাণ, বিদ্যালয় ও উপজেলা ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত উপকরণ/ সামগ্রী প্রদান, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহকরণ, প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ ইত্যাদি । সার্বিকভাবে বলা যায়, বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকারের বাজেট অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

স্লিপ-ইউপেপ (SLIP-UPEP) কার্যক্রম:

প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠপর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণের অন্যতম হাতিয়ার হলো স্লিপ কার্যক্রম। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের ৬৩,৯৮১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে (সিএফএসভুক্ত বিদ্যালয় ব্যতিত) ৪০ হাজার টাকা করে মোট ২৫৫ কোটি ৯২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। এ টাকার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম উন্নতকরণ, বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের উন্নয়নসহ স্লিপ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। উল্লেখ্য যে, পিইডিপি৪ এর আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বিবেচনায় ৪টি ক্যাটাগরিতে বিদ্যালয়প্রতি ৫০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্লিপ গ্র্যান্ট হিসেবে প্রদান করার পরিকল্পনা রয়েছে।

পরিমার্জিত ইউপেপ গাইডলাইনের আলোকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৫৬টি উপজেলা/থানার উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার, একজন করে সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরকে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা (ইউপেপ) প্রণয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ইউপেপ প্রণয়নের জন্য প্রতি উপজেলা/থানায় ১০ হাজার টাকা করে অর্থ প্রদান করা হয়। পিইডিপি৪ এর আওতায় ইউপেপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সুযোগ রয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে **Sports for Promoting Equity & Quality of Primary Education** বিষয়ক কর্মসূচির অধীন ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে:

ক্র.	কার্যক্রম	অগ্রগতি/ প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ
১	Sports for Promoting Equity & Quality Primary Education(SPE&QPE) বিষয়ক কর্মসূচির অধীন Activity Based Learning (ABL) Method প্রশিক্ষণের জন্য ২০ জেলায় প্রশিক্ষণ	১৬১১ জন (এইউইও-১১১, প্রধান শিক্ষক- ৫০০, বাংলা শিক্ষক-৫০০, গণিত শিক্ষক-৫০০)	১,৫৭,৪৪,১৫৮/- (এক কোটি সাতান্ন লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার এক শত আটান্ন)
২	Sports for Promoting Equity & Quality Primary Education বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল	এইউইও, প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য ম্যানুয়াল প্রণয়ন	১,৩৪,৯৭৪/- (এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নয় মত চুয়াত্তর)
৩	Sports for Promoting Equity & Quality Primary Education বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য ২০ জেলায় মাস্টার কোচ প্রশিক্ষণ	১০০ জন (এডিপিইও-২০, ইউইও/ এইউইও-২০, ইন্সট্রাক্টর (শারিরীক শিক্ষা)-২০, জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক মনোনীত ফুটবল কোচ-২০ ও ক্রিকেট কোচ -২০	১৩,৮৯,৬২৭/-(তের লক্ষ উননব্বই হাজার ছয় শত সাতাশ)
৪	SPE&QPE এর জন্য ৫০০ টি বিদ্যালয়ে School Coach প্রশিক্ষণ	১০০০ জন (পুরুষ শিক্ষক-৫০০, মহিলা শিক্ষক-৫০০)	৫৯,৮৭,৫২০/-(উনষাট লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচ শত বিশ)

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) এর আওতায় **Improvement of classroom environment including of book corner and materials** শীর্ষক কার্যক্রম / **School Effectiveness Model (SEM) / Child Friendly School (CFS)** কার্যক্রম বাস্তবায়ন:

প্রতিটি বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানি, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে, UNICEF এর আর্থিক ও সার্বিক সহযোগিতায় বিদ্যালয় ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (SLIP) এর উপর গুরুত্ব দিয়ে পিছিয়েপড়া ২২টি জেলায় School Effectiveness Model – কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। জেলাগুলো হচ্ছে : ১। জামালপুর, ২। নেত্রকোনা, ৩। সিরাজগঞ্জ, ৪। গাইবান্ধা, ৫। কুড়িগ্রাম, ৬। নীলফামারী, ৭। রংপুর, ৮। খুলনা, ৯। বাগেরহাট, ১০। সাতক্ষীরা, ১১। বান্দরবান, ১২। কক্সবাজার, ১৩। রাঙ্গামাটি, ১৪। খাগড়াছড়ি, ১৫। সিলেট, ১৬। হবিগঞ্জ, ১৭। সুনামগঞ্জ, ১৮। বরগুনা, ১৯। ভোলা, ২০। পটুয়াখালী ২১। মৌলভীবাজার, ২২। শেরপুর । উল্লিখিত ২২টি জেলায় নির্বাচিত ১১৯০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে School Effectiveness Model – কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

School Effectiveness Model কার্যক্রমে এ পর্যন্ত বছরওয়ারী যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তার তথ্য নিম্নে দেওয়া হলো: **School Effectiveness Model** কার্যক্রমের ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য:

অর্থবছর	জেলার সংখ্যা	উপজেলার সংখ্যা	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	বরাদ্দ(টাকায়)	ব্যয়
২০১২-২০১৩	১৭টি	৩৫টি	৬১টি	১,০৮,১৬,৬০০.০০	৯৮,৫৭,৩১০.০০
২০১৩-২০১৪	২০টি	৪৪টি	১৯৫টি	২,৭৬,৭১,৫৬০.০০	২,৭২,১৯,৭৪৯.০০
২০১৪-২০১৫	২০টি		৫৩৮টি	৭,১০,৭৩,৭৮০.০০	৫,৭১,৪৬,৬৯৬.০০
২০১৫-২০১৬	১০টি	২২টি	৩৭১টি	৩,৭৬,২৯,০০০.০০	৩,৭০,৬৬,৭৫৭.০০
২০১৬-২০১৭	২০টি	৪৬টি	৫২৯টি	৪,৯৫,০০,০০০.০০	৪,৮৬,০২,২৩৭.০০
২০১৭-২০১৮	২২ টি		১১৯০	৮৭০০০০০০.০০	৮৬৪৩০০০০.০০

সমাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি:

প্রথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এ কার্যক্রমের আওতায় প্রায় এক কোটি পঁচিশ লক্ষ শিক্ষার্থকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় প্রয় ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে প্রতি স্কুল দিবসে উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন বিস্কুট প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, ২০১৮ শিক্ষা বর্ষে ২ কোটি ১৭ লক্ষ শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়। রস্ক প্রকল্পের আওতায় উক্ত শিক্ষাবর্ষে ১,৯৫,৮১৪ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষাভাতা প্রদান করা হয়।

২.৪ প্রশিক্ষণ বিভাগ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ক্রমিক নং	এওপি নম্বর	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দ	প্রকল্প ব্যয়	আরম্ভ (জুলাই/১৭-জুন-১৮)	মন্তব্য
1	0048	DPEdTraining PTI	৬৬৭৫.০০	4227.83	১২৬০০	
		DPEdTraining own School			11394	
	048a	C-in-Ed Training	২০০.০০	112.52	৪০ ৪	
2	0050	Need based Sub-Cluster Training	৪০৪৪.০০	4043.15	সকল শিক্ষক ২ বার	
		Induction Training			26756	
3	031a	ICT in Education Training	৩০০০.০০	2998.00	19975	
4	051a	Training on Competency Based Items for Teachers	১৮০০.০০	1800.00	75510	
5	0052	Subject based Training for Teachers	৮০০০.০০	7684.14	131650	
6	0053a	Training on Music	৩৮৩১.০০	3830.46	73890	
7	0054	Training on Teachers Support Network (TSN)	২০০.০০	200.00	7530	
8	0212	Overseas Training and Study Tour	১৯৪৮.০০	595.98	94	

	0212 a	Higher Studies (Local & Overseas)	১২২০ ১২২০.০০	1219.50	86	ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৯ জন শিক্ষক কর্মরত এবং University of Bolton এ ১১ জন এবং University of West of the Scottland-এ ৩৪ জন কর্মরত মাস্টার্স প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন
9	061a	Teachers Training on PPE	১৫০০.০০	১৪৯৯.০০	৭৫০০	
10	070b	Training on inclusive education for teachers	২৫০০.০০	0.০০	০	
11	031c	Training on Database for HQ and field offices	৫০.০০	০.০০	0	
12	033a	Online Database, Network and Server Security	৫.০০	০.০০	0	
13	0208	Modern Office Management Course	৭৫.০০	৩৭.০০	১২০	
14	0209	Basic Office Management Course	১৫০.০০	73.৫৭	২৪০	
		Computer Application Course			১০০	
		মোট =	৩২৯৪৮.০০	২৮৩২১.১৫	৩৬৭৮৪৯	

২.৫ মনিটরিং ও মূল্যায়ন:

পরিদর্শন এবং ই-মনিটরিং ও ই-প্রাইমারি স্কুল সিস্টেম:

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-১৮ অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা- ৩২০০০০টি এবং অর্জন-১০০%। ইতোমধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণি বা তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাদের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৫ (পাঁচ) প্রকারের সংক্ষিপ্ত ফরম অনুমোদিত হয়েছে।

পরিদর্শন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মহাপরিচালক মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থায় ই-মনিটরিং ও ই-প্রাইমারী স্কুল সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে যা একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-১৮ অনুযায়ী ই-মনিটরিং কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪০টি উপজেলা এবং এ বিষয়ে অর্জনের হার শতভাগ । এছাড়া মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাদের ই-মনিটরিং বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ৬৪টি জেলায় ৯০টি কর্মশালা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল তন্মধ্যে ৬০টি জেলায় ৮৩টি কর্মশালা ডিপিই ও মাঠ পর্যায়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়েছে, অর্জনের হার প্রায় ৯৩%। সেভ দ্য চিলড্রেন এর আর্থিক ও টেকনিক্যাল সহযোগিতায় ৬৪টি জেলায় সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (এডিপিইও)-দের ই-মনিটরিং ও ই-প্রাইমারী স্কুল সিস্টেম এর উপর ০২ (দুই) দিনব্যাপী TOT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রত্যেক জেলায় এ বিষয়ে একজন এডিপিইওকে (ডিপিইও কর্তৃক মনোনীত) ফোকাল পয়েন্ট করা হয়েছে । ঢাকা মহানগরীর পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ শতভাগ পরিদর্শন ই-মনিটরিং এ্যাপস্ এর মাধ্যমে সম্পন্ন করছেন । মাঠ পর্যায়ের প্রত্যেক পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে ই-মনিটরিং এ্যাপস্ এর মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য স্মার্ট ডিভাইস ক্রয় প্রক্রিয়া ও পিএসআই শেষ হয়েছে যা অতিশীঘ্রই সকল পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার অনুকূলে সরবরাহ করা হবে। ১৪ মে ২০১৮ তারিখ মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক ঢাকা মহানগরীকে পেপারলেস পরিদর্শন ঘোষনা করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর কর্মকর্তাগণ অনলাইনে শতভাগ বিদ্যালয় পরিদর্শন করছেন এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হচ্ছে ।

পরিদর্শন গাইড বুক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও মাঠ পর্যায়ে বিতরণ :

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার জনবল, বিস্তার, জনসম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতার পর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপলব্ধি করেন যে, দেশকে সার্বিকভাবে এগিয়ে নিতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। সে কারণে তিনি সংবিধানে ১৭ অনুচ্ছেদ সংযোজন করেন। এ অনুচ্ছেদে বলা হয় যে " রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য, (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।" এই প্রেক্ষাপটে, ১৯৭৩ সালে ৩৬১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শেখ হাসিনা জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ২০১৩ সালে আরও ২৬১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঠিক দিক-নির্দেশনা ও দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goals) Goal-2 এর Universal Primary Education অর্জন করে বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছেন। ইতোমধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) ঘোষিত হয়েছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এর Goal-4 এ ঘোষিত মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনকল্যাণমুখী উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

সবার জন্য গুণগত মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন অত্যন্ত জরুরি। পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান প্রক্রিয়ার মান পর্যবেক্ষণ, শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষকদের নির্দেশনা প্রদান করা, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও অংশীজনের সুপারিশ উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত অবহিত করার জন্য একটি গাইডলাইনের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হচ্ছে। শুধু বিদ্যমান পরিদর্শন ছকের ভিত্তিতে বর্তমানে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পরিদর্শন ছকের অনেক বিষয় সম্পর্কে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার সুনির্দিষ্ট ধারণা না থাকায় অনেকক্ষেত্রে গঠনমূলক ও কার্যকর পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। পরিদর্শন গাইডলাইনের মাধ্যমে পরিদর্শনের সকল বিষয় যাতে সকলের নিকট বোধগম্য এবং পরিদর্শনটি কার্যকর হয় তার নিমিত্ত একটি পরিদর্শন সহায়িকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ নির্দেশিকায় পরিদর্শনের ধরণ, পরিদর্শকের গুণাবলী, আচরণবিধি, পরিদর্শনের পূর্বপ্রস্তুতি, পরিদর্শকের করণীয়, পরিদর্শন প্রমাপ, পরিকল্পনা ছক, পরিদর্শন মূল্যায়ন ও রির্পোটিং, একাডেমিক তত্ত্বাবধান ও ই-মনিটরিং ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিদর্শন সহায়িকা কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। ইতোমধ্যে পরিদর্শন সহায়িকা মুদ্রণ ও মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি (Annual Primary School Census) ও বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (Annual Sector Performance Report):

প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মানোন্নয়নে প্রতিবছর বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি (APSC) প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এটি প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপুর্ন প্রকাশনা। ২০১৭ সালেও বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি প্রতিবেদন (Annual Primary School Census-2016) প্রকাশিত হয়েছে। বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারির তথ্য গবেষণালব্দ ও পরিকল্পনার কাজে ব্যবহৃত হয় বিধায় দেশের সকল ক্যাটাগরির (২৭ ক্যাটাগরির) প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষক সংখ্যা, শিক্ষার্থী সংখ্যা, ভূমির তথ্য, স্যানিটেশন ও ওয়াশ-ব্লকসহ পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্লিপ অনুদান ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, বই বিতরন, উপবৃত্তি প্রদান, ক্যাচমেন্ট এলাকার শুমারিকৃত শিশুদের তথ্য ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য গংগ্রহ করা হয়। যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় সকল তথ্য যেমন: GER, NER, Cycle Dropout Rate, Survival Rate, Repetition Rate, Attendance Rate, Absenteeism Rate, GPI (GER), GPI (NER), Year inputs per graduate সন্নিবেশিত করে প্রতিবছর APSC প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়, তাই এটিকে প্রাথমিক শিক্ষার দর্পন (Mirror) বলা যেতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ প্রতিবেদন হচ্ছে বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন বা Annual Sector Performance Report (ASPR). যা প্রতিবছর প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ২০১৭ সালেও বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (Annual Sector Performance Report) প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত ও পরিমানগত মানোন্নয়নে বিভিন্ন সূচক যেমনঃ PSQL (Book distribution, SLIP grant, Assistant Teachers and Sub-Cluster training) এবং KPI (Primary education completion ezamination, Out of school children (boys and girls), Gender Parity Index of GER, GER (EFAs), NER (EFAs) প্রভৃতি পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এ সকল সূচকের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (Annual Sector Performance Report) প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন (NSA):

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান কোন পর্যায়ে আছে তা নিরূপণের উদ্দেশ্যে NSA পরিচালনা করা হয়। প্রতি ২ বছর পর পর NSA পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ অনুষ্ঠিত হয় ২০১৭ সালে। ২৯ জানুযারি, ২০১৮ইং ৬৪টি জেলার ৮৮ উপজেলায় মোট -১৬০০ বিদ্যা লয়ে NSA পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতি বিদ্যালয় হতে ৩য় শ্রেণির ২৫জন ও ৫ম শ্রেণির থেকে ২০ জন করে শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। ২০১৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের Student Assessment Cell (NAC) বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক নিয়োজিত আর্ন্তজাতিক ফার্মের বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় অভীক্ষাপদ (Test Item) প্রণয়ন, উপাত্ত বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। NAC-এর তত্ত্বাবধানে স্থানীয় ফার্ম অভীক্ষাপত্র মুদ্রণ, পরীক্ষা পরিচালনা, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলছে।

২.৬ অর্থ ও সংগ্রহ বিভাগ:

অর্থ ও সংগ্রহ বিভাগের অর্থ শাখা কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মাঠ পর্যায়ে Training on Accounting System শীর্ষক প্রশিক্ষণের আওতায় ডিপিই এর একাউন্টিং গিস্টেম এবং iBAS++ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে ৮৮১ জনকে সরাগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) এর আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১টি করে শ্রেণিকক্ষ ডিজিটালকরণের লক্ষ্যে ৫০ হাজাপর ল্যাপটপ, ৩৬৭৪৬টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং ৫১ হাজার সাউন্ড সিস্টেম ক্রয়ের জন্য ৩টি আন্তর্জাতিক ক্রয় দরপত্রের বিপরীতে মোট ১৭টি চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। এছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন লাইন ডিভিশনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মোট ৫৫টি অভ্যন্তরীণ ক্রয় দরপত্র আহবান করে বিভিন্ন মালামাল সংগ্রহ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ক্রয় দরপত্রের মোট ৩২টি ই-জিপি পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে।

২.৭ তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ:

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ড় প্রশিক্ষন, ওয়ার্কশপ বিভিন্ন দপ্তরে মেশিনারী দ্রব্য প্রদান, মেরামত, প্রতিস্থাপন ইত্যাদি খাতে অর্থ ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো : অনলাইন ডাটাবেজ এর উপর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের ডিপিইও, এডিপিইও, সহকারি মনিটরিং অফিসার, কম্পিউটার অপারেটর, ইউডিএ/এলডিএ, উপজেলা শিক্ষা অফিসের ইউইও, এইউইও, ইউডিএ/এলডিএ এবং উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ডাটা এন্ট্রি অপারেটরসহ মোট ২৩১৬ জনকে নিয়ে ৩২টি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম (জেলা পর্যায়ে) আয়োজন করা হয়। এছাড়া ৭টি বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, ৬৪টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এবং ১৬৩টি ইউইও অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে ই-নথি এর উপর ২১ ব্যাচে ১১২৩ জন এর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র বাংলাদেশে জুন ২০১৮ পর্যন্ড় বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়ে ৫৩,৬৮৯টি ল্যাপটপ এবং ২২,১৭৫টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রদান করা হয়। আরো ৫,২৩২টি ল্যাপটপ বিতরণের জন্য মাঠ পর্যায় থেকে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের তালিকা নেয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই এ তালিকা অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত ল্যাপটপ বিতরণ করা হবে। এছাড়া, ৩৬,৭৪৬টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং ৫১০০০টি সাউন্ড সিস্টেম এর ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় ই-মনিটরিং সিস্টেম সর্বত্র চালু করার লক্ষ্যে ৩৭০০টি ট্যাব ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। খুব শীঘ্রই এ সকল ট্যাব বিতরণ করা হবে। এছাড়া, ১২টি নতুন পিটিআই এর মধ্যে ১১টিতে আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং পুরাতন ৫৫টি পিটিআই আইসিটি ল্যাবে আরো ১০টি করে নতুন ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ২টি করে এসি সরবরাহ করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বাস্ড়বায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় সরকারি-বেসরকারি সেবার মানোন্নয়ন ও ডিজিটাল সেবার অগ্রগতি প্রদর্শনের অংশ হিসাবে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ মেলায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। উক্ত মেলায় অনলাইন সেবা কার্যক্রম যথা: ই-প্রাইমারি স্কুল সিস্টেম, শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ডিজিটাল পদ্ধতি, ই-এপিএসসি, অনলাইন বই বিতরণ ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনি পরীক্ষা প্রাথমিক বৃত্তির রেজাল্ট অনলাইনে প্রকাশ, অনলাইন একাউন্টিং সিস্টেম সফটওয়ার প্রদর্শন করা হয়।

আইসিটি বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রাথমিকের ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ড় ২১টি বইয়ের ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের নিমিত্ত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কন্টেন্ট এর ডিভিডি প্রেরণ করা হয়েছে। ৬০ হাজারের বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে আইসিটি কন্টেন্ট তৈরির বিষয়ে ১২দিন ব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩.০ এক নজরে প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম:

৩.১ তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩):

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) এর মেয়াদ জুলাই ২০১১ এ শুরু হয়ে জুন ২০১৮ মাসে সমাপ্ত হয়। উক্ত কর্মসূচি এর আওতায় ৪টি মুল কম্পোনেন্টের অধিনে ২৯টি সাব কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, আইসিটি সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ওয়াশব্লক নির্মাণ ও নলকূপ স্থাপন, আসবাবপত্র প্রদান, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, স্লিপ-ইউপেপ কার্যক্রমের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণ, পদসৃষ্টিগহ শিক্ষক নিয়োগ, পরিদর্শন ও তত্বাবধান কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য মাঠপর্যায়ে যানবাহন সরবরাহ করা হয়। সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ বিভিন্ন বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তৃতীয় প্রাথমিক উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি ৩) গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করে।

৩.২ রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (ROSC):

প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারী ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮

বিবরণ	জিওবি	পিএ	মোট
মোট প্রকল্প বরাদ্দ	৫৮০৮.৫৩	১০২৭১৭.২৩	১০৮৫২৫.৭৬
মোট ব্যয় (জুন/২০১৮ পর্যন্ত)	৩৬৭৯.৮১	৭৩৮০৫.৪২	৭৭৪৮৫.২৩
অব্যয়িত অর্থ	২১২৮.৭২	২৮৯১১.৮১	৩১০৪০.৫৩
অগ্রগতি (%)	৬৩.৩৫%	৭১.৮৫%	৭১.৪০%

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ ও ব্যয় (লক্ষ টাকায়):

বিবরণ	জিওবি	পিএ	মোট
২০১৭-১৮ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ	১৪০০.০০	২১০০০.০০	২২৪০০.০০
মোট ব্যয় (২০১৭-১৮)	৬৯৬.৬৬	২০৩১৯.৯৯	২১০১৬.৬৫
অব্যয়িত অর্থ (২০১৭-১৮)	৭০৩.৩৪	৬৮০.০১	১৩৮৩.৩৫
অগ্রগতি (২০১৭-১৮) (%)	৫০%	৯৭%	৯৪%

মোট লক্ষ্যমাত্রা

ক্রমিক	বিবরণ	স্কুল	শিক্ষার্থী
১	উপজেলা (Rural)-১৪৮টি	২১,৩৬১	৭,২০,০০০
২	সিটি কর্পোরেশন (Urban)- ১১টি	২০০০	৫০,০০০
২	PVT-৯০ টি উপজেলা	-	২৫,০০০

জুন/২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্প অগ্রগতি:

ক্রমিক	বিবরণ	স্কুল		শিক্ষার্থী	
		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১	উপজেলা (Rural)-১৪৭টি	১৯,৯২৭	৯৩%	৬,৯০,০০০	৯৬%
২	সিটি কর্পোরেশন (Urban)- ১০টি	১,৬৪২	৮২%	৪৮,০০০	৯৬%
২	PVT-৫৬ টি উপজেলা	-	-	১৩,০০০	৫২%

সমাপনি পরীক্ষার তথ্য:

সমাপনী পরীক্ষার সাল	সমাপনি পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী সংখ্যা	উত্তীর্ণ সংখ্যা	পাশের হার	মন্তব্য
২০১৪	৩০,১৯২	২১,৬৬০	৮৭.৫৪%	জিপিএ-৫ প্রাপ্তি-৯৩ জন
২০১৫	২৬,৭১২	২৪,৫৩৫	৯১.৮৫%	জিপিএ-৫ প্রাপ্তি-১৩৭ জন
২০১৭	৩১,৫৮১	২৪,৫৬৯	৭৭.৮০%	জিপিএ-৫ প্রাপ্তি-৬২ জন

৩.৩ দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প:

পটভূমি: বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি তাদের ইমারজেন্সী প্রোগ্রামের আওতায় ২০০১ সালে যশোর জেলায় অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চালু করে। পরবর্তীতে যশোর জেলার অভিজ্ঞতা ইতিবাচক হওয়ায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচিকে তাদের নিয়মিত কান্ট্রি প্রোগ্রামের অন্তর্ভূক্ত করে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি'র তত্ত্বাবধানে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের পরামর্শক দ্বারা সম্পাদিত সমীক্ষা পর্যালোচনায় দেখা গেছে যেসকল উপজেলাতে ফিডিং কর্মসুচি চালু ছিল, সেসকল উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থী ভর্তির হার, উপস্থিতির হার, প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনীর হার, নন ফিডিং উপজেলার তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বেশী ছিল। এ ছাড়া ফিডিং উপজেলায় ড্রপ আউটের হারও নন ফিডিং উপজেলার তুলনায় কম ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষাকে সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদ হিসেবে বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন হচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি পরিচালিত সমীক্ষা বিবেচনায় নিয়ে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রথমবারের মত অপেক্ষাকৃত দারিদ্র পীড়িত উপজেলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্কুল ফিডিং প্রকল্প গ্রহণ করে এবং জুলাই ২০১০ সাল থেকে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এ প্রকল্পে একদিকে যেমন কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে, অন্যদিকে তেমনি একই প্রকল্পের অধীনে নিজস্ব অর্থায়নে ফিডিং কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করে চলেছে।

প্রকল্পের শুরু থেকেই বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী অংশে বাস্তবায়িত হলেও সরকারি অংশে নভেম্বর ২০১১ সালে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া উপজেলায় ৫৬,৬৩৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ৩য় সংশোধনীর জন্য ২০ জুন ২০১৭ তারিখে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৬ জুলাই ২০১৭ তারিখে ৩য় সংশোধনী অনুমোদনের অফিস আদেশ প্রদান করা হয়। ৩য় সংশোধনী অনুমোদিত হওয়ায় দেশের দারিদ্র প্রবণ ১০৪টি (জিওবি অংশে ৮২ ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী'র অংশে ২২টি) উপজেলায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১. প্রকল্পের লক্ষ্য/উদ্দেশ্য:

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী দরিদ্র শিশুদের ভর্তি হার বৃদ্ধিকরণ
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকরণ
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধকরণ
- প্রাথমিক শিক্ষা চক্রের সমাপ্তির হার বৃদ্ধিকরণ
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা
- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন

২. প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয়ের ধরণ:

- প্রকল্পভূক্ত উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নতুন জাতীয়করণগহ);
- প্রকল্প এলাকার ১৫০০ বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ও চালুকৃত বিদ্যালয়;
- প্রকল্পভূক্ত শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়;
- প্রকল্প এলাকার স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা;

৩. উপজেলা প্রকল্পভুক্তকরণের বৈশিষ্ট্য:

বিশ্ব ব্যাংক, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী ও বাংলাদেশ ব্যুরো স্টাটিসটিক্স কর্তৃক যৌথভাবে প্রণীত দারিদ্র মানচিত্র (Poverty Map) অনুযায়ী দারিদ্র প্রবণ উপজেলাসমূহ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্পটি জুলাই ২০১০ সাল হতে শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান আছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটি ৩ বারের জন্য সংশোধন করা হয়েছে। প্রতিটি সংশোধনে সরকারি অংশে প্রকল্পের কর্মএলাকা সম্প্রসারিত হয়েছে। সংশোধনীর বিবরণ নিম্নরুপ:

ক. **১ম সংশোধিত ডিপিপি:**

- প্রাক্কলিত ব্যয়: মোট: ১৫৭৭৯৩.১১ (জিওবি: ৮৭৫৭৪.৫০, প্রকল্প সাহায্য: ৭০২১৮.৬১)
- মেয়াদ: জুলাই ২০১০-ডিসেম্বর ২০১৪
- কর্মএলাকা: মোট: ৭২ উপজেলা (জিওবি: ৪২ উপজেলা, ডব্লিউএফপি: ৩০ উপজেলা)
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা: মোট: ২৬.৪০ লক্ষ (জিওবি: ১৮.৩০ লক্ষ, ডব্লিউএফপি: ৮.০৫ লক্ষ)

খ. **২য় সংশোধিত ডিপিপি:**

- প্রাক্কলিত ব্যয়: মোট: ৩১৪৫৫২.২০ (জিওবি: ২১৪৫৯৯.৬৫, প্রকল্প সাহায্য: ৯৯৯৫২.৫৫)
- মেয়াদ: জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭
- কর্মএলাকা: মোট: ৯৩ উপজেলা [জিওবি: ৭২ উপজেলা, ডব্লিউএফপি: ২১ উপজেলা (কপি সংযুক্ত)]
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা: মোট: ৩৩.৯৪ লক্ষ (জিওবি: ২৮.৫১ লক্ষ, ডব্লিউএফপি: ৫.৪৩ লক্ষ)

গ. **৩য় সংশোধিত ডিপিপি:**

২০১৭ সনের ০১ জুলাই হতে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর অংশে ২২ টি উপজেলা এবং জিওবি অংশে ৮২টি উপজেলার সংস্থানের প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০১৮ সনের ০১ জানুয়ারি বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী অংশের ৩টি উপজেলা জিওবি অংশে হস্তান্তরিত হবে ফলে, জিওবি অংশে মোট উপজেলার সংখ্যা হবে ৮৫টি এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর অংশে ১৯টি। ২০১৮ সনের ০১ জুলাই থেকে আরো ৯টি উপজেলা জিওবি অংশে হস্তান্তরিত হবে। সেক্ষেত্রে ২০১৮ সনের ০১ জুলাই থেকে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর অংশে ১০ টি উপজেলা এবং জিওবি অংশে ৯৪টি উপজেলার সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয়: মোট: ৪৯৯১৯৭.২৯ (জিওবি: ৩৭৩৭০৬.৮২, প্রকল্প সাহায্য: ১২৫৪৯০.৪৭) মেয়াদ: জুলাই ২০১০-ডিসেম্বর ২০২০।

৫. প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয় ও সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী সংখ্যার বিস্তারিত বিবরণ :

প্রকল্পভূক্ত এলাকার সুবিধাভোগী মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মোট: ৩১.৬২ লক্ষ (জিওবি: ২৬.৭১ লক্ষ, ডব্লিউএফপি: ৪.৯ লক্ষ) এবং বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট: ১৫,৭৮৮টি (জিওবি: ১২,৩৫৬ ও ডব্লিউএফপি: ৩,৪৩২)

০১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত কর্ম-এলাকা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবরণ:

- কর্মএলাকা: মোট: ১০৪ উপজেলা (জিওবি: ৮২ উপজেলা, ডব্লিউএফপি: ২২ উপজেলা)
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা: মোট: ৩১.৬২ লক্ষ (জিওবি: ২৬.৭১ লক্ষ, ডব্লিউএফপি: ৪.৯১ লক্ষ)
- বিদ্যালয় সংখ্যা: মোট: ১৫,৭৮৮টি (জিওবি: ১২,৩৫৬ ও ডব্লিউএফপি: ৩,৪৩২)

০১ জানুয়ারি ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত কর্ম-এলাকা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবরণ:

- কর্ম এলাকা: মোট: ১০৪ উপজেলা (জিওবি: ৮৫ উপজেলা, ডব্লিউএফপি: ২৯ উপজেলা)
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা: মোট: ৩১.৪২ লক্ষ (জিওবি: ২৮.২৩ লক্ষ, ডব্লিউএফপি: ৩.১৯ লক্ষ)
- বিদ্যালয় সংখ্যা: মোট: ১৫,২৯৬টি (জিওবি: ১২,৯৫২ ও ডব্লিউএফপি: ২,৩৪৪)
- অর্থের উৎস: বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP)

৬. স্কুল ফিডিং প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা:

(ক) প্রকল্প স্কুল ফিডিং কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্পভূক্ত উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নতুন জাতীয়করণসহ), শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা এবং এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রত্যেক শিক্ষার্থীদেরকে দৈনন্দিন উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রতি স্কুল দিবসে ৭৫ গ্রাম ওজন বিশিষ্ট এক প্যাকেট করে উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ করা হয়। বিস্কুটের একঘেয়েমি দুর করার জন্য এক মাস অন্তর অন্তর ভ্যানিলা ফ্লেভার ও স্কিম্‌ড মিল্কসহ উচ্চ পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিস্কুট বিদ্যালয় পর্যায়ে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া বিশ্ব খাদ্য কমসূচীর অর্থায়নে পরিচালিত সর্বমোট ১০১টি বিদ্যালয়ের ১৬,৩৭৭ জন শিক্ষার্থীর মাঝে পাইলট ভিত্তিতে রান্না করা খাবার (মিড ডে মিল) পরিবেশন করা হচ্ছে (বরগুনা জেলাধীন বামনা উপজেলার সকল ইউনিয়নের ৬৫টি বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০,৪২৭ জন এবং জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলার দুটি ইউনিয়নের ৩৬টি বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫,৯৫০ জন)।

(খ) প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির বিবরণ (৩য় সংশোধনি অনুয়ায়ী):

বিবরণ	পরিমাণ লক্ষ টাকায়		
	জিওবি	ডিপিএ	মোট
মোট বরাদ্দ (৩য় সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)	৩৭৩৭০৬.৮২	১২৫৪৯০.৪৭	৪৯৯১৯৭.২৯
ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)	২০৩৪৮৬.৫১	১০৯৪৬৬.১১	৩১২৯৫২.৬২
অব্যয়িত অর্থ	১৭০২২০.৩১	১৬০২৪.৩৬	১৮৬২৪৪.৬৭
ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের শতকরা হার	৫৪.৪৫%	৮৭.২৩%	৬২.৬৯%

** ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক অগ্রগতি ৯৬.১৬% (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)।*

গ. বছর ভিত্তিক প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (লক্ষ টাকায়):

অর্থবছর	বরাদ্দ			ব্যয়			
	জিওবি	ডিপিএ	মোট	জিওবি	ডিপিএ	মোট	ব্যয়ের শতকরা হার
২০১০-১১	৫০.০০	৯০৪০.০০	৯০৯০.০০	৬.৮৬	৮৮৯০.০০	৮৮৯৬.৮৬	৯৭.৮৮%
২০১১-১২	১০৪০০.০০	১৩৫৫০.০০	২৩৯৫০.০০	৯৮৭৬.৫৫	১৩৫৫০.০০	২৩৪২৬.৫৫	৯৭.৮১%
২০১২-১৩	২২৯০০.০০	২০১০০.০০	৪৩০০০.০০	২২৮৭৩.৮৬	২০০৯৯.১৭	৪২৯৭৩.০৩	৯৯.৯৪%
২০১৩-১৪	২৮০০০.০০	১৮৩০০.০০	৪৬৩০০.০০	২৭৯৬৫.৬৪	১৮২৯৯.২৭	৪৬২৬৪.৯১	৯৯.৯২%
২০১৪-১৫	২৭০০০.০০	১৪৮৮০.০০	৪১৮৮০.০০	২৬৯০১.৬০	১৪৮৭৮.৩২	৪১৭৭৯.৯২	৯৯.৭৬%
২০১৫-১৬	৩৬১৬৬.০০	১২০০০.০০	৪৮১৬৬.০০	৩৬০৭২.৬৫	১১৯৯৮.৫৭	৪৮০৭১.২২	৯৯.৮০%
২০১৬-১৭	৪১৮৩০.০০	১২১৮০.০০	৫৪০১০.০০	৩৬২৯৬.১৬	১২১৭০.৬৩	৪৮৪৬৬.৯৭	৮৯.৭৪%
২০১৭-১৮	৩৯০০০.০০	৯৪১৮.০০	৪৮৪১৮.০০	৩৭১৪০.৫১	৯৪১৬.১১	৪৬৫৫৬.৬২	৯৬.১৬% (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

৭. প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন:

প্রকল্প পর্যায়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করাসহ ইতোপূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি এবং ইআরডি'র সাথে যৌথ মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে। স্কুল ফিডিং কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) নির্বাচন, বিস্কুট ফ্যাক্টরী নির্বাচন, বিস্কুটের মান যাচাই করার জন্য Quality Control Agency নির্বাচন, মনিটরিং, প্রশিক্ষণগহ অন্যান্য কাজে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়াও নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম নিম্নোক্তভাবে হয়ে থাকে:

- অধিদপ্তর/প্রকল্প অফিস/বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি যৌথভাবে পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করে থাকে।
- প্রকল্প অফিস পৃথকভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করে।
- ডব্লিউএফপি পৃথকভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করে।
- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করেন।
- সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করেন।
- সংশ্লিষ্ট এনজিও'র ফিল্ড মনিটর কর্তৃক প্রকল্প এলাকার প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিমাসে দুইবার নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হয়।
- প্রকল্প এলাকায় নিয়োজিত প্রতিটি এনজিও প্রতিমাসে মনিটরিং প্রতিবেদন প্রকল্প কার্যালয়/বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/উপজেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করে থাকে।
- বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় প্রতি বছর পূর্ববর্তী বছরের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও চলমান বছরের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে প্রোগ্রাম রিভিউ ওয়ার্কশপ করা হয়।
- ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক/বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকল্প কার্যক্রমে মনিটরিং প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।
- প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্প এলাকার বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক/এসএমসি সদস্য/স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হয়।
- এছাড়াও প্রকল্প কার্যালয় থেকে নিয়মিতভাবে সরাগরি প্রধান শিক্ষকবৃন্দের সাথে টেলিফোনে কথা বলেও প্রকল্প কার্যক্রম মনিটর করা হয়।

৮. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গৃহীত অর্জন:

নেপ-এর সাংগঠনিক কাঠামো

- শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ নিশ্চিত হয়েছে।
- উপস্থিতির হার পূর্বের তুলনায় গড়ে ৫% থেকে ১৩% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের শারীরিক অবস্থার অনুকূল পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়েছে।
- শিক্ষার গুণগতমানে অনুকূল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।
- ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে আইএমইডি'র নিবিড় পরিবীক্ষন (In-depth Monitoring) প্রতিবেদনে সারাদেশে পর্যায়ক্রমিকভাবে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।
- শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে বাংলাদেশের শিশুরা আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হয়েছে।

প্রস্তাবিত

৩.৪ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পর্যায়):

পটভূমি: প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি এবং ১৯৯৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প চালু করা হয়। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি ও উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক প্রভাব বয়ে আনে। তারই ধারাবহিকতায় সরকার দেশব্যাপী উক্ত কর্মসূচি সম্প্রসারণপূর্বক কর্মসূচি দুটিকে একীভূত করে ২০০২ সালে চালু করে "প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প"। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পের সুফল বিবেচনায় ২০০৮ সাল থেকে পুনরায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়) গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়)-এ সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা ব্যতিরেকে গ্রামীণ এলাকার অস্বচ্ছল পিতা-মাতার সন্তান (৭৮,৭০,১২৯ জন ছাত্র-ছাত্রী) উপবৃত্তি সুবিধাভোগীর আওতাভুক্ত ছিল। জুন ২০১৫ সালে ২য় পর্যায় প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সরকার দুই বছর মেয়াদে (২০১৫-২০১৭) পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকা ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদানের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পযায়) গ্রহণ করে। ৩য় পর্যায় প্রকল্পে সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীর লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি ৩০ লক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে পরবর্তীতে যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ্যে নির্ধারণ করা হয়।

২। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী দরিদ্র পরিবারের শিশুদের ভর্তিহার বৃদ্ধিকরণ;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকরণ;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধকরণ;
- প্রাথমিক শিক্ষা চক্রের সমাপ্তি হার বৃদ্ধিকরণ;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছেলেমেয়েদের শিশুশ্রম রোধ, দারিদ্র্য বিমোচন;
- নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ;
- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন;
- শহরের কর্মজীবী শিশুদের বিদ্যালয়ে আনয়নে উৎসাহিতকরণ।
- সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণ।

৩। প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৯

৪। প্রকল্পের মোট বরাদ্দ: ৬৯২৩০৫.৫৪ লক্ষ টাকা

৫। লক্ষ্যমাত্রা: ১ কোটি ৪০ লক্ষ, সমগ্র বাংলাদেশ

৬। উপবৃত্তির আওতাভুক্ত বিদ্যালয়সমূহ নিম্নরূপ:

- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়;
- স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদরাসা;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু হওয়া ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী;
- হাই মাদরাসা গংলগ্ন স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদরাসা;
- হাইস্কুল সংলগ্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রাক প্রাথমিক;
- শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত বিদ্যালয়;
- সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদরাসা।

৭। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পর্যায়)-এর উপবৃত্তির হার:
প্রকল্পের আরডিপিপিতে নিম্নোক্ত হারে উপবৃত্তি নির্ধারণ করা আছে-

শ্রেণি	এক শিক্ষার্থী বিশিষ্ট পরিবার	দুই শিক্ষার্থী বিশিষ্ট পরিবার	তিন শিক্ষার্থী বিশিষ্ট পরিবার	চার শিক্ষার্থী বিশিষ্ট পরিবার
১ম-৫ম শ্রেণি	১০০	২০০	২৫০	৩০০
৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি	১২৫	২৫০	৩৫০	৪০০
প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি	৫০	১০০	১২৫	১৫০

৮। ২০১৭-২০১৯ অর্থবছরে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১৪৫০০০.০০ লক্ষ টাকা
ব্যয় : ১৪৪৬৪৮.৫১ লক্ষ টাকা
আর্থিক অগ্রগতি : ৯৯.৭৬%
বাস্তব অগ্রগতি : ৮৮.২৭%
ম্যানুয়াল বিতরণ : ৮ কোটি ৭৮ লক্ষ ৮৫ হাজার

৯। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে বিতরণ তথ্য:

মোট শিক্ষার্থী : ১ কোটি ১০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫৬৩ জন
সুবিধাভোগী মা : ৯০ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫৯ জন
মোট বিতরণকৃত অর্থ : ১১৬৬ কোটি ৯৭ লক্ষ ২৫ হাজার
মোবাইলে বিতরণ : ১১৫৮ কোটি ১৮ লক্ষ ৪০ হাজার
ম্যানুয়াল বিতরণ : ৮ কোটি ৭৮ লক্ষ ৮৫ হাজার

১০। মোবাইল ব্যাংকিং-এর অর্জন:

নব্বই লক্ষেরও অধিক মা/সুবিধাভোগীদের মোবাইল অ্যাকাউন্ট ডাটাবেজ যা প্রয়োজনে সরকারের অন্যান্য কার্যক্রম ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রেরণের জন্য মা/অভিভাবকদের তুলনামূলকভাবে সময়ের অপচয় রোধ ও কম ভোগান্তি হয়। মোবাইল অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ভুয়া শিক্ষার্থীর পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ভুয়া সুবিধাভোগীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় সরকারি অর্থের অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কার্ড অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল ১,১৪,৩৭,০৩৭ জন। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মোবাইল ব্যাংকিং-এ সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল ১,১০,৫৪,৫৬৩। শিক্ষার্থীর মায়ের নামে মোবাইল অ্যাকাউন্ট খোলায় মায়েরা ব্যাংকিং প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন যা নারীর ক্ষমতায়নে সহায়তা করছে। মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় সুবিধাভোগী মা/অভিভাবকগণ মোবাইলসহ অন্যান্য প্রযুক্তির সঙ্গে অধিকতর পরিচিত হচ্ছে যা ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। মোবাইল অ্যাকাউন্টটি মা/অভিভাবকগণ সাধারণ ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মতো ব্যবহার করতে পারবেন। এতে মায়েদের অর্থ সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়বে।

১। উপবৃত্তি প্রকল্পের সার্বিক অর্জন:

- ভর্তিহার বৃদ্ধি পেয়েছে;
- সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার উল্লে খযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার হ্রাস পেয়েছে;
- পাশের হার বৃদ্ধি পেয়েছে;
- শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে;
- সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে;
- প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে;
- নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে, মায়ের মোবাইল অ্যাকাউন্টে উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করায় শিক্ষার্থীগণ সরাসরি উপকৃত হচ্ছে;
- প্রকল্পভুক্ত স্কুলসমূহ নিয়মিত মনিটরিং হচ্ছে ফলে শিক্ষার গুণগত মানের দৃশ্যত উন্নতি হয়েছে।

৩.৫ চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়):

জুলাই ২০১৭ থেকে **জুন ২০১৮** পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের **সারসংক্ষেপ**

চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক অতিরিক্ত ৪০,০০০ শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ।
খ) ৮০০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানীয় জল ও সেনিটেশন সুবিধা তৈরি।
গ) ৩৬৫০০টি শ্রেণী কক্ষে উঁচু-নিচু বেঞ্চ এবং ৩৫০০টি শিক্ষক কক্ষে চেয়ার টেবিল আলমিরা ইত্যাদি সরবরাহ।
ঘ) শিক্ষার মান উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য হ্রাস ও শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধিকরণ।
ঙ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষণ শিখন মান উন্নীত করণ।
চ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করণ।

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২২
মোট প্রকল্প ব্যয় : ৯১২৩ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা।

*** এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়**

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৩৪৫ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে জুলাই-জুন পর্যন্ত ব্যয় : ২৩৬ কোটি ৭০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা।

* ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে স্থানীয় গরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ৪৩২১টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের লক্ষ্যে এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ১১১৭টি ওয়াশব্লক নির্মাণের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। বর্তমানে ৯২২টি বিদ্যালয় ও ৩০১টি ওয়াশব্লক নির্মাণের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পটি পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত হওয়ার পর প্রায় ১৯ লক্ষ শিক্ষার্থী এর উপকারভোগী হবে।

৩.৬ চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়):

প্রকল্পের নাম : চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০২২।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (সহযোগী সংস্থা এলজিইডি ও ডিপিএইচই)।
প্রকল্প ব্যয় : ৫৭৪০.৫৯৪৫ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়ন)।
প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ২৫,০০০ টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ২৩,০০০টি শ্রেণিকক্ষে ও ২,০০০টি শিক্ষককক্ষে আসবাবপত্র সরবরাহ এবং ৫,০০০টি ওয়াশব্লক ও ডিপ টিউবয়েল নির্মাণ করা হবে। ইতোমধ্যে ভৌত কাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৬,৬৪০টি নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকা অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরের RADP-তে ৩৭৯.১৭ কোটি টাকার বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৮৮.০৪৪২ কোটি টাকা।

৩.৭ বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প:

এ প্রকল্পটি জুন ২০১৮ এ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের আওতায় মোট ১৪৯৫টি বিদ্যালয় নির্মিত হয়েছে। জমি সংক্রান্ত আইনগত জটিলতার কারণে ৫টি বিদ্যালয় নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। নির্মিত বিদ্যালয়গুলোতে ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রম চালু করা হয়েছে।

"বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের লক্ষ্য হল বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ (Access) সৃষ্টি করাসহ শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি করা। আলোচ্য প্রকল্পের প্রয়োজনীয় তথ্য নিম্নে সন্নিবেশিত হলঃ

প্রকল্পের সার্বিক তথ্য ঃ

১. প্রকল্পের মেয়াদ	ঃ জুলাই ২০১০-জুন ২০১৮
২. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	ঃ জুলাই ২০১০-জুন ২০১৮
৩. প্রকল্পের আওতায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের মোট লক্ষ্যমাত্রা	ঃ ১৫০০টি
৪. প্রকল্পের মোট স্থাপিত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ঃ ১৪৯৫টি
৫. মামলাজনিত কারণে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্'াপন করা যায়নি	ঃ ০৫টি
৬. লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়নের হার	ঃ ৯৯.৬৬%
৭. প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	ঃ ৯০৫৭৪.৯৪ লক্ষ টাকা
৮. প্রকল্পের মোট ব্যয়	ঃ ৮১৫৬০.০৮ লক্ষ টাকা
৯. বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয়ের হার	ঃ ৯০.০৪%
১০. মোট সৃজিত শিক্ষকের পদ সংখ্যা	ঃ ৭৪৭৫টি

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সার্বিক তথ্য ঃ

১. প্রকল্পের আওতায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্'াপনের লক্ষ্যমাত্রা	ঃ ১২৭টি
২. স্থাপিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ঃ ১২৭টি
৩. লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়নের হার	ঃ ১০০%
৪. মোট বরাদ্দ	ঃ ১৮০০ লক্ষ টাকা
৫. মোট ব্যয়	ঃ ১৬৭৩.৪২ লক্ষ টাকা
৬. বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয়ের হার	ঃ ৯২.৯৬%

৩.৮ পিটিআইবিহীন ১২টি জেলায় নতুন পিটিআই স্থাপন প্রকল্প:

১। প্রকল্পের নাম	: ঝালকাঠি, শরীয়তপুর, নারায়নগঞ্জ, লালমনিরহাট, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, শেরপুর, নড়াইল, মেহেরপুর, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাজবাড়ী জেলায় পিটিআই স্থাপন প্রকল্প।
২। প্রকল্পের মেয়াদ	: জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৭ (২য় আরডিপিপি) : ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	: ২য় আরডিপিপি অনুযায়ী ব্যয়- ২৬৯৪৪.৭৬ লক্ষ টাকা
৪। অর্থায়নের উৎস	: বাংলাদেশ সরকার (জিওবি ঃ ২৬৯৪৪.৭৬ লক্ষ টাকা)।
৫। প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য	: ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন এবং বছরে ১,৫৮৪ জন শিক্ষককে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ প্রদান।

৬। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ : ২২ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা।

৭। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের মোট ব্যয়: ১৬ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা।

৮। ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	: জুন' ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়: ২৪১ কোটি ৭৬ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব গড় অগ্রগতি: ৯৪%

১৬। এক নজরে জুন /২০১৮ পর্যন্ত প্যাকেজওয়ারি অগ্রগতির প্রতিবেদন:

ক্রমিক নং	পিটিআই এর নাম	নির্মাণধীন ৫টি প্যাকেজের অগগ্রতি %						
		ক) একাডেমি কাম প্রশাসনিক ভবন খ) সুপার বাস ভবন গ)এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল ভবন	পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল ভবন নির্মাণ	আসবাবপত্র সরবরাহ	অভ্যন্তরীণ রাস্তা,ড্রেন, চুল্লি,গেইট বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	বৈদ্যুৎতিক সাব-স্টেশন নির্মাণ ও স্থাপন	গড় অগ্রগতি %	মন্তব্য
১.	লালমনিরহাট	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
২.	গোপালগঞ্জ	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
৩.	ঝালকাঠি	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
৪.	রাজবাড়ী	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
৫.	মেহেরপুর	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
৬.	শরীয়তপুর	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
৭.	শেরপুর	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
৮.	নারায়ণগঞ্জ	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
৯.	নড়াইল	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
১০.	খাগড়াছড়ি	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
১১.	বান্দরবান	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
১২.	ঢাকা	১০ তলা ভবনে একাডেমিক কাম প্রশাসনিক, হোস্টেল, সুপার ও সহকারী সুপারের বাস ভবন, অত্যাধুনিক অডিটরিয়াম, সাউন্ড সিস্টেম, রেস্ট হাউস ও সেমিনার কক্ষ, অভ্যর্থনা কক্ষ, অতিথি কক্ষ, ৪টি লিফট ইত্যাদিসহ সকল সুবিধাদি আছে।					৮৫%	স্যানেটারী, বৈদ্যুতিক কাজ, টাইলস, জানালার থাই, ফেসিং ব্রিকস, রঙের কাজ চলমান আছে।
		সীমানা প্রাচীর নির্মাণ					৭৬%	কাজ চলমান

৩.৯ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিবি):

এ প্রকল্পের আওতায় মোট ১৭০টি সরকারি বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনগুলোতে চাহিদার ভিত্তিতে আসবাবপত্রও সরবরাহ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, ইন্টারএ্যাকটিভ হোয়াইট বোড প্রদান ও বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে (গ্রিড অথবা সোলার প্যানেল স্থাপন)। প্রকল্পটি জুন ২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।

৩.১০ ইংলিশ ইন এ্যাকশন প্রকল্প:

প্রকল্পটি ডিসেম্বও ২০১৮ মাসে সমাপ্ত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৪২,০০০ শিক্ষক ইংরেজি বিষয়ে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। ডিএফআইডি এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩.১১ চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪):

কর্মসূচির নাম : চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রকল্প ব্যয় : ৩৮,৩৯৭১৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ২৫৫৯১৫৭.০০, পিএ: ১২৮০৫৫৯.০০)।
প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ।
অর্থায়ন : বাংলাদেশ সরকার ও ৮টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ।
মোট কম্পোনেন্ট : ৩টি।
সাব-কম্পোনেন্ট : ২১টি।

পিইডিপি-৪ এর আওতায় ০৩টি কম্পোনেন্টের অধীনে নিম্নোক্ত ২১টি সাব-কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হবে।

4th Primary Education Development Program (PEDP-4) at a glance

Main objective of PEDP-4: Provide quality primary education for all children from pre-primary up to grade 5 through an inclusive and equitable education system.

- Project Period: July 2018-June 2023
- Estimated cost of the project (Taka in lakh):
  Total 3839716.00 (GOB 2559157.00, PA 1280559.00)
- 8 Development Partners: WB, ADB, DFID, EU, GAC (Canada), DFAT (Australia), JICA and UNICEF. Besides, Technical support by UNESCO and USAID support to Autism component.
- 21 sub-components will be implemented under 3 components.

3 Components:

Component-1: Quality Teaching-Learning
- Harmonized and strengthened Curriculum
- Competency based textbooks and teaching learning materials
- Recruitment and deployment additional teachers (56000 including 26000 PPE teachers). Music Teachers- 2583 and Physical Teachers-2583 will be recruited.
- Teachers Education/ Training
- Continuous Professional Development (CPD)
- ICT in Education (Laptops, multi-media for 65000 schools and ICT materials for institutions & offices with training etc)
- Establish a permanent system for assessment and examination
- Improve school readiness of all children aged 5 years (Pre-primary education)

Component-2: Access and Participation
- Need based Infrastructure Development
- Need based Furniture for schools, offices and other institutions
- Maintenance and repair
- Ensuring water, sanitation and hygiene
- Second Chance Education (SCE) for out of school children
- Special education for children with disabilities
- Education in Emergencies and promote School Safety to manage emergencies
- Communication and Social Mobilization for Education

Component-3: Management, Governance and Finance
- Strengthened Data System for decision making
- Institutional Strengthening through Decentralization, Implementation of ODCBG
- Implement School Level Improvement Plan (SLIP) and Upazilla Primary Education Plan (UPEP)
- Strengthened Budget System aligned with program framework and MTBF.
- Strengthened Procurement and Financial Management

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

১. ভূমিকা : বর্তমান সরকারের সঠিক ও সফল দিক নির্দেশনায় ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে ২০২১ সালের মধ্যে এ দেশেকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। নিরক্ষরতা এদেশের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র হিসেব অনুযায়ী দেশের বর্তমান সাক্ষরতার হার ৭২.৯% (বিবিএস ২০১৭)। এখনো দেশের প্রায় ২৭.১ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। সম্ভাবনাময়ী এ বিশাল সংখ্যক মানুষকে নিরক্ষর রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। উন্নত দেশে পৌঁছাতে হলে এ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করা সময়ের দাবি। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার টার্গেট অনুযায়ী এখনো ৩ কোটি ২৫ লক্ষ নিরক্ষরকে জীবন দক্ষতাভিত্তিক মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করতে হবে। এ বিশাল সংখ্যক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা দক্ষতা ও কর্মদক্ষতা প্রদান করতে না পারলে দেশের কাঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ কারণে সরকার পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন লক্ষ্যদলের উপযোগী বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি হাতে নিচ্ছে এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ প্রণয়ন করেছে।

২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪

শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞানদান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকায়ন, দক্ষ মানবসম্পদে পরিণতকরণ, আত্ম-কর্মসংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টিকরণ এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরেপড়া শিশুদের শিক্ষার বিকল্প সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে ২০১৪ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন প্রণীত হয়েছে। এছাড়া এ আইনের আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতিতে সাক্ষরতা ও দক্ষতা অর্জনকারীগণ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমতুল্যমানের স্বীকৃতি লাভ করতে পারবে ।

৩. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি

(ক) যে সকল শিশু বিভিন্ন কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়েছে তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সমতুল্য মানের মৌলিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;

(খ) কিশোর-কিশোরী, যারা বিভিন্ন কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি কিংবা বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়েছে, তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার সমতুল্য মানের মৌলিক শিক্ষার দ্বিতীয় বিকল্প সুযোগ সৃষ্টি;

(গ) শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত সকল বয়স্ক নারী-পুরুষের জন্য সাক্ষরতা এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাঠামোর প্রিভোকেশনাল-২ স্তর পর্যন্ত ভোকেশনাল শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকায়ন দক্ষতার ব্যবস্থা করা এবং অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;

(ঘ) আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক কারণে অনগ্রসর এলাকায় শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, হাওড়, চর, উপকূলীয় অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল, চা-বাগান, বা এরূপ কোন অনগ্রসর এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী;

(ঙ) দুঃস্থ জনগোষ্ঠী (যেমন : পথশিশু, বস্তিবাসী, বেকার যুব নারী-পুরুষ, স্বল্প আয়ের শ্রমিক ও কর্মজীবী নারী-পুরুষ, ইত্যাদি);

(চ) বিশেষ চাহিদসম্পন্ন শিশু ও যুব নারী-পুরুষদের জন্য বিশেষ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;

৪. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড

বাংলাদেশ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার প্রেক্ষিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয় যা ২৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশ হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইনের ধারা ১৫(১) অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত ২৩ আগস্ট ২০১৬ খ্রি: তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এবং ২৭ আগস্ট ২০১৬ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইনের ১৬(১) উপ-ধারা মোতাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৭ মার্চ ২০১৭ খ্রি: তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এবং ২৩ মার্চ ২০১৭ খ্রি: তারিখের বাংলাদেশ গেজেটে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড (Non-Formal Education Board) গঠিত হয়েছে। পদাধিকার বলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সম্মানিত মহাপরিচালক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) বোর্ডের সচিব এর দায়িত্ব পালন করছেন। বোর্ডের কার্যক্রম জোরদার করার নিমিত্তে ইতোমধ্যেই জনবল নিয়োগের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বোর্ডের ১৬৬ জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালায় মাননীয় সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

৫. উপানুষ্ঠানিক ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামো

একজন মহাপরিচালক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নেতৃত্ব প্রদান করছেন। ২ জন পরিচালক, ১ জন সিস্টেম এনালিস্ট, ৩ জন উপপরিচালক ও ৬ জন সহকারী পরিচালকসহ প্রধান কার্যালয়ে মোট ৭৭টি মঞ্জুরীকৃত পদ রয়েছে এবং জেলা পর্যায়ে ৬৪ জন সহকারী পরিচালকসহ ১৯২টি মঞ্জুরীকৃত পদ রয়েছে।

ক) প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা, কর্মরত জনবলের সংখ্যা এবং শূন্যপদের সংখ্যা নিম্নরূপঃ

পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা
কর্মকর্তা :			
মহাপরিচালক	১	১	০
পরিচালক	২	২	০
উপ-পরিচালক	৩	৩	০
সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	০
অন্যান্য ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	৯	৮	১
২য় শ্রেণির কর্মকর্তা	১	০	১
অন্যান্য	৬০	৫১	৯
মোট =	৭৭	৬৬	১১

খ) জেলা পর্যায়ের কাঠামো

জেলা পর্যায়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও তদারকির জন্য ৬৪টি জেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে। ৬৪টি জেলায় ৬৪ জন সহকারী পরিচালকসহ মোট ১৯২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে। জেলা পর্যায়ের মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা, কর্মরত জনবলের সংখ্যা ও শূন্য পদের বিবরণ নিম্নরূপ :

পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা
১. সহকারী পরিচালক	৬৪	৪৫	১৯
২. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৬৪	৬২	২
৩. অফিস সহায়ক	৬৪	৬৩	১
মোট =	১৯২	১৭০	২২

৬. আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন

দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সাক্ষরতার গুরুত্বকে সামাজিকভাবে প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের অংশ হিসেবে প্রতি বছর পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ২০১৭ সালে বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস যথাযথ মর্যাদা ও ভাব গাম্ভীর্যের সাথে সরকার উদযাপন করেছে। ২০১৭ সালের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের Theme ছিল "Literacy in a Digital World" বাংলায় স্লোগান ছিল " সাক্ষরতা অর্জন করি, ডিজিটাল বিশ্ব গড়ি'।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৭ উদযাপন অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

৭. ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ICT সম্পর্কিত কার্যাবলী

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানের লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য ইতোমধ্যে গৃহীত ও গৃহীতব্য কার্যক্রম সমূহ নিম্নরূপ

১) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ে সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। ভবনের চারটি ফ্লোরে ৬০টি কম্পিউটার Local Area Network (LAN) এর মাধ্যমে সার্ভারের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোকে ইতোমধ্যে ইন্টারনেট ও Wi-Fi এর আওতায় আনা হয়েছে-যার মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

২) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ওয়েব পোর্টাল বাংলা ও ইংরেজিতে উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে যার এড্রেস www.bnfe.gov.bd। উক্ত পোর্টালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যেমন- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি, সাক্ষরতা দিবসের ক্রোড়পত্র, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সাংগঠনিক কাঠামো, সিটিজেনস চার্টার, কর্মকর্তাদের তালিকা, সাক্ষরতা দিবস প্রকাশনা স্মরণিকা ২০১৭ এবং প্রকল্প সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)-র বাজেট, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, বিভিন্ন সার্কুলার, দরপত্রসহ অত্র ব্যুরোর চাহিদা মোতাবেক ওয়েব পোর্টাল প্রতিনিয়তই আপডেট হচ্ছে।

৩) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সকল কর্মকর্তার (প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়) দাপ্তরিক ই-মেইল (Web-Mail) এড্রেস প্রদান করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দাপ্তরিক ই-সার্ভিস সম্পন্ন হচ্ছে।

৪) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ফেসবুক পেইজ (উশিব্যু ফেইসবুক) উন্মুক্ত করা হয়েছে, যা পোর্টালের ডান দিকে f চিহ্নিত Link করা আছে।

৫) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ইনোভেসন কর্ণার চালু করা হয়েছে (ইনোভেশন কমিটি, ইনোভেশন কর্মবন্টন, উদ্ভাবনী ধারণার প্রস্তাব আহবান ও উদ্ভাবনী ধারণার প্রস্তাব ফরম) যা পোর্টালের ডান দিকে Link করা আছে।

৬) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2i প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত Bangla Govt.Net ও ইনফো-সরকার প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুইচ, সুইচবোর্ড, সার্ভার কানেক্টিভিটি ও ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কনফারেন্স রুমে স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও সরাসরি যোগাযোগের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে ৩টি আইপি ফোনের সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

৭) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সকল সরকারি, বেসরকারি এবং আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের যাবতীয় তথ্যাবলী সংরক্ষণের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো জাতীয় পর্যায়ে একটি অনলাইন NFE MIS (Non-Formal Education Management Information System) প্রতিষ্ঠা করেছে। যেখানে অনলাইনে সকল প্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদান করে থাকে এই সফটওয়ারের মাধ্যমে www.nfemis.bnfe.gov.bd)।

৮) মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের ২৯টি জেলার ২১০টি উপজেলায় ৭১৮১টি শিখন কেন্দ্র পরিচালনা করে ১২ লক্ষ নব্য সাক্ষরকে যাদের বয়সসীমা ১১-৪৫ বছর তাদেরকে ১৬টি ট্রেডের মাধ্যমে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সকল তথ্যাবলী Online Software (www.plcmis.gov.bd) এ সন্নিবেশিত করা হয়েছে ।

৯) ৬৪ জেলা সহকারী পরিচালক ও অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটরকে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং জেলা অফিস সমূহে ইন্টারনেট, কম্পিউটার ও প্রিন্টার সরবরাহ করা হয়েছে।

১০) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ইউনিকোডের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ইনোভেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১১) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে বর্তমানে ডিজিটাল নথি নাম্বারিং পদ্ধতি (ডিজিটাল নম্বর) ব্যবহৃত হচ্ছে।

১২) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১৩) ডিজিটাল ডায়েরি ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৪) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্ভাবনী ধারণা অনলাইনে আহবান করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত ধারণাসমূহের প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে।

১৫) ব্যুরোর ০২টি অনলাইন সফটওয়ার (পিএমআইএস ও পেনশন) চালু রয়েছে। নিয়মিতভাবে ডাটা এন্ট্রি করা হচ্ছে।

৮. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ :

সাক্ষরতার যথাযথ প্রয়োগ না থাকার কারণে শিক্ষার্থীগণ তাদের অর্জিত সাক্ষরতা দক্ষতা ধরে রাখতে পারে না এবং পুনরায় নিরক্ষরে পরিণত হয়। তাই নব্য সাক্ষরদের সাক্ষরতা ধরে রাখার জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় । সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও কর্মসংস্থান, স্বকর্মসংস্থান করা না গেলে নব্য সাক্ষরদের অর্জিত সাক্ষরতা ধরে রাখা, দৈনন্দিন জীবনে সাক্ষরতার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং তাদের জীবনমানের উন্নয়ন সম্ভব হবে না। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প (পিএলসিইএইচডি)-১, ২, গ্রহণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় পিএলসিইএইচডি-১ ও ২ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়।

এক নজরে বাস্তবাবায়িত প্রকল্পসমূহ :

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর বাস্তবায়িত প্রকল্প/কর্মসূচির লক্ষ্যমত্রা ও অর্জিত লক্ষমাত্রা নিম্নরূপ :

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	লক্ষ্যদল	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা
সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (ইনফেপ)	জুলাই ১৯৯১- জুন ১৯৯৬	➢ প্রি-প্রাইমারী শিক্ষা (৪-৫ বছর বয়সী) ➢ উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা (৬-১০ বছর বয়সী) ➢ উপানুষ্ঠানিক কিশোর-কিশোরী শিক্ষা (১১-১৪ বছর বয়সী) ➢ বয়স্ক শিক্ষা (১৫-৪৫ বছর বয়সী)	১৬.৬৮ লক্ষ	২৪.৬৯ লক্ষ
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-১	জানুয়ারি ১৯৯৬- জুন ২০০১	১৫-২৪ বছর বয়সী নিরক্ষর জনগোষ্ঠী	২৯.৬১ লক্ষ	২৯.৬১ লক্ষ
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-২	জুলাই ১৯৯৫- জুন ২০০২	১১-৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষর জনগোষ্ঠী	৫৯.০২ লক্ষ	৩৬.১৮ লক্ষ
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৩	জানুয়ারি ১৯৯৬- জুন ২০০৪	৮-১৪ বছর বয়সী কর্মজীবী শিশু-কিশোর	৩.৫১ লক্ষ	৩.৫১ লক্ষ
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৪	এপ্রিল ১৯৯৭- জুন ২০০৩	১১-৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষর জনগোষ্ঠী	২২৮.৮৯ লক্ষ	৯২.২৫ লক্ষ
পিএলসিইএইচডি-১	জানুয়ারি ২০০১- ডিসেম্বর ২০০৭	১৫-২৪ বছর বয়সী নব্য সাক্ষর ও ঝরে পড়া জনগোষ্ঠী	১৩.৫৬ লক্ষ	৯.৭৩ লক্ষ
পিএলসিইএইচডি-২	জুলাই ২০০২- জুন ২০১৩	১১-৪৫ বছর বয়সী নব্য সাক্ষর ও ঝরে পড়া জনগোষ্ঠী	১২ লক্ষ	১১.৪০ লক্ষ
পিএলসিইএইচডি-৩	জুলাই ২০০১- জুন ২০০৭	১৫-২৪ বছর বয়সী নব্য সাক্ষর ও ঝরে পড়া জনগোষ্ঠী	০.০৬৩ লক্ষ	০.০৬৩ লক্ষ
শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)	জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০১৪	১০-১৪ বছর বয়সী শহরের ১৬৬১৫০ জন নিরক্ষর ও ঝরে পড়া কর্মজীবী শিশু	১৬৬১৫০ জন	১৪৬৯৪২ জন মৌলিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। এবং তার মধ্যে ১৭৬০৪ জনকে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

এছাড়াও নিম্নোক্ত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে :

১) Equivalence Non-Formal Vocational Education Curriculum Development :

মূল উদ্দেশ্য : প্রিভোক-১ ও প্রিভোক-২ স্তরের ৬টি ট্রেডের (১. এগ্রিকালচার মেশিনারিজ, ২. পোল্ট্রি, ৩. ওয়েল্ডিং, ৪. হাউজ কিপিং, ৫. কুকিং এবং ৬. কেয়ার গিভিং) কারিকুলাম তৈরি করা।

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১২ - ডিসেম্বর ২০১৩।

অর্জনসমূহ: প্রিভোক-১ স্তরের ১টি এবং প্রিভোক-২ স্তরের ৬ (ছয়)টি কারিকুলাম উন্নয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো (বিএনসিইউ) এর আর্থিক সহায়তায় এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রিভোক-১ এর শিক্ষা উপকরণের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে শীঘ্রই তা চূড়ান্তকরণ করা হবে।

২) Capacity Building for Education for All (Cap EFA)-Literacy and Non-formal Education Program :
সমতুল্যমানের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় জাতীয় পর্যায় NFE-MIS/Database তৈরি এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় তথ্য-প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ এর জন্য ইউনেস্কোর সহায়তায় ২০১২ সালে কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। বয়স্ক সাক্ষরতার উন্নয়ন ও জীবনব্যাপী শিক্ষাকে পদ্ধতিগত ও যুগোপযোগী করা ছিল এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রাথমিকভাবে রংপুর জেলার ২টি এবং সিলেট জেলার ২টি উপজেলায় এ পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি ৪ এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য NFE Sub-Sector Program গ্রহণের নিমিত্ত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টর প্রোগ্রাম ডকুমেন্ট প্রণয়ন' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় একটি খসড়া Program Document তৈরি করা হয়েছে। খসড়া ডকুমেন্টটি আরো পরিমার্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে কম্পোনেন্ট ভিত্তিক কমিটি গঠন করে পরিমার্জন করা হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (NFEDP)-র জন্য উচ্চ প্রস্তুতির কাজ চলমান রয়েছে।

৯. চলমান প্রকল্প
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪) জেলা' নামক একটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান।
প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য : ৪.৫ মিলিয়ন (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ) কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্ক নিরক্ষর যাদের বয়স ১৫-৪৫ বৎসর তাদের মৌলিক সাক্ষরতা এবং জীবিকায়ন দক্ষতা প্রদান করা।
কর্ম এলাকা : দেশের ৬৪টি জেলার নির্বাচিত ২৫০টি উপজেলা।
বাস্তবায়নকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৮।
প্রকল্প ব্যয় : টাকা ৪৫২৫৮.৬২ লক্ষ (চার শত বায়ান্ন কোটি আটান্ন লক্ষ বাষট্টি হাজার)।
প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ ৪৫.১২ কোটি টাকা এবং এ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ ১০.৯৫ লক্ষ টাকা ও ব্যয়ের শতকরা হার ২৪.২৬। নির্বাচিত এনজিওর মাধ্যমে কর্ম এলাকার নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর বেইজ লাইন সার্ভে চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রাইমারি, শিক্ষক সহায়িকা, ম্যানুয়াল ও ফ্লিপ চার্ট মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষক-সুপারভাইজার নির্বাচন সম্পন্ন এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে অফিসের জন্য যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। অক্টোবর ২০১৮ মাসে মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি শুরু করা যাবে।

১০. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
ভবিষ্যৎ প্রকল্প/কর্মসূচি : উপনুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪, Seventh Five Year Plan, Sustainable Development Goal (SDG)-4 এর আলোকে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে এবং কর্মসূচির জন্য প্রস্তাবনা তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

১) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের নিমিত্ত ইউনেস্কোর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টর প্রোগ্রাম ডকুমেন্ট প্রণয়ন' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় একটি প্রোগ্রাম ডকুমেন্ট তৈরি করা হয়েছে। উক্ত প্রোগ্রাম ডকুমেন্টের উপর ভিত্তি করে এখন ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। আশা করা যায় সেপ্টেম্বর ২০১৮ এর মধ্যেই পাঁচ বছর মেয়াদি প্রায় ৩০০০০ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা সম্ভব হবে।

NFE-SWAP ড্রাফট ডকুমেন্ট-এর উপর ন্যাশনাল কনসাল্টেশন ওয়ার্কশপে মাননীয় সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (বাঁম থেকে দ্বিতীয়)

২) প্রতিটি জেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় স্থায়ী জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণকেন্দ্র নির্মাণ :
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বাজার চাহিদা অনুযায়ী নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে মৌলিক সাক্ষরতা, জীবন দক্ষতা এবং জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা হবে। এর ফলে তাদের দেশে ও দেশের বাহিরে কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। স্থাপত্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের লে-আউট ডিজাইন এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (NFEDP) আওতায় তা বাস্তবায়ন করা হবে।

৩) ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থায়ী কমউনিটি লার্নিং সেন্টার (সিএলসি) প্রতিষ্ঠা : সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় স্থায়িত্বশীল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে এবং কিছু শহর এলাকায় ৫০২৫টি ICT বেইজড স্থায়ী কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (সিএলসি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। যেখানে ৮-১৪ এবং ১৫-৪৫ বছর বয়সী নারী-পুরুষ সাক্ষরতা, জীবন দক্ষতা এবং জীবিকায়ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন। এছাড়া অব্যাহত শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষার (Lifelong Learning) সুযোগ সৃষ্টি হবে। স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্থায়ী কমিউনিটি লার্নিং সেন্টারের লে-আউট ডিজাইন ও প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (NFEDP) এর আওতায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

NFE-SWAp ড্রাফট ডকুমেন্ট-এর ন্যাশনাল কনসাল্টেশন ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪) উপকরণ উন্নয়ন : Pre-voc level-1 এবং Pre-voc level-2 এর জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ট্রেডভিত্তিক কারিকুলাম এবং শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নের পরিকল্পনা রয়েছে। বাজার চাহিদা ভিত্তিক ট্রেড নির্বাচন করে সে ট্রেডের কারিকুলাম এবং শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হবে। এর ফলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ অনুযায়ী প্রি-ভোক-১ ও ২ স্তরের ভোকেশনাল শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি বাজার চাহিদা অনুযায়ী জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হবে।

১১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর চ্যালেঞ্জসমূহ :

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং SDG-4 এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের পথে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর জন্য চ্যালেঞ্জসমূহ :

১) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র দুর্বল সাংগঠনিক কাঠামোকে জরুরি ভিত্তিতে শক্তিশালীকরণ;
২) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় কর্মসূচিভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ;
৩) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত এবং নিয়মিত বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;
৪) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় স্থায়ী কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (সিএলসি) ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;
৫) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রণোদনা (incentive) প্রদানের ব্যবস্থাকরণ;
৬) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার লক্ষ্যদলের ডাটাবেইজ তৈরি।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

ভূমিকা

“মৌলিক শিক্ষা একাডেমি” (Academy for Fundamental Education) নামে নেপ ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে “জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)” হিসেবে ১৯৮৫ সালে এর নামকরণ করা হয় । ২০০৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে নেপ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এটি বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রশিক্ষণ ও গবেষণার শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রকাশনা এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় এবং এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে নেপ সক্রিয়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ক্যাম্পাস

ভিশন (Vision) :

প্রশিক্ষণ ও গবেষণার শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত ও পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

মিশন (Mission):

প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Stategic Objectives) :

ক. দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্য

- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন
- দপ্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনা
- বাংলাদেশ সি-ইন-এড বোর্ড এর মাধ্যমে পিটিআইসমূহে ডিপিএড কার্যক্রম পরিচালনা

খ. আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
- কার্যপদ্ধতি, কর্ম পরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
- আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

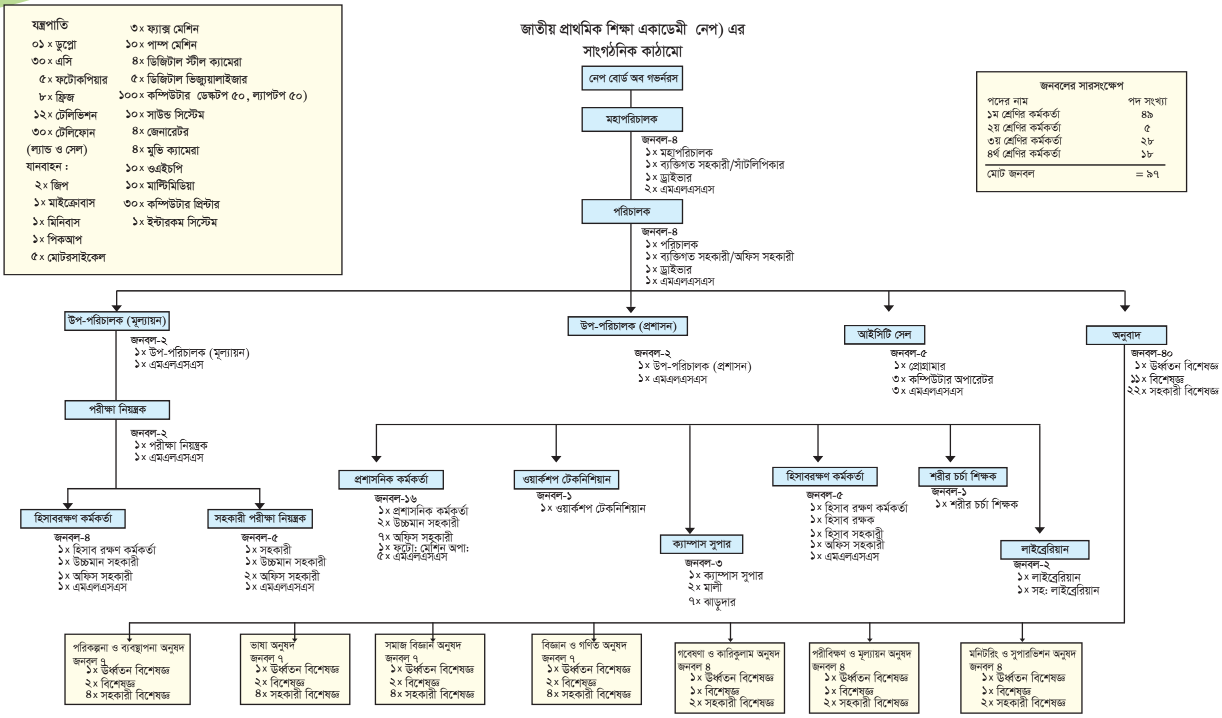

নেপ-এর কর্মপরিধি:

- মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপকগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সে বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ, গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণা কাজের সমন্বয় সাধন করা।
- প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন/পরিমার্জন ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন করা ।
- শ্রেণি কার্যক্রমের এবং প্রশিক্ষণ অধিবেশনের মান উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট আদর্শ উপকরণ এবং বিষয়ভিত্তিক উপকরণ উন্নয়ন করা ।
- প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা কাজ মনিটর এবং সুপারভিশন করা।
- সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) ও ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা।
- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা।
- গবেষণাপত্র ও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে মৌলিক ও উদ্ভাবনীমূলক বিষয় সম্বলিত জার্নাল প্রকাশ করা।
- প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নবতর উপায় ও কৌশল গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং সেবার মান উন্নয়ন ও দ্রুততর করা।
- শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ করার কাজে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে থাকে এমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে নেপ-এর অনুষদ সদস্যগণের পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে র্কমসূচি গ্রহণ করা।

- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, সভা, ওয়ার্কশপ, সম্মেলন এর আয়োজন করা। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান, ধারণা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি প্রবন্ধ ও জার্নাল প্রকাশের মাধ্যমে তার প্রচার ও বিস্তার ঘটানো ।
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও উপজেলা রিসোর্স সেন্টার-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি-এর কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা।

নেপ বোঁড অব গভর্নরস

নেপ পরিচালনার জন্য ১৪ সদস্যের বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। বোর্ড অব গভর্নরস নেপ-এর যাবতীয় কার্যক্রমের অনুমোদন প্রদানের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নেপ বোর্ড অব গভর্নরস-এর চেয়ারম্যান ও মহাপরিচালক, নেপ সদস্য সচিব।

নেপ বোর্ড অব গভর্নরস-এর সদস্যগণের তালিকা:

১. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২. যুগ্ম সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৩. যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪. রেক্টর, বিপিএটিসি মহোদয়ের প্রতিনিধি (এম.ডি.এস পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	সদস্য
৫. যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৭. চেয়ারম্যান, এনসিটিবি	সদস্য
৮. অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি	সদস্য
৯. পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১০. জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ	সদস্য
১১. বেগম রাশেদা খানম, সাবেক উপাধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা)	সদস্য
১২. জনাব আজিজ আহমেদ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক, ডিপিই	সদস্য
১৩. অধ্যাপক কাজী আফরোজ জাহান আরা, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৪. মহাপরিচালক (নেপ)	সদস্য সচিব

নেপ বোর্ড অব গভর্নরস-এর ৩৩তম সভায় সভাপতিত্ব করছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান।

অনুষদসমূহ:

নেপ-এর একাডেমিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত ৭টি অনুষদ দায়িত্ব পালন করছে :

১. পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অনুষদ
২. ভাষা অনুষদ
৩. সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ
৪. বিজ্ঞান ও গণিত অনুষদ
৫. গবেষণা ও কারিকুলাম উন্নয়ন অনুষদ
৬. মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ
৭. টেস্টিং এন্ড ইভালুয়েশন অনুষদ

বাংলাদেশ সি-ইন-এড বোর্ড

বাংলাদেশ সি-ইন-এড বোর্ড জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী নেপ) এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান যা ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সারাদেশের ৬৬টি সরকারি এবং ১টি বেসরকারি পিটিআই-এর একাডেমিক তত্ত্বাবধান ও পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম এ বোর্ডের অধীনে পরিচারিত হয়।

বর্তমানে ৬৬টি পিটিআই-এ ১৮ মাসব্যাপী ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ১ বছরব্যাপী সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) প্রশিক্ষণ কোর্স ১০টি সরকারি ও ১টি বেসরকারি পিটিআই-এ এই বোর্ড এর অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। মহাপরিচালক এবং পরিচালক, যথাক্রমে পদাধিকার বলে এ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) কর্তৃক সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) প্রশিক্ষণ বিবরণী (২০১৫-২০১৮) :

ক্রমিক নং	শিক্ষাবর্ষ	ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা	চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (অনিয়মিতসহ)	মোট পাশ	পাশের হার (%)	মন্তব্য
১	২০১৫-২০১৬	৫৮৫	৬৫৯	৫৮৮	৮৯.২৩	
২	২০১৬-২০১৭	৬৭৯	৭২৮	৭১৬	৯৮.৫২	
৩	জানুয়ারি - ডিসেম্বর, ২০১৮	৪১৫	কোর্স চলমান আছে			

প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) কর্তৃক ডিপোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ বিবরণী (২০১৬-২০১৯) :

ক্রমিক নং	শিক্ষাবর্ষ	ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (অনিয়মিতসহ)	উত্তীর্ণ	পাশের হার	মন্তব্য
১.	জানুয়ারি ২০১৬-জুন ২০১৭	৮৯৪৮	৯১১৫	৮৭৬৩	৯৬%	-
২.	জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০১৮	১১৩০৪	১১৫২৩	ফলাফল প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে		
৩.	জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০১৯	১২১৪৮	কোর্স চলমান রয়েছে			

নেপ পরিচালিত সুপারিনটেনডেন্টগণের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এম.পি ও নেপ-এর সম্মানিত মহাপরিচালক।

ডিপিএড কার্যক্রম (০১ জুলাই ২০১৭ - ৩০ জুন ২০১৮)

০১ জানুয়ারি ২০১৮ হতে ৬৬টি পিটিআই-এ ডিপিএড প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ডিপিএড কার্যক্রমের অগ্রগতি (০১ জুলাই ২০১৭-৩০ জুন ২০১৮) নিম্নরুপ:

১। ডিপিএড কার্যক্রম মনিটরিং :

ডিপিএড কোর্সের গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য প্রতি বছর নেপ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ পিটিআইসমূহ পরিদর্শন করে থাকেন। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে নেপ অনুষদবৃন্দ কর্তৃক ৯টি পিটিআই পরিদর্শন করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০১৮ সাল থেকে নতুন ৬টি পিটিআই-এ ডিপিএড কোর্স চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সে লক্ষ্যে জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৭ সালে নতুন ৬টি পিটিআই সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। তাছাড়া আরও ৩টি পিটিআই জানুয়ারি-জুন ২০১৮ সালে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে সন্নিবেশ করা হলো :

পরিদর্শিত ৯টি পিটিআই এর প্রাপ্ত তথ্য

ক্র. নং	পিটিআই এর নাম	জনবল			সংস্থাপন						আইসিটি						মন্তব্য
		সুপার	সহঃসুপার	ইন্সট্রাক্টর	ব্যবহৃত কক্ষের সংখ্যা	অব্যবহৃত কক্ষের সংখ্যা	পুরুষ হোস্টেল সংখ্যা	পুরুষ হোস্টেলের ধারণ ক্ষমতা	মহিলা হোস্টে সংখ্যা	মহিলা হোস্টেলের ধারণ ক্ষমতা	ল্যাপটপ		ডেস্কটপ		মাল্টিমিডিয়া		
											সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল	
১	শেরপুর	০	১	৯	৭	০	১	৬৪	১	৮০	১	০	২০	০	১	০	
২	রাজবাড়ী	১	১	৩	১০	১	১	৪৮	১	৮০	১	০	২২	০	১	০	
৩	বান্দরবান	১	১	১	৯	০	১	৪৮	১	৮০	১	০	২০	০	১	০	
৪	ঝালকাঠী	১	০	৫	১২	০	১	৬৪	১	৮০	১	০	২১	০	১	০	
৫	মেহেরপুর	১	১	৫	৮	০	১	৬০	১	১০০	১	০	২০	০	১	০	
৬	নড়াইল	১	১	৪	৮	৪	১	৬০	১	১০০	১	০	২০	০	১	০	
৭	চট্টগ্রাম	১	১	১৬	১২	০	১	৫২	২	১৬০	১৬	০	১৭	৩	২	৩	
৮	দাদনচক, ফজলুল হক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১	১	৮	৭	০	১	৪৮	১	৪০	১	০	১৯	১৬	৩	২	
৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১	১	১৩	১১	০	১	৮০	২	১১৬	১৪	০	২০	১০	৪	১	
	মোট =	৮	৮	৬৪	৮৪	০৫	০৯	৫২৪	১১	৮৩৬	৩৭	০	১৭৯	২৯	১৫	৬	

সুপারিশমালা :

১। পরিদর্শিত পিটিআইগুলোর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও জনবল নিয়োগ করা।
২। লাইব্রেরিকে আরও সমৃদ্ধ করা।
৩। কমনরুম সুসজ্জিতকরণ।
৪। মাল্টিমিডিয়া স্বল্পতা দূর করা।
৫। শরীর চর্চা কার্যক্রম ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী জোরদার করা।
৬। আইসিটি সরঞ্জাম সরবরাহ করা।
৭। পয়ঃনিস্কারশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

২। ডিপিএড সামগ্রী প্রিন্টিং:

- ২৯টি বিষয়ভিত্তিক সামগ্রীর ১,৯৮,৪০০ কপি মুদ্রন করা হয়েছে এবং ৬৬টি পিটিআইতে বিতরণ করা হয়েছে।

৩। প্রশিক্ষণের বিবরণ:

ভেন্যু : নেপ

- ০৭ দিনব্যাপী পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের জন্য ডিপিএড-এর মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের ৪টি ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ৪টি ব্যাচে মোট ৯৪ জন পিটিআই ইন্সট্রাক্টর অংশগ্রহণ করেন।
- ২৬ দিনব্যাপী পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের জন্য ডিপিএড বিষয়ক প্রশিক্ষণের ২টি ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ২টি ব্যাচে মোট ৩৯ জন পিটিআই ইন্সট্রাক্টর অংশগ্রহণ করেন।
- সহকারী লাইব্রেরীয়ান কাম ক্যাটালগারদের ৫ দিনব্যাপী ডিপিএড বিষয়ক প্রশিক্ষণের ১টি ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ব্যাচে ৩২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।
- পিটিআই উচ্চমান সহকারীগণের জন্য ডিপিএড আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের ২টি ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ২টি ব্যাচে মোট ৫৬ জন পিটিআই উচ্চমান সহকারী অংশগ্রহণ করেন।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, পিটিআই এবং ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ড. তরুণ কান্তি শিকদার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

ভেন্যু : পিটিআই

- ৬৬টি পিটিআই-তে ০৫ দিনব্যাপী নিজস্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণের জন্য ডিপিএড বিষয়ক ২০০টি ব্যাচে ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ২০০টি ব্যাচে মোট ৮০০০ জন প্রধান শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।
- ৪৬টি পিটিআই-তে ০৬ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের জন্য ডিপিএড বিষয়ক ৬০টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬০টি ব্যাচে মোট ১০০ জন প্রধান শিক্ষক এবং ১৭০০ জন সহকারী শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।
- ১০টি পিটিআই-তে ১৩ দিনব্যাপী সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর এবং ইউআরসি সহকারী ইন্সট্রাক্টরগণের জন্য ১২টি ব্যাচে ডিপিএড বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে মোট ৩৩৫ জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ১৫ জন ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর এবং ১০ জন সহকারী ইন্সট্রাক্টর ইউআরসি অংশগ্রহণ করেন।

৪. কর্মশালা ও সভা

- নেপ এ ১টি ডিপিএড ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা এবং ১টি ডিপিএড পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ্যাকশন রিসার্চ প্রতিবেদন উপস্থাপন বিষয়ক ১টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে ৭০ জন কর্মকর্তা ও শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

৬. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performence Agreement) সম্পাদন ও বাস্তবায়ন :

- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি যথাসময়ে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তি অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সকল কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

৫. ইউনিসেফ (এডিএসএল) এর কার্যক্রম

- ইউনিসেফ এর সহায়তায় (এডিএসএল) নেপ-এ ২ দিনব্যাপী ১টি ব্যাচে Workshop for Development of Training Mannual for Two Days to Subjectbased Training of Instructors of 7 Piloted PTI (Bangla, English, Mathematics, Primary Science, Bangladesh & Global Studies and Expressive Art (Art & Craft) শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেপ এর ২৫ জন অনুষদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন।
- নেপ-এ ১ দিনব্যাপী ১টি ব্যাচে Workshop on Capacity Building Of NAPE Faculty Members শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেপ এর ৪০ জন অনুষদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন।
- নেপ-এ ২ দিনব্যাপী Refresher Training Programme on Bangla and English for PTI Instructor of 7 Piloted PTI শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩০ জন ইন্সট্রাক্টর অংশগ্রহণ করেন।
- নেপ-এ ২ দিনব্যাপী Refresher Training Programme on Mathematics and Bangladesh & Global Studies for PTI Instructor of 7 Piloted PTI শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় । এতে ৩০ জন ইন্সট্রাক্টর অংশগ্রহণ করেন।
- নেপ-এ ২ দিনব্যাপী Refresher Training Programme on Primary Science and Expressive Art-Art & Craft for PTI Instructor of the 7 Piloted PTI শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩০ জন ইন্সট্রাক্টর অংশগ্রহণ করেন।
- নেপ-এ ১ দিনব্যাপী One day Seminar on Support to DPEd Programme শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৭০ জন (৪০ জন নেপ অনুষদ সদস্য এবং ৩০ জন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী) অংশগ্রহণ করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান ও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এম.পি. এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

নেপ এ পরিচালিত পেশাগত প্রশিক্ষণ তথ্য (এক নজরে) ২০১৭-২০১৮ :

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	রাজস্ব খাত			উন্নয়ন খাত			সর্বমোট
		প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
	২০১৭-২০১৮	৩৪৬	৯৪	৪৪০	২৪৬	৫৪	৩০০	৭৪০

নেপ কর্তৃক রাজস্বখাতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে পরিচালিত প্রশিক্ষণ সমূহ:

ক্র. নং	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থী		মোট
			পুরুষ	মহিলা	
1	Annual work plan and PTI management training for PTI Superintendents.	৩ দিন	৪৬	১৯	৬৫
2	Training on quality primary education, ICT and field administration for DPEOs.	৩ দিন	৫৮	০৫	৬৩
3	Training on good governance, ICT and quality primary education management for ADPEOs.	৫ দিন	২৭	৩	৩০
4	Training on PTI management for Assistant Superintendents of PTI	৫ দিন	১৮	১২	৩০
5	Foundation training course for PTI Instructors, UEOs and URC Instructors.	৩০ দিন	৩০	১০	৪০
6	Office management training for Promoted UEOs	৫ দিন	২০	১০	৩০
7	Basic training for newly recruited AUEOs	৩০ দিন	৬৬	১৪	৮০
8	Research Seminar	১ দিন	৪৭	১২	৫৯
9	Workshop on Raising awareness for the implementation of quality primary education.	১ দিন	১৬২	৩৮	২০০
10	Training course on Innovation for the NAPE Faculty members.	৫ দিন	৩৫	১১	৪৬
11	Training on National Integrity Strategy (NIS) for the NAPE Faculty members.	২ দিন	৩৫	১১	৪৬
		মোট	৪৭৪	১২৩	৫৯৭

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৮ এর প্রশ্ন কাঠামো চূড়ান্তকরণ ওয়ার্কশপ-এ উপস্থিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান ও অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

নেপ কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম :

ক্র: নং	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থী		মোট
			পুরুষ	মহিলা	
১	প্রাথমিক শিক্ষার যোগ্যতাভিত্তিক আইটেম প্রণয়ন বিষয়ক কার্যক্রম (০৯ টি বিষয়)	১০ দিন	১৯৮	৩১	২২৯
২	Training for finalizing question structure for PECE 2017	১ দিন	৬০	৪০	১০০
৩	Orientation (how to administer test items) training for test conductor (two times)	১ দিন	৩৬	৪২	৭৮
৪	Training for finalizing question structure for PECE 2017 (two times)	১ দিন	৬৬	৩৪	১০০
		২য় দিন	৫০	২৮	৭৮
		মোট	৪১০	১৭৫	৫৮৫

গবেষণা :

(ক) গবেষণা র্কাযক্রমের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করণে নেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে নেপ গবেষণা করে। তাছাড়া সি-ইন-এড এবং ডিপিএড কারিকুলাম এবং পাঠ্যপুস্তকের উন্নয়নে নেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

নেপ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২টি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। গবেষণা ২টির বিষয় হলো :

১. Present Status of Inclusive Education in Primary Classroom Practices in Bangladesh.
২. চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা এবং ইংরেজি বিষয়ের পঠন দক্ষতা যাচাই

এবং

২০১৬-২০১৭ র্অথবছরে নেপ নিম্নোক্ত গবেষণা দু'টি পরিচলনা করেছে।

১. A study on Implementation of ÒICT in Education Training in Government Primary School.”
২. Present status of using Lesson Plan for Ensuring Quality education in Primary School of Bangladesh.

(খ) নেপ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে PEDP-3 এর সহায়তায় ৬টি কার্যোপযোগী গবেষণা (Action Research) সম্পন্ন করেছে। গবেষণা ৬টি হলো:

১. টাঙ্গাইল পিটিআই-এ ডিপিএড কোর্সে আইসিটি বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনার মাত্রা : কেসস্টাডি
২. ডিপিএড শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল লেখার দক্ষতা উন্নয়নের উপায় নির্ধারণ।
৩. Developing DPEd Students Capacity in Learning and Using Vocabulary Effectively.
৪. অধিকাংশ ডিপিএড শিক্ষার্থীরা ভগ্নাংশের ভাগের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে না পারা।
৫. প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনায় অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ।
৬. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে দলীয় কাজে সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উপায়।

৬টি কার্যোপযোগী গবেষণার (Action Research) প্রতিবেদন নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

৬টি কার্যোপযোগী গবেষণার (Action Research) প্রতিবেদন নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ভূমিকা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পিইডিপি-৩ এর অধীনে ডিপিএড কার্যক্রমের আওতায় ৬টি পিটিআই-এ ১টি কেইস স্টাডি এবং ৫টি এ্যাকশন রিসার্চ পরিচালনা করে। এ্যাকশন রিসার্চ হলো বাস্তব সমস্যাভিত্তিক এবং বাস্তব সমস্যা নিয়ে গবেষণা কার্য পরিচালনা করে, যা ঐ সমস্যার প্রকৃত কারণ এবং সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি অনুসরণ করে এবং সম্পৃক্ত ব্যক্তি ও গবেষকের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগ করে সমাধান করে থাকে। এটি সাধারণ শ্রেণীকক্ষের সমস্যা সমাধানে খুবই উপযোগী। এখানে নিজস্ব নির্দিষ্ট সমস্যার এলাকা এবং অতি দ্রুতভাবে সমস্যা সমাধানের আয়োজন থাকে। স্থানীয় পরিবেশে স্থানীয় সমস্যার প্রতি এ গবেষণা গুরুত্বারোপ করে। স্থানীয়ভাবে প্রয়োগ যোগ্যতা দিয়ে এ গবেষণার মূল্যায়ন হয়। সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্যতা দিয়ে এর মূল্যায়ন হয় না। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে এ্যাকশন রিসার্চ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ্যাকশন রিসার্চ এর ফলাফলের আলোকে গবেষকগণ সরাসরি কার্যক্রম গ্রহণ করে বিধায় সুপারিশের কোন প্রয়োজন পড়ে না। তাই এখানে সুপারিশসমূহ দেয়া হয়নি। নিম্নে ১টি কেইস স্টাডি এবং ৫টি এ্যাকশন রিসার্চ এর সারমর্ম দেয়া হলো :

ক্রমিক নং	কেইস স্টাডি/এ্যাকশন রিসার্চ এর বিষয়	গবেষণা হতে প্রাপ্ত ফলাফল	গবেষকগণ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম
১.	ডিপিএড শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল লেখার দক্ষতা উন্নয়নের উপায় নির্ধারণ।	১। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল লেখার সুনির্দিষ্ট চর্চার অভাব রয়েছে।	১। ডিপিএড বাংলা তথ্য পুস্তকে সৃজনশীল লেখার নিয়ম সম্পর্কে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা।
		২। নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরের পরিবেশ সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অবহেলা রয়েছে।	২। মাইন্ড ম্যাপিং এর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ লেখা
		৩। সৃজনশীল কোনো লেখার ক্ষেত্রে অনুশীলনের অভাব রয়েছে	৩। সৃজনশীল লেখার ক্ষেত্রে অনুশীলন করানো হয়
		৪। শব্দ ও ভাষার চর্চার অভাব রয়েছে।	৪। সৃজনশীল লেখার ক্ষেত্রে শব্দের খেলা এবং সুত্রের ভিত্তিতে লেখার অনুশীলন করানো হয়েছে।
		৫। সৃজনশীল কোনো লেখার প্রতি ভীতি রয়েছে	৫। লেখার প্রশংসা করানো হয়।
২.	Developing DPEd Student Capacity in Learning and Using Vocabulary Effectively.	1. Most of the time the selected students did not enjoy English sessions.	1. Interactive activities (Bingo game, Kim's game and related games) were used in presentation
		2. They could seldom follow the English instructions in English sessions.	2. The trainee teachers were given instructions and checked if they understand it or not. Instructions were also given in Bangla when necessary. They also asked to select an EFT topic and to make instructions for the students and practice it within group.
		3. They had shyness in asking questions.	3. Group activity was given to practice topics through ask and answer in groups and also in pairs
		4. They got less chance to practice vocabulary in the classroom.	4. Tasks were given to make sentences/ dialogue with the learnt words and to practice in pairs.
		5. They did not know the techniques of using vocabulary in daily life.	5. They were asked to use the learnt words with their colleagues in the class and campus at least 30 minutes a day and requested to monitor by subject Instructor.
		6. Most of the trainee teachers aren't applying the learnt training skills in their schools as mindset problem.	6. The selected trainee teaches were persuaded to apply learnt skills in the lab schools and asked to record their activities
		7. Trainee teachers should practice vocabulary that was taught in the classes in their daily life.	7. Task were set so that the trainees got opportunities to practice the learnt vocabulary in the class for 5 to 10 minutes in each session.
		8. Trainee teachers should record the newly learned words so that they can revise the words anytime	8. The trainee teachers were persuaded to buy a diary/ notebook and asked to record the learnt words on a regular basis.

৩.	অধিকাংশ ডিপিএড শিক্ষার্থীর ভগ্নাংশের ভাগের সমস্যা জ্যামিতিক চিত্রের মাধ্যমে সমাধান করতে না পারা	১। সংশ্লিষ্ট পিটিআই এর গণিত ইনস্ট্রাক্টরের ভগ্নাংশের ভাগের সমস্যা জ্যামিতিক চিত্রের মাধ্যমে সমাধানের সুস্পষ্ট ধারণার অভাব।	১। চিত্র এঁকে, বাস্তব উদাহরণ দিয়ে এবং বাস্তব বস্তু ব্যবহার করে ভগ্নাংশের ভাগের সমস্যা জ্যামিতিক চিত্রের মাধ্যমে সমাধানের ধারণা সুস্পষ্ট করতে সহায়তা করা হয়।
		২। সংশ্লিষ্ট পিটিআই এর গণিত ইনস্ট্রাক্টরের গাণিতিক সমস্যা সমাধানে সম্পর্কযুক্ত কৌশল প্রয়োগ দক্ষতার অভাব।	২। গণিতের একটি বিষয় বস্তুর সাথে অন্য একটি বিষয়বস্তু কীভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং সমাধানের ক্ষেত্রে একটি বিষয়বস্তুর সমস্যা সমাধানের কৌশল কীভাবে অন্য বিষয়স্তুর সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা যায় তা সংশ্লিষ্ট গণিত ইনস্ট্রাক্টরকে বুঝতে সহায়তা করা হয়।
		৩। ডিপিএড শ্রেণি কক্ষে ভগ্নাংশের ভাগের সমস্যা সমাধান শিখন-শেখানোয় জীবন ভিত্তিক উদাহরণ এবং বস্তু ব্যবহার না করা।	৩। জীবন ভিত্তিক উদাহরণ চিন্তা করার সুযোগ দেয়াসহ কীভাবে বাস্তবববস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত ভগ্নাংশের ভাগের সমস্যা সমাধান উপস্থাপন করা যায় তা সংশ্লিষ্ট ইন্সট্রাক্টরকে বুঝতে সহায়তা করা হয় ।
		৪। ভগ্নাংশের সমস্যা জ্যামিতিক চিত্রের মাধ্যমে সমাধান কৌশল আয়ত্ব করার জন্য ডিপিএড গণিত পুস্তিকা, প্রাথমিক গণিত পাঠ্যপুস্তকে পর্যাপ্ত উদাহরণসহ সমাধান কৌশল উপস্থাপন না করা।	৪। ডিপিএড গণিত পুস্তিকা, প্রাথমিক গণিত পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত বিষয়বস্তু অনুশীলনের পাশাপাশি অন্যান্য উৎস থেকে এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে অনুশীলন করতে সহায়তা করা হয়।
		৪। সংশ্লিষ্ট ইন্সট্রাক্টর এবং ডিপিএড শিক্ষার্থীদের ভগ্নাংশের ভাগের সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত অনুশীলনের অভাব।	৪। শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে পর্যাপ্ত অনুশীলনের জন্য সংশ্লিষ্ট ইন্সট্রাক্টরকে গাইডলাইন প্রদান করা এবং কীভাবে শিক্ষার্থীদের অনুশীলনে সহায়তা করতে হবে তার কৌশল ব্যাখ্যা করা।

ক্রমিক নং	কেইস স্টাডি/এ্যাকশন রিসার্চ এর বিষয়	গবেষণা হতে প্রাপ্ত ফলাফল	গবেষকগণ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম
৪	**প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিখন-শিখানো কার্যাবলি পরিচালনায় অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতরি প্রয়োগ।**	১. মূল প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে সমস্যা সমাধান করতে দেয়া হয়নি।	১. অনুসন্ধানমূলক পাঠপরিকল্পনা তৈরি করে মূল প্রশ্নের আলোকে সমস্যা সমাধান করতে দেয়া হয়েছে।
		২. শ্রেণি কার্যক্রমে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা অনুসরণ করা হয়নি।	২. বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা পরিষ্কার করা হয়েছে এবং শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারের উৎসাহ দেয়া হয়েছে।
		৩. শিক্ষক মূল্যায়নের সময় পর্যাপ্ত সময় না দিয়ে নিজেই উত্তর দিয়ে দিয়েছেন।	৩. শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম কিভাবে মূল্যায়ন করবেন তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সে অনুযায়ী শিক্ষক সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেন।
		৪. শিক্ষকের শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ছিল না।	৪. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কোন কাজ কিভাবে প্রদান করবেন তার নির্ধারিত পরিকল্পনা ছিল।
		৫. শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের কাজ করার সুযোগ কম ছিল।	৫. শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরণের কাজের মধ্য দিয়ে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে।
৫	দলীয় কাজে সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রমকে উপভোগ্য করার উপায় ।	১. দলগত কাজ পরিচালনা সম্পর্কে ইন্সট্রাক্টরের পর্যাপ্ত ধারণা এবং দক্ষতা-এ দুটোরই অভাব রয়েছে।	১. পাঠ্যাংশটুকু ভালোভাবে পড়ে উহার গুরুত্ব অনুসারে দলগত কাজ নির্বাচন পূর্বক প্রদত্ত ৯টি নির্দেশনার আলোকে দলগত কাজ পরিচালনা করা।
		২. প্রতি দলে গড়ে প্রায় ১১/১২/১৩ জন শিক্ষার্থী ছিল, যা দলগত কাজের উপযোগী নয়।	২. দল গঠণের ক্ষেত্রে দলীয় সদস্য সংখ্যা ৫-৭ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পরামর্শ দেয়া হয়। সেক্ষেত্রে প্রতি ১১-১৩ জনের দল ভেঙ্গে ২টি করে দল করার জন্য বলা হয় ।
		৩. আসনবিন্যাস অনুসারে পাশাপাশি বসা শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে দল গঠন করেন। এতে প্রায়শই একই শিক্ষার্থীরা একই দলে পড়ে থাকেন যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে একঘেঁয়েমি সৃষ্টি করে।	৩. প্রতিদিনই পাশাপাশি বসা শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে দল গঠন করার পরিবর্তে দল গঠণে বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য শ্রেণিকক্ষের বিভিন্নস্থানে বসা সবল ও দুর্বল সদস্যদেরকে সমন্বয়ে দল গঠণ করার পরামর্শ দেয়া হয়।
		৪. দলীয় কাজের নির্দেশনা সাধারণত মৌখিকভাবে দেয়া হয়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক গ্রহণ করা হয়না।	৪. দলগত কাজের নির্দেশনা মৌখিকভাবে দেয়ার সাথে সাথে মাল্টিমিডিয়াতে তা প্রদর্শন করা এবং শিক্ষার্থীদের নিকট তা পরিষ্কার হয়েছে কি-না সেটি নিশ্চিত হবার জন্য প্রতি দল থেকে ফিডব্যাক গ্রহণ করা।
		৫. দলগত কাজ সম্পাদন এবং তা উপস্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয়না। পর্যবেক্ষণকৃত দুটো পাঠে দলীয় কাজের জন্য গড়ে মাত্র ৩ মিনিট করে সময় দেয়া হয়েছে যা কোন অবস্থাতেই পর্যাপ্ত নয়।	৫. দলীয় কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য কাজের পরিমাণ অনুসারে প্রয়োজনীয় সময় (১৫-২০ মিনিট) দিতে পরামর্শ দেয়া হয়।

ক্রমিক নং	কেইস স্টাডি/এ্যাকশন রিসার্চ এর বিষয়	গবেষণা হতে প্রাপ্ত ফলাফল	গবেষকগণ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম
৬.	টাঙ্গাইল পিটিআই-এ ডিপিএড কোর্সে আইসিটি বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনার মাত্রা : কেইস স্টাডি ।	১. ডিপিএড কোর্সে আইসিটি বিষয়ক অধিবেশন (তাত্ত্বিক) প্রতি সপ্তাহে একটি করে অনুষ্ঠিত হয়। পিটিআই রুটিনে একটি করে অধিবেশন দেখানো আছে।	কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি (বি. দ্র. কেইস স্টাডিতে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় না)
		২. জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত একটি সেকশনের ৫০ জন শিক্ষার্থীর একটি মাত্র আইসিটি ব্যবহারিক অধিবেশন পেয়েছে।	
		৩. অন্য প্রশিক্ষণের জন্য পিটিআই আইসিটি ল্যাব সব সময় ব্যস্ত থাকে। ফলে ডিপিএড শিক্ষার্থীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহারের সুযোগ থাকে না। ডিপিএড এর ১৬০ থেকে ২০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একটি মাত্র আইসিটি ল্যাব অপর্যাপ্ত।	
		৪. ডিপিএড শিক্ষার্থীদের আইসিটি ব্যবহারিক অধিবেশনের প্রতি ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে। পিটিআই আইসিটি ল্যাব মূলত ডিপিএড শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের জন্য সেট করা হয়েছে। এজন্য ডিপিএড শিক্ষার্থীদের আইসিটি ল্যাবে কাজ করার সুযোগ না থাকায় তাদের মধ্যে ক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়েছে।	
		৫. অন্য প্রশিক্ষণের জন্য পিটিআই আইসিটি ল্যাব ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, শুধুমাত্র বিরতি সময়কে কাজে লাগিয়ে গবেষকগণ ডিপিএড শিক্ষার্থীদের বিশেষ আইসিটি ব্যবহারিক অধিবেশনের ব্যবস্থা করেছেন।	

জাতীয় দিবস উদযাপন

বিভিন্ন জাতীয় দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদা ও সরকারি নির্দেশনার আলোকে উদযাপন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১৮
উদযাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

রিসার্স সেমিনারঃ

- নেপ প্রতি বৎসর গবেষণা কর্ম পরিচালনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে দু'টি গবেষণা কর্ম সম্পাদন করে। গত ২৮ জুন ২০১৮ তারিখ নেপ-এ গবেষণা প্রতিবেদন সম্পর্কিত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। নেপ, আইইআর (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এর সর্বমোট ৫৯ জন কর্মকর্তা উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

প্রকাশনাঃ

- নেপ কর্তৃক প্রকাশিত ষান্মাসিক নিউজ লেটার নেপ বার্তা এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক শিক্ষার মান্নোয়নে নানামুখী কর্মকাণ্ডের সচিত্র সংবাদ ও বর্তমান সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত অর্জিত কর্মকাণ্ড দেশবাসীর নিকট তুলে ধরা হচ্ছে।
- বাৎসরিক প্রকাশনা প্রাইমারি এডুকেশন জার্নাল-এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে যে প্রকাশনার কাজ চলছে তা ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে প্রকাশ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক কর্মশালা-২০১৮
উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কেন্দ্র, চিলমারী, কুড়িগ্রাম।

সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক কর্মশালা:

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি গত অর্থবছর দেশের ৪টি বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক ৪টি কর্মশালার আয়োজন করে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ রাজশাহী বিভাগের জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলায়, ৩ মার্চ, ২০১৮ রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলায়, ২১ এপ্রিল, ২০১৮ চট্টগ্রাম বিভাগের খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলায় এবং খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি কর্মশালায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, প্রধান শিক্ষক এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি কর্মশালায় ৫০ জন করে মোট ২০০ অংশীজন অংশগ্রহণ করেন। তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর কর্মকর্তাবৃন্দ।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা ও সমস্যাগুলো সমাধানের উপায়সমূহ তুলে ধরেন যা নিম্নরূপ:

অন্তরায়সমূহ	সুপারিশমালা
১. পুরাতন কিছু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সদ্য জাতীয়করণকৃত কিছু বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে পাঠদান ব্যাহত হওয়া।	১. পুরাতন বিদ্যালয় ও সদ্য জাতীয়করণকৃত যে সকল বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে সেই বিদ্যালয়গুলোর সমস্যা সমাধান করে পাঠদানের ব্যবস্থা করা।
২. বিদ্যালয়ের কাজে কোন কোন ক্যাচমেন্ট এলাকার জনগণের সম্পৃক্ত না থাকা।	২. বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই বিতরণের সময় ও জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপনের সময় ক্যাচমেন্ট এলাকার জনগণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে উক্ত কাজে সম্পৃক্ত করা।
৩. বিদ্যালয়ে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদ না থাকায় প্রধান শিক্ষক অধিকাংশ সময় রেকর্ড রেজিষ্টার হালনাগাদকরণ এবং প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকেন ফলে তিনি পাঠদান এবং মনিটরিং কাজ করতে পারেন না।	৩. বিদ্যালয় পর্যায়ে অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদ সৃজন করে নিয়োগদানের ব্যবস্থা করা যাতে প্রধান শিক্ষক পাঠদান এবং মনিটরিং কাজ যথাযথভাবে করতে পারেন।
৪. সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ না থাকায় প্রধান শিক্ষক প্রশাসনিক কাজে বাহিরে অবস্থান করলে কিংবা ছুটিতে থাকলে কে দায়িত্ব পালন করবেন তা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়।	৪. সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ সৃজন করা এবং পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা যাতে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে নির্বিঘ্নে চলে এবং সহকারী শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি হবে ও এতে তাদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাবে।
৫. ব্যস্ততম মহাসড়কের পাশের বিদ্যালয়গুলোতে সীমানা প্রাচীর না থাকায় প্রায়ই শিশুরা দুর্ঘটনার শিকার হয়। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এরূপ আশঙ্কার কারণে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি কম হয় এবং অভিভাবকগণ তাদের শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে অনীহা প্রকাশ করেন।	৫. ব্যস্ততম মহাসড়কের পাশের বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ব্যবস্থা করা যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়।
৬. সহকারী শিক্ষকদের পদোন্নতিতে দীর্ঘসূত্রিতা এবং প্রধান শিক্ষকদের কোন পদোন্নতি না থাকায় পেশাগত দায়িত্ব পালনে আগ্রহ কম থাকা।	৬. সহকারী শিক্ষকদের নিয়মিত পদোন্নতি প্রদান এবং প্রধান শিক্ষকদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করা যাতে শিক্ষকগণ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে আগ্রহী হন।
৭. শিক্ষক স্বল্পতার কারণে শিক্ষকগণের অধিক সংখ্যক ক্লাস পরিচালনা করা। যার ফলে ক্লাস পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে অনীহা পরিলক্ষিত হয়।	৭. শিক্ষক ছাত্র অনুপাতের দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন পদ সৃজন করা এবং শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক সংকট দূর করা যাতে শিক্ষকগণ ভালভাবে প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাস পরিচালনা করতে পারেন।
৮. পর্যাপ্ত আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও শ্রেণি কক্ষের সমস্যা।	৮. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি এর মাধ্যমে শিক্ষকগণের আইসিটি প্রশিক্ষণ, আইসিটি উপকরণ ও শ্রেণিকক্ষ বৃদ্ধি করা।
৯. সংগীত, ক্রীড়া এবং চারু ও কারুকলা শিক্ষক না থাকার কারণে এই বিষয়ে পাঠদানের সমস্যা।	৯. প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সংগীত, ক্রীড়া এবং চারু ও কারুকলা শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা করা এবং কর্মরত শিক্ষকগণকে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া।
১০. শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা না থাকায় বিদ্যালয়ে আসতে তাদের অনাগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং দুপুরের পরের ক্লাসগুলোতে আগ্রহ থাকে না।	১০. অভিভাবক ও মা সমাবেশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য মিড-ডে মিলের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ এবং দুপুরের খাবার শিক্ষার্থীদের টিফিন বক্সে দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
১১. অভিভাবকগণের দরিদ্রতার কারণে শিক্ষার্থীদের শিশুশ্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকা।	১১. শিশুশ্রম আইন সম্পর্কে অভিভাবকগণকে অবহিত করা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সভা সমাবেশ, পোস্টার ও লিফলেটের ব্যবস্থা করা এবং উপবৃত্তির অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।
১২. কোন কোন ক্ষেত্রে অভিভাবকগণের শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব।	১২. অভিভাবকগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সেমিনার ও কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা।
১৩. আর্থিকভাবে সচ্ছল অভিভাবকগণ মনে করেন কিন্ডারগার্টেনগুলোতে পড়ালেখা ভাল হয় এবং সুযোগ সুবিধা বেশি যে কারণে তারা কিন্ডারগার্টেনমুখী হয়।	১৩. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের পরিবেশ আকর্ষণীয় এবং ফলাফল ভালো করার মাধ্যমে আর্থিকভাবে সচ্ছল অভিভাবকগণকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মুখী করার ব্যবস্থা করা।
১৪. দুর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারা।	১৪. দুর্গম এলাকার যেসব বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই সেখানে সৌরবিদ্যুতের ব্যবস্থা করে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠদান করা।

অন্তরায়সমূহ	সুপারিশমালা
১৫. দুর্গম এলাকা ও চরাঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের যাতায়াত সমস্যার কারণে বিদ্যালয়ে আগমন প্রস্থান যথাসময়ে না হওয়া।	১৫. দুর্গম এলাকা ও চরাঞ্চলের শিক্ষকদের যাতায়াত বাহন অথবা আবাসনের ব্যবস্থা করা যাতে শিক্ষকগণ সময়মত বিদ্যালয়ে আগমন প্রস্থান করতে পারেন।
১৬. শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্যগণের মধ্যে সমন্বয়হীনতা।	১৬. স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সভার মাধ্যমে শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্যগণের মধ্যে সমন্বয়ের উদ্যোগ নেয়া।
১৭. এসএমসি সদস্যদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে না পারা।	১৭. এসএমসি সদস্যদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা যাতে বিদ্যালয় কার্যক্রমে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেন।
১৮. কারিকুলাম সম্পর্কে শিক্ষকগণের সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে পাঠদান কৌশল সঠিক না হওয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শিখনফল অর্জিত না হওয়া।	১৮. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কারিকুলাম সম্পর্কে শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে পাঠদান কৌশল সঠিক হয় এবং শিখনফল অর্জিত হয়।
১৯. কোন কোন ক্ষেত্রে কন্যা শিশুদের ইভটিজিং এর কারণে বিদ্যালয়ে তাদের উপস্থিতি কমে যায়।	১৯. শিশুদের যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অভিভাবক সমাবেশ ও মা সমাবেশের আয়োজন করে বিদ্যালয়ের সময়সূচি সম্পর্কে অবহিত করা।
২০. বাল্যবিবাহের কারণে প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপ্ত না করেই কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর ঝরে পড়া।	২০. এসএমসি এর মাধ্যমে সভা সমাবেশের আয়োজন করে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে যাতে কন্যা শিশুরা নির্বিঘ্নে বিদ্যালয়ে আসা যাওয়া করতে পারে।
২১. দুর্গম এলাকা ও চরাঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের যাতায়াত সমস্যার কারণে বিদ্যালয়ে আগমন প্রস্থান যথাসময়ে না হওয়া।	২১. বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, এসএমসি, অভিভাবক, শিক্ষক ও নিকাহ্ রেজিষ্ট্রার এর সহযোগিতায় অভিভাবকগণের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাল্যবিবাহের কুফল তুলে ধরে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা।

উল্লিখিত সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন হবে বলে কর্মশালায় অংশগগ্রণকারীগণ মনে করেন। অংশগ্রহণকারীগণ দিনব্যাপী আলোচনায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন ও প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর থেকে দেশের ৮টি বিভাগে ৮টি কর্মশালা আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম :

- ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়সহ অন্য দপ্তরের সাথে পত্র যোগাযোগ করা হচ্ছে।
- উদ্ভাবনী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নেপ-এর সি-ইন-এড বোর্ডকে ডিজিটালাইজড করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ফলে প্রত্যেক পিটিআই নেপ-এর সাথে ডিপিএড প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করতে পারবে।
- নেপ ক্যাম্পাসকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে।
- কর্মকর্তা কর্মচারীদের বায়োমেট্রিক হাজিরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে পিটিআই সমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে।

উপসংহার:

এসডিজি বাস্তবায়ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সাথে একাত্ম হয়ে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সমকালীন বিষয়াদি নিয়ে গবেষণালব্ধ তথ্য উপাত্ত দিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে নেপ সহায়তা করছে। একই সাথে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে নতুন নতুন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছে। আগামী প্রজন্মকে ডিজিটাল বিশ্বের উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে যোগ্য শিক্ষক তৈরিসহ নেপ এর সমস্ত তৎপরতা শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে শাণিত করে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণকে ঘিরে আবর্তিত। রাজস্বখাতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে নবনিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকগণের জন্য ১৫ দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কোর্সসহ সর্বমোট ১৯টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। নেপ বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে নিরলসভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট

শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-০৩, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

বিভাগ/জেলা/উপজেলা ভিত্তিক শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান

(১) বিভাগ/জেলাওয়ারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা

(ক) ঢাকা বিভাগ		
ক্রং নং	নাম	সংখ্যা
১	ঢাকা মহানগর-ঢাজা জেলাসহ	২৯টি
২	নারায়ণগঞ্জ	০৩টি
৩	গাজীপুর	০৪টি
৪	টাঙ্গাইল	০৪টি
৫	মানিকগঞ্জ	০৩টি
৬	গোপালগঞ্জ	০৪টি
৭	মাদারীপুর	০৩টি
৮	ফরিদপুর	০২টি
৯	শরীয়তপুর	০১টি
১০	নরসিংদী	০৩টি
১১	রাজবাড়ী	০১টি
১২	মুন্সীগঞ্জ	০১টি
১৩	কিশোরগঞ্জ	০৭টি

(খ) ময়মনসিংহ বিভাগ		
ক্রং নং	নাম	সংখ্যা
১৪	ময়মনসিংহ	০৩টি
১৫	জামালপুর	০৮টি
১৬	নেত্রকোনা	০১টি
১৭	শেরপুর	০২টি

(গ) চট্টগ্রাম বিভাগ		
ক্রং নং	নাম	সংখ্যা
১৮	চট্টগ্রাম	০১টি
১৯	কক্সবাজার	০১টি
২০	কুমিল্লা	০১টি
২১	নোয়াখালী	০১টি
২২	লক্ষ্মীপুর	০১টি
২৩	ফেনী	০১টি
২৪	চাঁদপুর	০১টি
২৫	খাগড়াছড়ি	০১টি
২৬	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১টি
২৭	রাঙ্গামাটি	০১টি
২৮	বান্দরবান	০১টি

(ঘ) সিলেট বিভাগ		
ক্রং নং	নাম	সংখ্যা
২৯	সিলেট	০১টি
৩০	হবিগঞ্জ	০২টি
৩১	সুনামগঞ্জ	০১টি
৩২	মৌলভীবাজার	০১টি

(ঙ) খুলনা বিভাগ		
ক্রং নং	নাম	সংখ্যা
৩৩	খুলনা	০১টি
৩৪	কুষ্টিয়া	০১টি
৩৫	বাগেরহাট	০৩টি
৩৬	সাতক্ষীরা	০১টি
৩৭	চুয়াডাঙ্গা	০২টি
৩৮	নড়াইল	০২টি
৩৯	ঝিনাইদহ	০২টি
৪০	যশোর	০২টি
৪১	মাগুরা	০১টি
৪২	মেহেরপুর	০১টি

(চ) বরিশাল বিভাগ		
ক্রং নং	নাম	সংখ্যা
৪৩	বরিশাল	০৯টি
৪৪	ঝালকাঠি	০৩টি
৪৫	পটুয়াখালী	০৪টি
৪৬	পিরোজপুর	০৩টি
৪৭	বরগুনা	০২টি
৪৮	ভোলা	০৪টি

(গ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের অনুকূলে সংশোধিত বাজেট ও ব্যয়ের বিবরণী :

অংকসমূহ হাজার টাকায়

অর্থনেতিক কোড	ব্যয়ের খাত	বাজেট বরাদ্দ ২০১৭-১৮	প্রকৃত ব্যয় ২০১৭-১৮	মন্তব্য
৪৫০০	কর্মকর্তাদের বেতন	২০০০	৬৬০	
৪৬০০	শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন	১৮৬৫১০	১৫৭৩২৫	
৪৭০০	ভাতাদি	১৬৭৬৪০	১৩৪৩৪০	
৪৮০০	সরবরাহ সেবা	৩৭১০	৪৪৭	
৪৯০০	মটরযান সংরক্ষন ও পুণর্বাসন	২৪০	০	
	সর্বমোট	৩৬০১০০	২৯২৭৭২	

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ : ৩৬,০১,০০,০০০/- টাকা
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ব্যয় : ২৯,২৭,৭২,০০০/- টাকা

শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের অর্জন

(১) শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ওয়েবসাইট চালুকরণ :
শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে, যার নং (**www.skt.gov.bd**) এবং প্রয়োজনীয় তথ্যসহ ওয়েবসাইটে অন্তর্ভূক্ত করে হালনাগাদ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

(২) ট্রাস্টের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর নামে ই-মেইল খোলা : ট্রাস্টের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ের নামে ই-মেইল খোলা হয়েছে এবং সকলেই ই-মেইল ব্যবহার করছেন।

(৩) প্রশিক্ষণ প্রদান : ট্রাস্টের বিদ্যালয়সমূহের ১৬ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা সরকারি পিটিআই এর মাধ্যমে ডিপিএড/সি.ইন.এড/সি.এড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

(৪) ট্রাস্টি বোর্ডের সভা : ট্রাস্টের বিভিন্ন কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে গত ১১/০২/২০১৮ তারিখে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৭ তম সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

(৫) প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা : ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৭০৭ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে এবং জিপিএ-৫ সহ বিভিন্ন গ্রেডে পাশের হার ৯৬%।

(৬) বিদ্যালয় পরিদর্শন : ঢাকা মহানগরীসহ জেলা/উপজেলা পর্যায়ের শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের লেখাপড়ার মান উন্নীত করার লক্ষ্যে ট্রাস্টের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং/পরিদর্শন করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের নিজস্ব মূলধন তহবিল এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাহায্য মঞ্জুরি খাত হতে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের অনুকূলে বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরনী :

১। শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের মূলধন তহবিল এবং বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ :

১.১ : ট্রাস্ট দপ্তর পরিচালনার মূলধন তহবিল : ২৪,৭৪,২১,৬৩৩/-

১.২ : মূলধন তহবিলের মূনাফা হতে দপ্তর পরিচালনা ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ : ৯২,০০,০০০/-

১.৩ : মূলধন তহবিল হতে দপ্তর পরিচালনা বাবদ ব্যয় : ৩৮,৩১,২৬৬/-

২। শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের বৃত্তি পরিচালনার মূলধন তহবিল এবং বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ :

২.১ : বৃত্তি পরিচালনা মূলধন তহবিল : ১৪,০৪,৩৩,২০৬/-

২.২ : মূলধন তহবিলের মূনাফা হতে বৃত্তি প্রদান বাবদ ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ : ৮৩,৫৫,০০০/-

২.৩ : মূলধন তহবিলের মূনাফা হতে বৃত্তির অর্থ প্রদান বাবদ ব্যয় : ৫৯,৫২,৭৯০/-

৩। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাহায্য মঞ্জুরী খাত হতে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের অনুকূলে বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরন :

৩.১ : সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ : ৩৬,০১,০০,০০০/-

৩.২ : বাজেটের ব্যয় : ২৯,২৭,৭৭,৪০০/-

২০১৭-১৮ অর্থবছরে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের বাজেট ও ব্যয়ের বিবরণী

(ক) ট্রাস্টের নিজস্ব সাধারণ তহবিল (দপ্তর পরিচালনা) :

অর্থনেতিক কোড	ব্যয়ের খাত	বাজেট বরাদ্দ ২০১৭-১৮	প্রকৃত ব্যয় ২০১৭-১৮	মন্তব্য
৪৫০০	ট্রাস্টের কর্মকর্তাদের বেতন ও অন্যান্য	৩২৩০০০০	২৯০৬৯৭২	
৪৭৬৫	যাতায়াত (অফিস)	৫০০০০	৩১৫৪৪	
৪৮০০	সরবরাহ সেবা	৯২০০০০	১৭৮৬৯৯	
৪৯০০	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুণর্বাসন	১১০০০০০	৩৪৯৫৫৪	
৬৬০০	মেরামত বাবদ (অফিস ও বিদ্যালয়)	১৪০০০০০	২১০৪৭৬	
৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	২৫০০০০০	১৫৪০২১	
	সর্বমোট	৯২০০০০০	৩৮৩১২৬৬	

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ : ৯২০০০০০/- টাকা
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ব্যয় : ৩৮,৩১,২৬৬/- টাকা

(খ) ট্রাস্টের নিজস্ব সাধারণ তহবিল (বৃত্তি পরিচালনা) :

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	বাজেট বরাদ্দ ২০১৭-১৮	প্রকৃত ব্যয় ২০১৭-১৮	মন্তব্য
১	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বৃত্তির অর্থ প্রদান	৮৩৫৫০০০	৫৯৫২৭৯০	
	সর্বমোট	৮৩৫৫০০০	৫৯৫২৭৯০	

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ : ৮৩৫৫০০০/- টাকা
২০১৭ ১৮ অর্থ বছরে ব্যয় : ৫৯৫২৭৯০/ টাকা

৩। ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত এবং ২০১৭-২০১৮ আর্থিক সালে ধারাবাহিকভাবে বৃত্তি সুবিধা ভোগী ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা : ৪৪২ জন।
বর্তমানে মোট বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (২+৩) = ২০৬+৪৪২= ৬৪৮ জন।
৪। শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বৃত্তি তহবিল হতে ২০১৭-১৮ আর্থিক সালে বৃত্তি বাবদ মোট ব্যয় : ৫৯,৫২,৭৯০/- টাকা।
(খ) সরকার প্রদত্ত উপবৃত্তি :
শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীগণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় সরকার প্রদত্ত মাসিক ১০০/-টাকা হারে উপবৃত্তি সুবিধা ভোগ করেন। ২০১৭-২০১৮ আর্থিক সালে উপবৃত্তির সুবিধা ভোগকারি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২১,৭৯০ জন।

(৫) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ভবন নির্মাণ/সংস্কার/মেরামত/আসবাবপত্র সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রমের বিবরণ:

ক্র. নং	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	সংস্কার/মেরামত কাজের ধরণ	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	সংস্কার ও মেরামত	১.০০	
২.	শিশু কল্যাণ প্রাথ: বিদ্যালয়-১১, আদমজীনগর, নারায়ণগঞ্জ	সংস্কার ও মেরামত	১.০০	
৩.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-২০, চাঁদপুর	আসবাবপত্র সরবরাহ	১.০০	
৪.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-২১, টাংগাইল	সেমিপাকা ভবন নির্মাণ	১০.০০	
৫.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৪৯, নড়াইল	আসবাবপত্র সরবরাহ	০.৭০	
৬.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৪৩, মুন্সীগঞ্জ	সংস্কার ও মেরামত	১০.০০	স্থানীয় জেলা প্রশাসকের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মেরামত করা হয়েছে।
৭.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৫০, কিশোরগঞ্জ	সেমিপাকা ভবন নির্মাণ	১৩.০৫	
৮.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৬৩, শরীয়তপুর	সংস্কার ও মেরামত	০.৫০	স্থানীয় জেলা প্রশাসকের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মেরামত করা হয়েছে।
৯.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৭৮, উপ-শহর, যশোর	নির্মাণকাজ সম্পন্নকরণ	(আনুমানিক)	
১০.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-১০৫, পার্বতীপুর, দিনাজপুর	আসবাবপত্র সরবরাহ	৩.৫৯	
১১.	শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট সদর দপ্তর	সংস্কার ও মেরামত	০.৫৪	
১২.	ট্রাস্ট দপ্তর কর্তৃক ঢাকা মহানগরীর ০৮ টি বিদ্যালয়ে	স্টিলের ফাইল কেবিনেট সরবরাহ	০.৫০	
১৩.	ট্রাস্ট দপ্তর কর্তৃক ঢাকা মহানগরীর ১১ টি বিদ্যালয়ে	স্টিলের সাইনবোর্ড সরবরাহ	০.৫৯	
	সর্বমোট টাকা		**৪২.৬৫ (বিয়াল্লিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা**	

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ট্রাস্টের কর্ম পরিকল্পনা ঃ

বর্তমান সরকারের "ভিশন-২০২১" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্মজীবী, দুঃস্থ, গরীব ও পথশিশুদের শিক্ষাকে শত ভাগে উন্নত করার লক্ষ্যে ট্রাস্টের দৈনন্দিন কার্যক্রমের পাশাপাশি ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে নিম্নরুপ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

(১) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট কর্মকর্তা/শিক্ষক/কর্মচারী (চাকুরী ও ছুটি) বিধিমালা-২০১০ এবং শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রবিধানমালা-২০১০ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন।

(২) ট্রাস্টের অর্থ সংস্থান অনুযায়ী এবং স্থানীয়ভাবে বিদ্যানুরাগী/দানশীল ব্যক্তির অর্থ সহায়তার মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত।

(৩) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট দপ্তর এবং ট্রাস্ট পরিচালিত শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক/কর্মচারীর বিদ্যমান শূন্যপদ পূরণ।

(৪) ঢাকা মহানগরীসহ বিভাগীয় শহর, জেলা শহর এবং উপজেলা পর্যায়ে চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকরণ।

(৫) শিক্ষক/শিক্ষিকাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সি.ইন.এড/ডিপিএড/সি.এড প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৬) বাজেট সংস্থান সাপেক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়/কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ।

(৭) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণ।

(৮) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের আওতায় আনা।

শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়

বিদ্যালয় ও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা :

ট্রাস্টের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশে ঢাকা মহানগরীসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ২০৫টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৩১,০৫২ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। এদের মধ্যে ১৫,১৬৫ জন ছাত্র এবং ১৫৮৮৭ জন ছাত্রী।

শিক্ষক/কর্মচারীর সংখ্যাঃ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে (কারিগরি প্রশিক্ষণসহ) কর্মরত মোট শিক্ষক সংখ্যা-৯৬১ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ৩০২ জন ও মহিলা ৬৫৯ জন এবং কর্মচারী ২১৩ জন।

কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ ঢাকার কাপ্তানবাজার, নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা, মাদারীপুরে রাজৈর, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা, লালমনিরহাট, জয়পুরহাট, ঝালকাঠি ও যশোর উপশহরে সর্বমোট ০৯টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৫৫৭ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। তন্মধ্যে ১৫৭ জন ছাত্র ও ৪০০ জন ছাত্রী।

শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ৫০টি নিজস্ব ভবনে, ৭৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছুটির পর উক্ত বিদ্যালয়ের ভবনে এবং ৭৬টি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের স্থাপনায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

নিজস্ব বিদ্যালয়ের স্থাপনাসমূহের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনায় নতুন ভবন নির্মাণ এবং পুরাতন ভবন সংস্কার/মেরামতের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে ১৩টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ/মেরামত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বৃত্তি কার্যক্রম

(ক) শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের নিজস্ব তহবিলে পরিচালিত বৃত্তি :

১। শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও শ্রমজীবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের নিজস্ব তহবিল হতে প্রতি বৎসর বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হয়। সে লক্ষ্যে প্রতি বৎসর শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বৃত্তির জন্য যোগ্য ছাত্র-ছাত্রীর নির্বাচন করা হয়।

২। শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বৃত্তি পরীক্ষা ২০১৭-এ বৃত্তিপ্রাপ্ত এবং ২০১৭-১৮ আর্থিক সালে সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীর শ্রেণিভিত্তিক তথ্যাদি

২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	মোট	মন্তব্য
৭১ জন	৬২ জন	৪২ জন	৩১ জন	২০৬ জন	বর্তমানে ২০৬ জনের বৃত্তি কার্যক্রম চলমান আছে

শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের অর্গানোগ্রাম

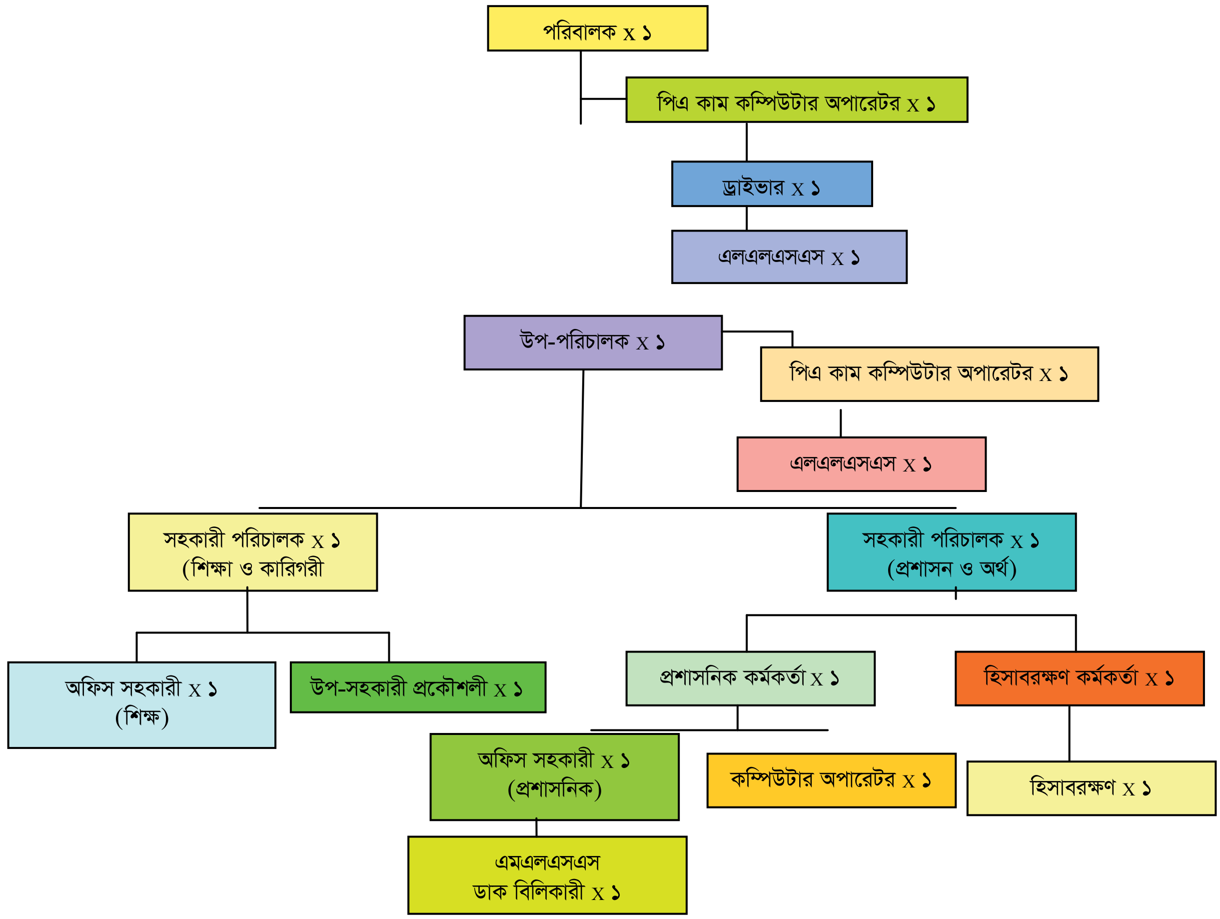

যানবাহন, মজুদ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য

ক) যানবাহন

১ X মাইক্রোবাস

১ X মোটরসাইকেল (ডাক বিলিকারির জন্য)

খ) অন্যান্য অফিস যন্ত্রপাতি

১ X ফটোকপিয়ার

৬ X কম্পিউটার

১ X ফ্যাক্স মেশিন

২ X টেলিফোন সেট (একটি পিএ সেটসহ)

১ X ইন্টারনেট মোডেম

জনবল সার-সংক্ষেপ

প্রথম শ্রেণির পদ

১ x পরিচালক

১ x উপ-পরিচালক

১ x সহকারী পরিচালক

দ্বিতীয় শ্রেণির পদ

১ x প্রশাসনিক কর্মকর্তা

১ x হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

১ x উপ-সহকারী প্রকৌশলী

৭ x ৩য় শ্রেণীর পদ

৩ x ৪র্থ শ্রেণীর পদ

মোট পদ সংখ্যা = ১৭ টি

৭। সমাপনী পরীক্ষা ঃ

(ক) * শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রতি বছর পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে।

* ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত সমাপনী পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২২২৬ জন। তন্মধ্যে ২১২০ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে ২০৪৭ জন। পাশের হার ৯৬.৫৫%।

(১)

৮। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি ঃ

জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর তত্ত্বাবধানে ০৭ সদস্যের পরিচালনা কমিটি দ্বারা বিদ্যালয়সমূহ পরিচালিত হয়।

৯। ট্রাস্টের ব্যয় নির্বাহ ঃ

(ক) ট্রাস্টের মূলধনের লভ্যাংশ থেকে বিদ্যালয়ের সংস্কার/মেরামত, আসবাবপত্র ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়।

(খ) ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য খরচ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাহায্য মঞ্জুরী খাতের বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হচ্ছে।

১০। শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রবিধানমালা ২০১০ অনুযায়ী নিম্নরুপভাবে ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়েছে ঃ

(ক) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে একজন চেয়ারপারসন ও একজন ভাইস চেয়ারপারসনসহ মোট ০৭ জন ট্রাস্টি সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠিত আছে যা নিম্নরুপ ঃ

(১) মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	চেয়ারপারসন
(২) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	ভাইস-চেয়ারপারসন
(৩) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য (পদাধিকার বলে)
(৪) সরকার কর্তৃক মনোনীত ০৪ জন বেসরকারি সদস্য	-	সদস্য

শর্ত : সরকার বেসরকারি সদস্যদের মনোনয়ন প্রদান করবেন। ইহা ছাড়া কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট (ঈড়-ড়ঢ়ঃ) করতে পারবে।

(খ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি সদস্য তার মনোনয়নের তারিখ হতে তিন বছরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় তার মনোনয়ন বাতিল করতে পারবেন।

(গ) মেয়াদপূর্তির পূর্বেই বেসরকারি সদস্যগণ, চেয়ারপারসন বা তার অবর্তমানে ভাইস চেয়ারপারসন বরাবর লিখিত আবেদন দ্বারা ট্রাস্টি হিসাবে পদত্যাগ করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক তার বা তাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ড় ট্রাস্টি হিসাবে বহাল থাকবেন।

১১। নির্বাহী কমিটি ঃ

"শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট" প্রবিধানমালা ২০১০ অনুযায়ী শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের দৈনন্দিন কার্যাবলী তত্ত্বাবধান; ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন; ট্রাস্টের পক্ষে সকল প্রকার মামলা পরিচালনা করা; ট্রাস্ট কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করার লক্ষ্যে ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৩তম সভায় নিম্নরুপে নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে ঃ

(১) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	আহ্বায়ক
(২) মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	-	সদস্য
(৩) মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	-	সদস্য
(৪) পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	-	সদস্য

১২। ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

সকলের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ভাগ্যাহত, হতদরিদ্র, সুযোগসুবিধা বঞ্চিত এবং নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী, শিল্পাঞ্চল এবং ঘনবসতিপূর্ণ দরিদ্র জনগোষ্টির বসতি ও বস্তি এলাকায় শিশু-কিশোরদের প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

১৩। মন্তব্য :

প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের উহৎড়ষসবহঃ এর হার ৯৭.৯৬%। তদুপরি উৎড়ঢ় ড়ঁঃ এর হার ১৯.২%। বিভিন্ন কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা উৎড়ঢ় ড়ঁঃ হয়ে থাকে। অতিদরিদ্রতা, শ্রমজীবী এর অন্যতম কারণ। শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ঞধৎমবঃ এৎড়ঁঢ় -এ মূলত এসকল অতিদরিদ্র, শ্রমজীবী ছাত্র-ছাত্রীরা রয়েছে। সুতরাং ট্রাস্টের অধীনে বিদ্যালয় স্থাপন করে বর্ণিত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় এনে উৎড়ঢ় ড়ঁঃ এর হার কমিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ১০০% ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনার লক্ষ্য অর্জণ করা সম্ভব হবে।

১। ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা ঃ
দেশের ভাগ্যাহত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ভাগ্যোন্নয়ন ও তাদের নিকট শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার জন্য ১৯৯২ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি “শিশু কল্যাণ ট্রাষ্ট” প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

২। ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ
(ক) ভাগ্যহত, সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র এবং নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী শিশু-কিশোরদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ।
(খ) শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ।
(গ) শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ।

৩। ট্রাস্টি বোর্ডের গঠন ঃ
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালনার স্বার্থে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী চেয়ারপারসন; মাননীয় প্রতিমন্ত্রী-ভাইস চেয়ারপারসন; সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সদস্য (পদাধিকার বলে); মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং অন্যান্য চার জন সরকার কর্তৃক মানোনীত সদস্য হিসেবে উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৪। ট্রাস্টের জনবলঃ
(ক) ট্রাস্টের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ১ জন পরিচালক, ১ জন উপ-পরিচালক ও ২ জন সহকারি পরিচালক, ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ১ জন উপ-সহকারি প্রকৌশলী ও ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ মোট ১৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিদ্যমান।

৫। বিদ্যালয়সমূহ ঃ
(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ট্রাস্টের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশে-ঢাকা মহানগরীসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ২০৫টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে ৩১,০৫২ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। এদের মধ্যে ১৫১৬৫ জন ছাত্র এবং ১৫৮৮৭ জন ছাত্রী।
(খ) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ঢাকার কাপ্তানবাজার, নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা, মাদারীপুরে রাজৈর, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, লালমনিরহাট, জয়পুরহাট, ঝালকাঠি ও যশোর উপশহরে সর্বমোট ০৯টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এসব প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ৫৫৭ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। এদের মধ্যে ১৫৭ জন ছাত্র এবং ৪৫৭ জন ছাত্রী।
(গ) শিক্ষক/কর্মচারীর সংখ্যা ঃ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে (কারিগরি প্রশিক্ষণসহ) মোট শিক্ষক সংখ্যা ৯৬১ জন। এদের মধ্যে পুরুষ শিক্ষক-৩০২ জন ও মহিলা শিক্ষক-৬৫৯ জন এবং কর্মচারী-২১৩ জন কর্মরত আছে।
(ঘ) * শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ৫০টি নিজস্ব ভবনে, ৭৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছুটির পর উক্ত বিদ্যালয়ের ভবনে এবং ৭৬টি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের স্থাপনায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
* নিজস্ব বিদ্যালয়ের স্থাপনাসমূহের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনায় নতুন ভবন নির্মাণ এবং পুরাতন ভবন সংস্কার/মেরামতের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে ১৩টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ/মেরামত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬। বৃত্তি কার্যক্রম ঃ
(ক) প্রতি বছর শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ২২০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির জন্য নির্বাচিত করা হয়। একবার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীগণ অধ্যয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও বার্ষিক সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তি সুবিধা ভোগ করেন।
(খ) বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক মেধা কোটায় ৭০০/- টাকা ও সাধারণ কোটায় ৬০০/- টাকা হারে বৃত্তির অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে।
(গ) বৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় বছরওয়ারী বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ডিসেম্বর/২০১৭ মাসে বিভিন্ন শ্রেণিতে মোট বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৯৪৭(নয়শত সাতচল্লিশ) জন।
(ঘ) ট্রাস্ট কর্তৃক ২০০০ সালে বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম চালু করার পর হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৩৩৯৪ (তিন হাজার তিনশত চুরানব্বই) জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

(ছ) রাজশাহী বিভাগ		
ক্রং নং	নাম	সংখ্যা
৪৯	রাজশাহী	০২টি
৫০	মিরাহড়ঘ্হ	০৪টি
৫১	নাটোর	০৫টি
৫২	পাবনা	০২টি
৫৩	বগুড়া	০৩টি
৫৪	চাপাইনবাবগঞ্জ	০৩টি
৫৫	নওগাঁ	০২টি
৫৬	জয়পুরহাট	০১টি

(জ) রংপুর বিভাগ		
ক্রং নং	নাম	সংখ্যা
৫৭	রংপুর	০৫টি
৫৮	দিনাজপুর	১১টি
৫৯	লালমনিরহাট	০৫টি
৬০	নীলফামারী	০৭টি
৬১	কুড়িগ্রাম	০৭টি
৬২	গাইবান্ধা	০৩টি
৬৩	ঠাকুরগাঁও	০৬টি
৬৪	পঞ্চগড়	০৩টি

বিভাগ ওয়ারী বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা		
ক্রং নং	নাম	সংখ্যা
০১	ঢাকা বিভাগ	৬৫টি
০২	ময়মনসিংহ বিভাগ	১৪টি
০৩	বরিশাল বিভাগ	২৫টি
০৪	চট্টগ্রাম বিভাগ	১১টি
০৫	সিলেট বিভাগ	০৫টি
০৬	রাজশাহী বিভাগ	২২টি
০৭	রংপুর বিভাগ	৪৭টি
০৮	খুলনা বিভাগ	১৬টি
	সর্বমোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা	২০৫টি

(২) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের তালিকা :

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	মহানগর/জেলার নাম	উপজেলার নাম	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের নাম
১	ঢাকা	ঢাকা মহানগর	সূত্রাপুর (কাপ্তান বাজার)	শিশু কল্যাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-১
২	,,	নারায়নগঞ্জ	ফতুল্লা	শিশু কল্যাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-২
৩	,,	মাদারীপুর	রাজৈর	শিশু কল্যাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-৯
৪	ময়মনসিংহ	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর	শিশু কল্যাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-৫
৫	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর	শিশু কল্যাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-৩
৬	খুলনা	যশোর	যশোর সদর	শিশু কল্যাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-৪
৭	বরিশাল	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর	শিশু কল্যাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-৬
৮	রংপুর	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর	শিশু কল্যাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-৭
৯	রাজশাহী	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর	শিশু কল্যাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-৮

শিশু কল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়-২৬, নেত্রকোনা

শিশু কল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়-২৪, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ

বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট ২০১৭-১৮ অর্থ বছর সম্পর্কিত কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ভর্তির হার শতভাগ নিশ্চিত করা এবং ঝরে পড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে রোধ করার জন্য সরকার নিরলসভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। পাশাপাশি রুপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ সকল লক্ষ্য ও সরকারের অঙ্গিকার বাস্তবায়নে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে।

১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশের ২৬১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের পর এ সকল বিদ্যালয়ে মামলা/প্রশাসনিক জটিলতার কারণে শিক্ষক-শিক্ষিকা চিহ্নিত করে মামলা/প্রশাসনিক জটিলতা নিষ্পত্তি হওয়ার পর তাদের চাকরি সরকারিকরণের কাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করার নিমিত্ত নিরলসভাবে কাজ করা হয়;

২। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক গেজেট থেকে বাদ পড়া শিক্ষকদের জাতীয়করণের লক্ষ্যে যাচাই বাছাই কাজে সহায়তা করা হয়;

৩। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে জাতীয়করণের পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত ৯৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট হতে এককালীন আর্থিক অনুদান মঞ্জুরির নিমিত্ত যাচাই বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়;

৪। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে জাতীয়করণের পূর্বে অবসরগ্রহণকৃত ৯৫ জন শিক্ষক/শিক্ষিকাদের এককালীন অবসরভাতা বাবদ ১,১৬,২০,৫১৮/- (এক কোটি ষোল লক্ষ বিশ হাজার পাঁচশত আঠার) টাকা প্রদান করা হয়;

৫। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ পালনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়;

৬। আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস পালনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়;

৭। বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়;

৮। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়;

৯। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়;

১০। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো/নেপ (Nape) কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করা হয়;

১১। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিটের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ৩৬৩টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়